[DE]SCRIPTIVE GEOGRAPHY

AND A BRIEF

HISTORICAL SKETCH

OF THE

DACCA DISTRICT

ঢাকা জেলার ভূগোল

এবং

সংক্ষেপ ঐতিহাসিক বিবরণ।

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভৌমিক প্রিন্টার

কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ঢাকা বাঙ্গালাযন্ত্রালয়।

১২৭৫ সন। ২৭ শে ফাল্গুন।

মূল্য ।/১০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

ভূগোল শিক্ষা যে অতীব আমোদজনক ও উপকারী বিষয় তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এইক্ষণ পর্য্যন্তও আমাদের দেশে এই বিদ্যার সমুচিত আদর হয়নাই। বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রদিগেরই ভূগোল শিক্ষার প্রতি অত্যন্ত অশ্রদ্ধা এবং অল্প মনোযোগ দেখাযায়। এই সমুদয়ের প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান ভূগোল শিক্ষা প্রণালী সুসঙ্গত এবং সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্বভাবতঃ প্রত্যেক মনুষ্যকেই প্রথমতঃ স্বীয় জন্মগ্রামের বৃত্তান্ত তৎপর স্বজেলার এবং ক্রমে এই ভাবে স্বদেশে ও বিদেশের ভূগোল ও ইতিহাস অবগত হইবার জন্য উৎসুক এবং কৌতুহলাক্রান্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদি এই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বালকদিগকে ভূগোল শিক্ষা দেওয়াহয় তাহা হইলে কখনই এই বিদ্যা তাহাদিগের নিকট নীরস ও অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না ববং পক্ষান্তরে তাহাদিগকে ইহাতে বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখা যাইবার সম্ভাবনা। এদেশীয় ছাত্রদিগের মধ্যে অনেককেই স্বীয় [illegible] ভূমির ইতিহাস এবং ভূগোল জ্ঞান বিষয়ে নি-

তান্ত অনভিজ্ঞ দৃষ্ট হয় কিন্তু তাহাদিগকে ইউরোপ কিম্বা আমেরিকার কোন স্থানের অতি নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় জিজ্ঞাসা করিলে প্রায়ই বিলক্ষণ সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায়। স্বদেশের ভূগোল জ্ঞান বালকদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং অন্তঃকরণের প্রশস্ততা জন্মিবার একটী প্রধান উপায় বিবেচনা করিয়া আমি উক্ত বিষয়ে ঢাকা জেলার কোন প্রকার গ্রন্থ না থাকাতে এই পুস্তকখানা প্রকাশ করিলাম। ইহার অনেকাংশ ইংরেজী পুস্তক অবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তক যে উদ্দেশ্যে এবং যাহাদিগের জন্য প্রচারিত হইল যদি ইহা দ্বারা তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও সাধিত হয় তাহা হইলেই আমার সমুদয় পরিশ্রম সফল বোধ করিব

১৩ই ফাল্গুন। শ্রী—

সন ১২৭৫।

ঢাকা জেলার ভূগোল এবং সংক্ষেপ ঐতিহাসিক বিবরণ।

ঢাকা জেলার উত্তর সীমা ময়মনসিংহ, পশ্চিম সীমা ফরিদপুর এবং পাবনা; দক্ষিণ সীমা বাকরগঞ্জ, পূর্ব্ব সীমা ত্রিপুরা। ইহার পরিমাণ ফল ৭৫২ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৯০৪৬৩৫৮

দৈর্ঘ্য ও বিস্তার—এই জেলার দৈর্ঘ্য এবং বিস্তার প্রায় সমান। উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৮৪ মাইল দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে জাফরগঞ্জ থানার পশ্চিম হইতে রায়পুরা থানার পূর্ব্ব মেঘনা নদী পর্য্যন্ত প্রায় ৭৫ মাইল বিস্তৃত।

নৈসর্গিক অবস্থা এবং ভূমি।

ধলেশ্বরী এবং বুড়িগঙ্গা নদী উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই দুই বিভাগের স্বাভাবিক অবস্থা পরস্পর অত্যন্ত বিভিন্ন জেলার উত্তরাংশ পুনর্ব্বার লক্ষ্যা নদী দ্বারা পশ্চিম এবং পূর্ব্ব দুই ভাগে বিভক্ত। এই দুই ভাগের মধ্যে

লক্ষ্যা নদীর পশ্চিম দিকস্থ স্থান বৃহৎ এবং ইহাতেই ঢাকা নগর সংস্থাপিত। এই অংশ জেলার অন্যান্য স্থানাপেক্ষা অত্যন্ত উচ্চ এবং ইহার মৃত্তিকা সাধারণতঃ লোহিত বর্ণ, কঙ্কর এবং কর্দ্দম ময়। নদী এবং খালের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ভূমি বালুকা ময়। ঢাকা নগরের প্রায় ২২ মাইল উত্তরে এবং উত্তর পশ্চিমে ভাওয়ালের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন২ স্থানে ১৩ হইতে ৩৩ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ স্থান দৃষ্ট হয়। এই উচ্চ স্থান (টিলা) সমুদায়ের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ এবং লৌহকণা বিশিষ্ট। এই অংশের ভূমি অধিকাংশ জঙ্গলময় কিন্তু কর্ষিত স্থান বিলক্ষণ উর্ব্বর। ঢাকা নগরে পূর্ব্বাংশে লক্ষ্যা নদী পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে চন্দ্র প্রতাপ প্রভৃতি স্থান এই বিভাগের মধ্যে অধিক কর্ষিত।

ব্রহ্মপুত্র মেঘনা এবং লক্ষ্যানদীর মধ্যস্থিত স্থানের ভূমি সাধারণতঃ বালুকাময়। এই অংশে পশ্চিম বিভাগ হইতে অধিক বর্ষা হইয়া থাকে; ইহার অধিকাংশ ভূমি উর্ব্বরা। এই বিভাগে ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদীর সঙ্গম স্থানে মধ্যে২ উচ্চ টিলা দৃষ্ট হইয়া থাকে এই টিলা সমুদায়ের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ ও কঙ্কর ময়। এই অংশে বনাকীর্ণ, যে সকল অকৃষ্ট পতিত

ন বিদ্যমান আছে তদ্দর্শনে বোধ হয় ঐ সমুদায় নে পূর্ব্বে অতি লোকপূর্ণ সমৃদ্ধশালী পল্লী ছিল। ই অংশ স্বর্ণগ্রাম এবং মহেশ্বরদী নামে খ্যাত।

ঢাকা জেলার দক্ষিণাংশ অন্যান্য সমুদায় স্থান তে অধিক উর্ব্বরা। এই ভাগের ভূমি সাধারণতঃ বালুকাময় এবং ইহা সর্ব্ব স্থানাপেক্ষা অধিকতররূপে প্লাবিত হইয়া থাকে। বর্ষা কালে এই অংশের অধিকাংশ স্থান জলমগ্ন এবং মাঠ সমুদায় যখন ধান্য ন্য সুশোভিত হয়, তখন ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করে। বিক্রমপুর এবং বুড়িগঙ্গার দক্ষিণ র্ব্বস্থ স্থান এই বিভাগের অন্তর্গত।

ঢাকা জেলার প্রায় অর্দ্ধাংশের অধিক স্থানের ম বালুকাময়। অপর অবশিষ্টাংশ রক্তবর্ণ, কঙ্কর সতেজ, কর্দ্দমযুক্ত, কঠিন এবং কৃষ্ণবর্ণ।

নৈসর্গিক বিভাগ।

ঢাকা জেলাকে স্বভাবতঃ প্রধান পাঁচ ভাগে বি- করা যাইতে পারে। ১ম ভাওয়াল, ২য় চন্দ্রপ্র- , ৩য় স্বর্ণগ্রাম (সোণার গাঁও) এবং মহেশ্বরদী বক্রমপুর, ৫ম পারজোয়ার।

১ম ভাওয়াল।

ই বিভাগের উত্তর সীমা ময়মনসিংহ, পূর্ব্ব

সীমা লক্ষ্যানদী মহেশ্বরদী এবং সোণারগাঁও ; দ-ক্ষিণ সীমা বুড়ীগঙ্গা নদী, পশ্চিম সীমা তুরাগ নদী এবং চন্দ্রপ্রতাপ। এই বিভাগের কোনং স্থান তুরাগ নদীর পশ্চিম এবং লক্ষ্যার পূর্ব্ব পারও আছে কিন্তু নৈসর্গিক বিভাগানুসারে ঐ সকল স্থান চন্দ্রপ্রতাপ এবং সোণারগাঁয়ের অন্তর্গত। এই বিভাগের দক্ষি-ণাংশে ঢাকা নগরী সংস্থাপিত। জয়দেবপুর, টৌক, টঙ্গী, রূপগঞ্জ, কাপাইসা, ডেমরা, একডালা এবং জামালপুর ইহার প্রসিদ্ধ গ্রাম। মিরপুর, নারায়ণ-গঞ্জ এবং ফতুল্লাকেও নৈসর্গিক বিভাগানুসারে ই-হার অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

২য়। চন্দ্রপ্রতাপ।

ইহার উত্তরে ময়মনসিংহ, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে যমুনা, পূর্ব্বে তুরাগ নদী ভাওয়াল এবং বিক্রমপুরের কিয়দংশ। ধলেশ্বরী নদী এই বিভাগের দক্ষিণাংশ দিয়া উত্তর পশ্চিম হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে প্রবা-হিত হইয়া ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উক্ত নদীর উত্তর দিকেই চন্দ্রপ্রতাপের অধিকাংশ স্থান। মাণিকগঞ্জ, কেসরাগঞ্জ, জাফরগঞ্জ, রঘুনাথ পুর, মহাদেবপুর, হরিরামপুর, ধামরাই রোয়াইল, দাসরা, মত্ত, সুয়াপুর, বালিয়াটী, বাইনাজুরী, ধান-

কোরা, সাভার, ফুলবাইরা প্রভৃতি ইহার প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই বিভাগের দক্ষিণে বিক্রমপুর এবং ইহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে নওয়াবগঞ্জ, উত্তরাংশে কাশীমপুর পরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী উক্ত নামধেয় একটী স্থানও বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ।

৩য়। সোণারগাঁও এবং মহেশ্বরদী।

এই স্থান দ্বয়ের পশ্চিম লক্ষ্য ও বানার এবং নাগঁলবন্ধের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্র নদ; পূর্ব্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা, দক্ষিণে মেঘনা এবং ধলেশ্বরীর কিয়দংশ, উত্তরে ব্রহ্মপুত্র এবং ময়মনসিংহ। স্বর্ণ গ্রামের উত্তরভাগকে মহেশ্বরদী বলে, ইহার কিয়দংশ ময়মনসিংহ জেলাতেও আছে। পলাস, পাঁচদোনা, বৈদের বাজার, পানাম, হোসেনাবাদ, বারদী, নরসিংদী, আমিনপুর রায়পুরা প্রভৃতি ইহার প্র[illegible] মদনগঞ্জ, মুরাপাড়া, খাসগড়, নবীগঞ্জ, নাগঁলবন্ধ এবং পঞ্চমী ঘাট প্রভৃতি স্থানও স্বাভাবিক বিভাগ অনুসারে সোণার গাঁয়ের অন্তঃপাতী বলা যাইতে পারে। শেষোক্ত ছয়টী স্থান লক্ষ্যা এবং নাগঁলবন্ধ নদীর (এই নদী সাধারণতঃ ব্রহ্মপুত্র নামে খ্যাত, কিন্তু বাস্তবিক ইহা উক্ত নদীর একটী শাখা) অন্তরস্থ হইয়া[illegible]

৪র্থ। বিক্রমপুর।

এই বিভাগ কীর্ত্তিনাশা নদী দ্বারা উত্তর এবং ক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত। ইহার উত্তর ভাগ অতি বৃহৎ। বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী নদী, পূর্ব্ব সীমা মেঘনা, পশ্চিম সীমা পদ্মা, চন্দ্রপ্রতাপের কিয়-দংশ এবং আরিয়ল বিলের অপর পারস্থ দোহার* ও গালিমপুর প্রভৃতি স্থান, দক্ষিণসীমা বাকরগঞ্জের অন্তর্গত ইদিলপুর। দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে রা-জনগর, জপ্শা, মুলফৎগঞ্জ, পোড়াগাছা, ঘড়ীশার পালঙ্গ, নৈরালোনসিংহ, রুদ্রকর ধাউনকা, কার্ত্তিক-পুর ডোংসার এবং বিলাসখাল প্রভৃতি স্থান প্র-সিদ্ধ। উত্তর বিক্রমপুর চতুর্দ্দিকে নদী দ্বারা বেষ্টিত। মুন্সীগঞ্জ বহর শ্রীনগর, লোহজঙ্গ, কালীপাড়া ভা-গ্যকুল, রাজাবাড়ী, চাচুরতলা, রামপাল বজ্রযোগিনী সোণারঙ্গ, ফিরিঙ্গীবাজার, রিকাবিবাজার, [illegible] আবদুল্লাপুর, তালতলা, মালখানগর, ফুরসাইল, বয়রাগাদী, সেরেজদীখাঁ, কৈজসার, হইলদা, কাঁচা-দিয়া, সাহাবাজনগর, ভাওয়ার, কোরহাটী, ধানকুইনা, তয়টীয়া, বাগ্‌রা, তারপাশা, হাসারা, শোকেরনগর,

---

*দোহার এবং গালিমপুর প্রভৃতি স্থান চন্দ্রপ্র-[illegible] অবস্থিত।

গায়েদা, বেজগাঁও, সুবচনী, আইরল, মধ্যপাড়া, এবং বিদগাঁও প্রভৃতি স্থান উত্তর বিক্রমপুরের মধ্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরে সমুদায়ে ৮০০ শত গ্রাম আছে এই স্থান ঢাকা জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ।

৫ম। পারজোয়ার।

এই স্থানটী দ্বীপাকার এবং জেলার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহার উত্তরে এবং পূর্ব্বদিকে বুড়িগঙ্গা নদী পশ্চিম এবং দক্ষিণে ধলেশ্বরী। পাইনা, পশ্চিমদী, তেঘরিয়া, কোণ্ডা, রোহিতপুর, শুভুড্ডা, সাকথা এবং কেরাণীগঞ্জ ইহার প্রসিদ্ধ গ্রাম।

নদী, বিল এবং খাল।

পদ্মা, কীর্ত্তিনাশা, ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গা, লক্ষ্যা, মেঘনা এবং ব্রহ্মপুত্র এই জেলার প্রধান নদনদী। এতদ্ভিন্ন বংশাইল, তুরাগ, বালু, নাঙ্গলবন্ধনদী, বানার, ইলসামারী, ইছামতী কিম্বা তুলসীখালী, দিঘীর পার, রামকৃষ্ণদী, ভিরুজর্থা এবং সিংদহ প্রভৃতি আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র২ নদী আছে। শেষোক্ত নদী সমূহের মধ্যে কোন২টী চৈত্র বৈশাখ মাসে প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। প্রধান নদী কয়েকটীর গতি নীচে লিখিত হইল।

পদ্মা এবং কীর্ত্তিনাশা—গঙ্গা নদী পাবনার পশ্চিম হইতে পদ্মা নামে খ্যাত। পদ্মার পূর্ব্বাংশের নাম কীর্ত্তিনাশা। ফরিদপুরের অন্তর্গত গোয়ালন্দ নামক স্থানের দক্ষিণে পদ্মা নদী ঢাকা জেলাতে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ স্থান হইতে ফরিদপুর, তেওথা, নয়াবাড়ী প্রভৃতি স্থান দিয়া পূর্ব্ব দক্ষিণাভিমুখে গমন করত কেদারপুর, ভাগাকুল এবং কালী পাড়ার নিকট ইহা বিক্রমপুরে প্রবেশ করিয়াছে। তৎপর খলিপাশা এবং কাঁচাদিয়ার পূর্ব্বে আসিয়া লোহজঙ্গের দক্ষিণে পদ্মানদী কীর্ত্তিনাশা নাম ধারণ করতঃ রামনেউল বহর, রুপটা এবং নওগাঁও প্রভৃতি স্থান দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া মেঘনার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা এবং পদ্মা এই উভয় নদীই অত্যন্ত ভয়ানক। কোন২ স্থানে ইহারা প্রায় ৪ মাইল প্রশস্ত হইবে। কীর্ত্তিনাশা নদীর দক্ষিণ তটে প্রায় ৬ মাইল অন্তর রাজনগরে মহারাজ রাজবল্লভের কীর্ত্তিচিহ্ন এখনও বিরাজিত আছে। উক্ত রাজবাটীর কীর্ত্তি সমুদয় এই নদী দ্বারা বিনষ্ট হওয়া প্রযুক্ত ইহার নাম কীর্ত্তিনাশা হয়।

ধলেশ্বরী—এই নদী ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী জলিনাবাদ নামক স্থানের নিকট যমুনা হইতে বহি-

ত হইয়াছে। ধলেশ্বরী ঐ স্থান হইতে প্রথমতঃ ক্ষণ দিকে প্রবাহিত হয়। তৎপর কিছু স্থান পূর্বাহিনী হওত কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে এবং পুনর্ব্বার ক্ষণ পূর্ব্বাভিমুখে মাণিকগঞ্জ পর্য্যন্ত আগমন করিয়া ম সাভার পর্য্যন্ত পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হয়। ভার হইতে ফুলবাইরার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আসিয়া ড়িগঙ্গার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ঐ সঙ্গম স্থান ইতে ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে রোহিতপুর, কুইমোড়া, পাথর ঘাটা এবং রামকৃষ্ণদীর নিকট দিয়া মন করত পাইনার দক্ষিণে সিংদহ নামক ইহার কটী শাখা নদীর সহিত সংযুক্ত হয়। ঐ স্থান হতে পশ্চিমদী সরাইল, কোণ্ডা প্রভৃতি স্থান দিয়া তক দূর পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ভুঁইভূরি সন্নিহিত বুড়িগঙ্গার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থান হইতে নারায়ণগঞ্জ এবং মদনগঞ্জ বন্দরের দক্ষিণে লক্ষ্যা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মেঘনা নদীতে পতিত হইয়াছে। লক্ষ্যা, লেশ্বরী এবং মেঘনা এই তিনটীর সঙ্গম স্থান অত্যন্ত য়ানক। এই স্থানকে কলাগাইছা বলে। মুন্সীগঞ্জ, ফিরিঙ্গি বাজার, রিকাব বাজার, মীরকাদেম, আবদুল্লাপুর, তালতলা, ফুরশাইল এবং বয়রাগাদী প্র

ভূতি স্থান ইহার দক্ষিণ তটে সংস্থিত। ইহা প্রায় এক মাইল প্রশস্ত হইবেক।

বুড়িগঙ্গা—ইহা ফুলবাইরার নিকট ধলেশ্বরী হইতে বহির্গত হইয়াছে। প্রথমতঃ এই নদী কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হয়। তৎপর উত্তর পূর্ব্ব দিকে কেরাণীগঞ্জের নিকট হইতে ঢাকা শ্যামপুর, মীরেরবাগ দিয়া ফতুল্লা পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছে। পুনর্ব্বার ফতুল্লার নিকট হইতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে ভবানীগঞ্জ দিয়া ভুইরা নামক স্থানে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। এই নদীর প্রশস্ততা কোনং স্থানে প্রায় ৫ তিন পাওয়া মাইল হইবে। অধুনা কয়েক বৎসর যাবৎ চড় পতিত হইয়া ইহার কোন কোন স্থানে প্রায় শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

লক্ষ্যা (শীতল)—এই নদীর উত্তরাংশকে বানার কহে। লক্ষ্যা নদী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত এগারসিন্দুর নামক স্থানের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে টোকের নিকট বানার নাম ধারণ করিয়া বহির্গত হইয়াছে। বানার টোক হইতে প্রথমতঃ পশ্চিম এবং পরে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে কাপাইসা এবং বাড়ৈগাঁও দিয়া গমন করত এক ডালার নিকট লক্ষ্যা নাম ধারণ করিয়াছে। এই স্থান হইতে লক্ষ্যা নদী পলাস,

মুরাপাড়া, হাজিগঞ্জ, নবীগঞ্জ প্রভৃতি স্থান দিয়া নারায়ণগঞ্জ এবং মদনগঞ্জের দক্ষিণে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। লক্ষার জল অত্যন্ত পরিষ্কৃত এবং উত্তম। ইহার প্রশস্ততা অর্দ্ধ মাইলের অধিক হইবে না।

ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা নদ ত্রিপুরা এবং ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

ঢাকা জেলাতে দুইটী মাত্র প্রসিদ্ধ বিল আছে। একটী বিক্রমপুরের অন্তর্গত হাঁসারা ষোলঘর প্রভৃতি স্থানের পশ্চিমে। এই টীর নাম আরিয়ল বিল। অপরটী ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত নাগারী নামক প্রাচীন নগরের সন্নিহিত। ইহা ব্যতীত চন্দ্রপ্রতাপের মধ্যে রঘুনাথপুর এবং নরার বিল নামে আরো ২টী বিল আছে।

তালতলা, শ্রীনগর বহর হইলদা, পাইনা, ধানকুইনা, মিরকাদেম, চাচুরতলা, রাজনগর গাজিখালি, ডুগাই এবং টঙ্গী প্রভৃতি স্থানের খালই এই জেলার মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। উহাব্যতীত লোহজঙ্গ গাঞৈদা, পুটীমারী, হাসাইল, রোহিতপুর, এবং নলখালী নামক কএকটী ক্ষুদ্র২ খাল আছে। উক্ত খাল সমুদয়ের মধ্যে অধিকাংশ চৈত্র বৈশাখ মাসে শুকাইয়া যায়।

প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান, হাট এবং মেলা।

নারায়ণগঞ্জ মদনগঞ্জ মানিকগঞ্জ, সাভার, ঘে
সরা, বৈদ্যের বাজার এবং মিরপুর এই জেলার প্র
ধান বাণিজ্য স্থান।

মিরকাঁদেম, শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ হইলদা, ধানকু
ইনা, গারুরগাঁও, ষোলঘর, লোহজঙ্গ, বিদগাঁও, বহ
দিঘীরপার, সেরেজদীখাঁ, তালতলা, ইনানগঞ্জ, কাস
ভোগ, রাজনগর, কালীপাড়া, ধামরাই, নরসিংহদি
পুবাইল প্রভৃতি স্থান হাট এবং বাজারের নিমি
প্রসিদ্ধ।

এই জেলাতে একটী মেলাই সমধিক প্রসিদ্ধ
এই মেলা মুন্সীগঞ্জের উত্তর এবং রিকাব বাজারে
পূর্ব্বদিকে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তটস্থ চড়ে প্রত্যে
বৎসর কার্ত্তিক বারুণীর সময় আরম্ভ হয়। ইহা প্র
থমতঃ বারুণী স্নান উপলক্ষে উপস্থিত হইয়াছি
এবং এখনও মেলার সময় পূর্ণিমাদিবসে অনেক হিন
দিগকে ধর্ম্ম কার্য্য বোধে এখানে স্নান করিতে দেখ
যায়। প্রায় দেড় মাইল স্থানে এই মেলা বিস্তৃত
ইহা প্রায় মাসাধিক থাকে। ঢাকা জেলার নানাস্থা
হইতে বণিকেরা আসিয়া এখানে বাণিজ্য করে
অমৃতসর, দিল্লী প্রভৃতি দূরস্থ স্থান হইতে ও কোন

বণিক এখানে বাণিজ্য করিতে আইসে। মগ জাতিরা, কাঁচ এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে। সিলট, ময়মনসিংহ, ত্রিপরা, ফরিদপুর, পাবনা, বাকরগঞ্জ এবং সুন্দরবন প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক পাইকার দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য এই মেলাতে আগমন করিয়া থাকে। ইহাতে প্রায় ৬০০০০ হাজার লোকের সমাগম হয়।

উক্ত মেলা ব্যতীত নাঙ্গলবন্ধ, মানিকগঞ্জ, ধামরাই, কার্ত্তিকপুর লোহজঙ্গ এবং রাজনগর প্রভৃতি স্থানে আরও কয়েকটী সাধারণ মেলা হইয়া থাকে। ঐ মেলা সমুদয়ের বিবরণ প্রসিদ্ধ নগর এবং গ্রাম বিবরণে লিখিত হইবে।

জঙ্গল।

ঢাকা জেলাতে ভাওয়ালের অন্তর্গত অনেকস্থান জঙ্গল ময়। এই সমুদায় জঙ্গলে নানাবিধ আরণ্যজন্তু বাস করে উক্ত জঙ্গল ব্যতীত জেলার মধ্যে অন্যকোন প্রসিদ্ধ বনাকীর্ণ স্থান নাই। বিক্রমপুর, সোনার গাঁ রাজেশ্বরদী এবং চন্দ্রপ্রতাপ প্রভৃতি স্থানে মধ্যেং ক্ষুদ্র জঙ্গল দৃষ্ট হয়।

কৃষিজদ্রব্য এবং অন্যান্য উদ্ভিজ্জ।

প্রত্যেক বৎসর এই জেলার অধিকাংশ স্থান

মেঘনা, পদ্মা ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদী দ্বারা জল প্লাবিত হওয়াতে এখানে বিস্তর শস্য উৎপন্ন হয়। ধান্য, চীনা, সর্ষা, কলাই, মটর, মসুর, মুগ, মাষক-লাই, তিল, কাপাস, কুসুম, নীল, পাট, ইক্ষু, লঙ্কা-মরীচ, আদ্রক, হরিদ্রা, এবং তামাক এই জেলার প্রধান কৃষিজ দ্রব্য এতদ্ভিন্ন পান, কুষ্মাণ্ড, লেবু প্রভৃতি দ্রব্য এবং নানাবিধ শাক সবজি এজেলার সর্ব্বত্রই অল্প পরিমাণে জন্মে।

আম্র, পেয়ারা, কুল, কাঁটাল, শশা, ফুটি আনারস, বেল, রম্ভা, নারিকেল, আম্র তরমুজ, তাল এবং শুপারি জেলার প্রধান ফল। তালবৃক্ষ জেলার মধ্যে ভাওয়াল বিভাগে অধিক জন্মে। খর্জ্জুর বৃক্ষও জেলার মধ্যে কোনং স্থানে অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

আশু, আমন এবং বোর এই তিন প্রকার ধান্য জেলার মধ্যে প্রধান। ইহা ব্যতীত শাইল, দীঘা এবং ঝাড়া ধান্য নামক আরও তিন প্রকার ধান্য জন্মে।

মেথি, কালিজিরা, ধইনা এবং যব প্রভৃতি কয়েকটী শস্য ও অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

কাপাস এই জেলাতে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত, কিন্তু এইক্ষণ ইহার চাষের অনেক হ্রাস

হইয়া গিয়াছে। আশ্বিন, কার্ত্তিক এবং মাঘ, ফাল্গুন মাসে নীলের চাস হয়। কুসুম পুষ্প পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জন্মে। তামাক এবং নানাবিধ ডাইল কেবল স্থানীয় ব্যয়ের জন্য উৎপন্ন হয়। জেলার দক্ষিণাংশে অর্থাৎ দক্ষিণ বিক্রমপুরে সুপারি এবং নারিকেল অধিক পরিমাণে জন্মে। গজারি এবং চাম্বল এই জেলার প্রধান আরণ্য বৃক্ষ। গজারি ভাওয়ালের অঞ্চলে জন্মে। ঢাকা নগরে এবং উহার সন্নিহিত কোনং স্থানে দেবদারু বৃক্ষ ও অতি অল্প দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন শিমুল, বট, অশ্বত্থ, মান্দার, হিজ্জল, তেঁতুল, এবং বাঁশ প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার আরণ্য বৃক্ষ আছে। অধুনা ভাওয়াল পরগণাতে প্রসিদ্ধ কালীনারায়ণ চৌধুরী রায় বাহাদুরের জমিদারীতে জয়দেবপুরের নিকট উক্ত জমিদার কর্ত্তৃক একটী চা বাগান প্রস্তুত হইয়াছে। এই বাগানটী প্রায় এক একর বিস্তৃত।

উল্লিখিত উদ্ভিজ্জ ব্যতীত ইউরোপীয়দিগের উদ্যানে কপি, সালগম ইত্যাদি শাক সব্জি ও অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই জেলাতে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প বৃক্ষের ও অসদ্ভাব নাই।

খনিজ দ্রব্য।

ঢাকা জেলাতে কোন প্রকার খনিজ দ্রব্য নাই ব-লিলেও হয়। কেবল জেলার উত্তরাংশে ভাওয়াল প-রগণাতে মধ্যে২ লৌহকণাবিশিষ্ট স্তূপাকার স্থান দৃষ্ট হয়। মুসলমানদিগের সময় ঐ সকল স্থান হইতে লৌহ উৎখাত হইত। উক্ত লৌহ কণা সমুদায় বর্ত্মো-পরি বিস্তৃত করিবার জন্য বিলক্ষণ উপযোগী এবং সম্প্রতি ঢাকা নগরীর কোনং পথে উহা ব্যবহৃত হ-ইতে আরম্ভ হইয়াছে।

শিল্প।

মলমল, জামদানী, কসীদা, একপাট্টা, দেশীয় মোটা বস্ত্রাদি, স্বর্ণ, রৌপ্য অলঙ্কার, পিত্তল, তাম্র এবং কাঁস নির্ম্মিত তৈজসাদি এবং হস্ত শঙ্খ ঢাকা জেলার প্রধান শিল্পজাত দ্রব্য। ইহা ব্যতীত সর্ষপ এবং অন্যান্য তৈল, সাবান, কাগজ এবং নৌকা জে-লার নানা স্থানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জেলার দুগ্ধোৎপন্ন নানাবিধ সুখাদ্য দ্রব্য অতীব প্রসিদ্ধ। ক-সীদা এবং মলমল বস্ত্রের কারবার পূর্ব্বাপেক্ষা অ-নেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কসীদা বস্ত্র, ঢাকানগ-রীর নিম্ন শ্রেণীস্থ মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া আরব দেশীয় বণিকদিগের নিকট বি-

ক্রীত হয়। আরব দেশ হইতে ইহা পারস্য, মিসর এবং তুরস্ক দেশে নীত হইয়া থাকে। মলমল, জামদানী এবং একপাট্টা ঢাকা এবং ডেম্‌ড়ার তন্তুবায় দিগের দ্বারা প্রস্তুত হয়। হস্ত শঙ্খ জেলার সর্ব্বত্রই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ঢাকা নগরের শঙ্খবণিকেরা ইহা নির্ম্মাণে সবিশেষ নিপুণ।

আমদানী, রপ্তানী।

এই জেলাতে আসাম, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, গাজিপুর, মোরঙ্গ, রঙ্গপুর, পূর্ণীয়া, আরাকাণ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পেগু, শিলট, বাখরগঞ্জ, পাটনা, কলিকাতা, মালদহ কুচবেহার এবং বগুড়া প্রভৃতি স্থান হইতে নানাবিধ দ্রব্য আসিয়া থাকে। নিম্নে কোন স্থান হইতে কি দ্রব্য আইসে তাহা বিশেষ করিয়া লিখিত হইল।

স্থান	হইতে	আমদানী দ্রব্য
আসাম	—	তিল, বাহাদুরীকাষ্ঠ, মুগা, তসর
ময়মনসিংহ	—	তিল, কার্পাস, সর্ষপ।
ফরিদপুর	—	চিনি।
গাজিপুর	—	চিনি।
মোরঙ্গ	—	মোরঙ্গী কাষ্ঠ।

রঙ্গপুর	—	তামাক, বাহাদুরী কাষ্ঠ।
পূর্ণীয়া	—	তামাক।
আরাকান	—	কাঁচ, সেগুণকাষ্ঠ, হস্তিদন্ত, মম, স্বর্ণ, রৌপ্য, কার্পাস, মরীচ।
ত্রিপুরা	—	কার্পাস।
চট্টগ্রাম	—	নারিকেল, কার্পাস, ভূকন্ কাষ্ঠ।
পিগু	—	চা, টাট্টু, হস্তিদন্ত, মরীচ, সেগুণ, মম, স্বর্ণ, রৌপ্য, কাঁচ।
সিলট	—	কমলা, সর্ষপ, চাল, চুনা, পাতার ছাতা পেটারা, নলী বাঁশ শীতলপাটী।
বাখরগঞ্জ	—	নারিকেল, গুর, চাউল,
পাটনা	—	গোঁম, ডাইল, চর্ম্ম-পাদুকা, গালিচা সতরঞ্চ, ছাপার কাপড়, খাউড়া।

কলিকাতা	——	শঙ্খ, সুরা, লৌহ, শাল পশমীবস্ত্র, ফটিকের বাসন, চীনাবাসন, ঔষধ মসলা, কাগজ, কলম, লবণ এবং নানাবিধ বিলাতি সামগ্রী।
আলদহ	——	আম।
কুচবেহার	——	তামাক।
বগুড়া	——	আম।

মলমল, কসীদা, আমদানীবস্ত্র, নীল, শুপারি, কুসুম, পাট; সাবান, চর্ম্ম, হস্তশঙ্খ, স্বর্ণরৌপ্য আভরণ তাম্রবাসন, পণির, আচার, এইজেলার প্রধানরপ্তানী দ্রব্য। গত দুর্ভিক্ষ হইতে তণ্ডুলও অল্প পরিমাণে কলিকাতা এবং উত্তর পশ্চিম প্রদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

আরণ্য এবং গ্রাম্যজন্তু।

পক্ষী এবং মৎস্যাদি জলচর।

ব্যাঘ্র, বরাহ, ভল্লুক, হরিণ, মহিষ, সজারু, শৃগাল উদ্বিড়াল কটাবর্ণ কাঠবিড়াল দীর্ঘলেজ খট্টাশ এবং বানর এই জেলার প্রধান আরণ্য জন্তু। হরিণ, ভল্লুক ও মহিষ অধিকাংশই ভাওয়াল এবং কাশিমপুরের জঙ্গলে দৃষ্ট হয়।

গো মেষ মহিষ ছাগ এই জেলার প্রধান গৃহ-পালিত পশু। গ্রাম্য পক্ষীর মধ্যে পায়রা, হংস, এবং কুক্কুটই প্রধান। চিল. কোড়াল, বাজ, গৃধিনী, শকুন, মাণিকজোর শালিক, বায়স, টীয়া. বুল্‌বুল্‌, পানীকাক, বক প্রভৃতি জেলার অন্যান্য পক্ষী।

কুম্ভীর, শিশুক, কচ্ছপ এবং সাঁকস এইজেলার প্রধান জলচর। ইহা ব্যতীত রোহিত, ইলিস, চিতল চাইন প্রভৃতি নানাবিধ সুখাদ্য মৎস্য। বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা এই জেলার নদী সমূহে অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কুম্ভীর পদ্মা এবং কীর্ত্তিনাশা নদীতে অধিক বাস করিয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ বর্ত্ম।

ঢাকা জেলার মধ্যে দুটী মাত্র প্রসিদ্ধ বর্ত্ম আছে। একটী ঢাকা নগর হইতে নারায়ণগঞ্জ দিয়া মেঘনার তটে বৈদ্যের বাজার পর্য্যন্ত গমন করত নদী অপর পার দাউদ কাঁদি হইতে কুমিল্লা এবং চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। অপরটী ঢাকা হইতে ভাওয়ালের মধ্যগত টঙ্গি, জয়দেবপুর ও টোক নামক স্থান দিয়া নসিরাবাদ নগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বর্ত্ম দিয়া শকট চালনা করিয়া গমনাগমন করা যাইতে পারে। অধুনা তিন বৎসর যাবৎ শ্রীনগরের

থানা হইতে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা পর্য্যন্ত একটী বর্ত্ম প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার অবস্থা উত্তম নহে, এইক্ষণ পর্য্যন্তও ইহার কোন২ স্থান অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। ইহা প্রায় ১৫ মাইল দীর্ঘ হইবে।

উক্ত তিনটী বর্ত্ম ব্যতীত আরও দুটী সামান্য বর্ত্ম আছে। একটী মাণিকগঞ্জ মহকুমা হইতে থানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। অপরটী ঢাকা হইতে প্রতি বৎসর শীত এবং গ্রীষ্মকাল ফরিদপুর ডাক চলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা পদ্মা পর্য্যন্ত প্রায় ২৫ মাইল দীর্ঘ।

প্রসিদ্ধ দেবতা এবং ভজনালয়।

ঢাকা নগরের ঢাকেশ্বরী, ধামরাই গ্রামের মাধব, বাগড়ার বাসুদেব এবং চাচুরতলার কালী এই জেলাস্থ হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ দেবতা। হুসনিদালান এবং কদমরছুল নামক মন্দির এজেলার মুসলমানদিগের প্রধান ধর্ম্মস্থান। হুসনিদালান ঢাকা নগরের বায়ু কোণে অবস্থিত। এই গৃহ সুলতান মহম্মদ আজিমের সময় মিরমোরাদ নামক একব্যক্তি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই গৃহকে প্রত্যেক বৎসর মহরমের সময় ঢাকা নগরের মুসলমানেরা সুসজ্জিত করে এবং তদুপলক্ষে তথায় অনেক লোকের সমাগম

হইয়া থাকে। কদমরছুল* মন্দির লক্ষ্যা নদীর পূর্ব্ব তটে নবিগঞ্জ নামক স্থানে অবস্থিত কথিত যে এই মন্দিরমধ্যে মহম্মদের পদচিহ্ন আছে। ইহা শতাব্দীর অধিককাল যাবৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দুইটী ব্যতীত মুসলমানদিগের ইদগা অর্থাৎ ইদগৃহ নামক আর একটী ধর্ম্মালয় আছে। ইহা ঢাকার সন্নিহিত পীলখানার উত্তর জঙ্গল মধ্যে সংস্থিত। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে সুলতান সুজার দেওয়ান মির আবদুল কাশিম কর্ত্তৃক এই গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এইক্ষণ এই স্থানে লোকের বিশেষ সমাগম হয় না। বিক্রমপুরের পীর আদমের সমাধি এবং মস্‌জিদ ও মুসলমানদিগের মধ্যে মন্দ আদরণীয় নহে। ঢাকা নগর, ফিরিঙ্গিবাজার, মুন্সীগঞ্জ, শিকারীপুর এবং অন্যান্য কতিপয় স্থানে খৃষ্টীয়ানদিগের ধর্ম্মশালা আছে।

দাতব্য চিকিৎসালয়।

ঢাকা নগরের মিট্‌ফোর্ড হস্‌পিটাল্‌ এবং ক্ষিপ্ত নিবাস এই জেলার প্রধান দাতব্য চিকিৎসালয়। একজন সিবিল সরজন্‌ এবং কতিপয় নেটিব ডাক্তর দ্বারা উক্ত চিকিৎসালয় দ্বয়ের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত খাঁজে আবদুল গণিমিঞা সা-

* কদম—পদচিহ্ন. রছুল—ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক।

হেবের লঙ্গর খানা ও মন্দ প্রসিদ্ধ নহে। এই জেলাতে মাণিক গঞ্জ, জয়দেব পুর, জইনসার এবং ভাগ্যকুল চারি স্থানে আরও ৪টী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। ইহাদিগের ব্যয় স্থানীয় চাঁদা এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়।

ডাকঘর।

এই জেলাতে সংপ্রতি ১২ টী বার্ত্তাবহালয় আছে নিম্নে উহাদিগের নাম লিখিত হইল।

১। ঢাকা	২। নারায়ণগঞ্জ,
৩। নওয়াবগঞ্জ,	৪। মাণিকগঞ্জ,
৫। শ্রীনগর,	৬। বহর,
৭। সোণারঙ্গ,	৮। রূপগঞ্জ,
৯। জাফ্ গঞ্জ,	১০। জইনসার,
১১। কাঁচাদিয়া,	১২ সাভার।

ঢাকার বার্ত্তাবহালয় জেলার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান অন্যান্য সমুদয়ে ডাকঘর ইহার অধীন। উক্ত ডাকঘর সমূহ ব্যতীত প্রত্যেক থানা এবং ফাঁড়িতেই জমিদারি ডাক ষ্টেশন আছে।

বিদ্যালয়, যন্ত্রালয় এবং
সংবাদ পত্রিকা।

এই জেলাতে সংপ্রতি এক্ষণ ৷৷ ২০০ শত বি-

দ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয় সমূহ দক্ষিণ পূর্ব্ব বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের অধীন। এই ইন্‌স্পেক্টর ঢাকা নগরে বাস করেন। ইঁহার অধীনে বিদ্যালয় পরিদর্শনার্থ ঢাকা মাণিকগঞ্জ এবং বিক্রমপুর ; প্রভৃতি বিভাগে তিনজন ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর নিযুক্ত আছেন। ঢাকা কলেজ, পোগজ্‌ নর্ম্মাল, গ্রেগরি, গণিজ, এবং ব্রাহ্ম প্রভৃতি এই জেলার প্রধান বিদ্যালয়। এতদ্ভিন্ন গ্রাম্য বিদ্যালয়ের মধ্যে কালীপাড়া, ভেঘরিয়া, রোয়াইল এবং বালিয়াটী বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই জেলার মধ্যে ঢাকা নগরে তিনটী যন্ত্রালয় আছে। এই যন্ত্রালয় হইতে, প্রতি সপ্তাহে ঢাকা নিউজ্‌, ঢাকাপ্রকাশ, এবং হিন্দুহিতৈষিনী নামক তিন খানা পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে।

ধর্ম্ম প্রণালী এবং অধিবাসী।

এই জেলাতে বঙ্গদেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় হিন্দু এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যাই অধিক। এইদুই জাতি ঢাকা জেলার প্রধান অধিবাসী। ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় সমান হইবে। হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই প্রধান। শেষোক্ত সম্প্রদায়ে বৈরাগী নামক অন্য এক শ্রেণী আছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্মের নামে নানা পা-

কার কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানকার মুসলমানেরা ও প্রধানত শিয়া ও সুন্নী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রায় ৪০ বৎসর হইল এই জেলাতে ফেরাজি নামক আর একটী মুসলমান সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের লোক এইক্ষণ বঙ্গদেশের অনেক জেলাতেই দৃষ্ট হয়। ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী সরাইতলা নামক গ্রাম নিবাসী এক ব্যক্তি দ্বারা প্রথম ফেরাজি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই ব্যক্তির মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র দুদুমিঞা কর্ত্তৃক ফেরাজিদিগের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হয়। কথিত যে ইহারা মুসলমানদিগের মধ্যে অধিক ধর্ম্ম পরায়ণ। ইহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার বাহ্যিক জাঁক জমক নাই। ঢাকা নগর, মুন্সীগঞ্জ, ফিরিঙ্গীবাজার, শিকারিপুর, ভাওয়ালের অন্তর্গত সোম এবং রাজনগর প্রভৃতি স্থানে এই জেলার খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বীরা অধিকাংশ বাস করিয়া থাকে। গ্রামবাসী খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে প্রায়ই পর্টুগীজ। ইহাদিগের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ। অধুনা কয়েক বৎসর যাবৎ এই জেলাতে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের সংখ্যাও বিলক্ষণ বৃদ্ধি হইতেছে। মুসলমানেরা বঙ্গদেশ তাহাদের হস্তগত হওয়া অবধি এই জেলাতে বাস করিতেছে।

ইহাদিগের অধিকাংশই সেক। সায়দ, মোগল, এবং পাঠান বংশ সম্ভূত অতি অল্প। পূর্ব্বে এখানে অনেক পাঠান জাতির বসতি ছিল কিন্তু এইক্ষণ ধামরাইর অন্তর্গত পাঠান টোলা নামক স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও ইহাদের বসতি নাই। ৩৫০ বৎসর হইল খৃষ্টীয়ান জাতিরা প্রথমতঃ এই জেলাতে আসিয়া বাস করে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে পর্টুগীজ জাতি এই জেলার প্রথম অধিবাসী। ইহারা ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে এই জেলাতে আইসে। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে এখানে ইংরেজদিগের প্রথম আগমন হয়। ইহাদিগের পরে ক্রমে আরমানী এবং গ্রীকজাতি আসিয়া বসতি করিতে থাকে। অধুনা কয়েক বৎসর যাবৎ ঢাকা নগরের উত্তরাংশে প্রায় ৫ মাইল অন্তর লালকুঠী নামক স্থানে কতকটী মণিপুর বাসীদিগের উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মণিপুরের চ্যুত রাজা দেবেন্দ্র সিংহ বাস করিয়া থাকেন। ইহারা সমুদায়ই গবর্ণমেন্ট পুলিসের অধীনে রক্ষিত হয়। বৃটিস অধিকারে অত্যাচার করাতে দেবেন্দ্র সিংহকে এইপ্রকারে বন্দীভাবে রাখাহইয়াছে। হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং মণিপুরী ব্যতীত জেলার উত্ত রাংশে ভাওয়াল এবং কাশিমপুরের জঙ্গলে কোঁচ ও

রাজবংশী নামক দুই জাতি বাস করে। ইহারা প্রাচীন কামরূপ রাজত্বের কালাবধি এই জেলাতে বাস করিতেছে। ইহারা জেলার হিন্দু এবং মুসলমানদিগের অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ। জঙ্গল আবাদ এবং কৃষিকার্য্যই ইহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায়। কোঁচেরা অত্যন্ত মাংস এবং সুরাপ্রিয়। রাজবংশীরা মাংস ভক্ষণ করে না। ইহারা হিন্দুদিগের আচার ব্যবহারানুযায়ী অনেক কার্য্য করে। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র প্রভৃতি জেলার প্রধানঅধিবাসী। এই জেলাতে বিক্রমপুর বিভাগে অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের বাসস্থান। জেলার হিন্দু ভদ্রসন্তানেরা অধিকাংশই রাজ কার্য্য লয়ে কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাদিগের অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইতেছে এবং অনেককেই গবর্ণমেন্টের মধ্যে উচ্চ এবং মান্য পদ সকলে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। এই জেলার হিন্দু সন্তানেরা সাধারণত বিলক্ষণ চতুর এবং বুদ্ধিমান কিন্তু বাঙ্গালিদিগের মধ্যে অন্যান্য যে সমুদায় দোষ আছে তাহা সকলই ইহাদিগের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিরাজ করে। এই জেলার মুসলমানদিগের মধ্যে অধিকাংশই অন্যান্য স্থানের ন্যায় হীনাবস্থাপন্ন। ইহাদিগের

মধ্যে বিদ্যার চর্চ্চা অতিশয় ন্যূন। জেলার নিম্ন শ্রেণীস্থ হিন্দু এবং মুসলমানেরা অধিকাংশ কৃষি কার্য্য দ্বারা উদর নিবৃত্তি করে। ইহাদের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ।

শাসন প্রণালী, মহকুমা, থানা ও রাজস্ব।

এই জেলা ঢাকা * বিভাগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। এই স্থানে ঢাকা বিভাগের কমিসনর বাস করেন। উক্ত কমিসনরের অধীনে একজন জজ, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, ছোট আদালতের জজ, সবর্ডিনেট জজ, ৬ জন মুন্সেফ, কয়েক জন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং একজন পুলিস সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট দ্বারা জেলার শাসন কার্য্য সম্পন্ন হয়। ঢাকা জেলাতে নিম্ন লিখিত স্থান সমূহে আদালতের কার্য্য সম্পন্নার্থ জজের অধীনে ৬টী মুন্সেফী বিচারালয় আছে।

১ম	সদর মুন্সেফী (ঢাকা)	৪র্থ	নারায়ণ গঞ্জ
২য়	মাণিক গঞ্জ	৫ম	পলাশ
৩য়	মুন্সী গঞ্জ	৬ষ্ঠ	বহর

এই জেলাতে ঢাকা, নারায়ণ গঞ্জ, বহর প্রভৃতি

* ঢাকাবিভাগ—ঢাকা, ময়মনসিংহ, সিলট, কাছার ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ।

স্থানে ৩টী ছোট আদালত আছে। একজন জজ দ্বারা উক্ত তিন স্থানের বিচারকার্য্য সম্পন্ন হয়। ঢাকা নগরে মাজিষ্ট্রেটের অধীনে কার্য্যানুসারে কখন ৩জন কিম্বা কখন ২ জন ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর কার্য্য করেন। এতদ্ভিন্ন মানিকগঞ্জ এবং মুন্সীগঞ্জ ২টী ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচারালয় আছে। সমুদয়ে ঢাকা জেলাতে মাজিষ্ট্রেটের অধীনে ১২টী থানা এবং ৮টী ফাঁরি (আউটপোষ্ট) আছে। নিম্নে থানা এবং তদন্তর্গত ফাঁরি সমুদয়ের নাম ও সদর ষ্টেসন (ঢাকা) হইতে উহাদের দূরতা লিখিত হইল।

মাজিষ্ট্রেটী	থানা	ফাঁরি	সদরষ্টেশন (ঢাকা) হইতে দূরতা।
ঢাকা	ঢাকা (কোতয়ালী)	ফরিদাবাদ	০
		লালবাগ	০
		টঙ্গি	১৪ মাইল
	কাপাইসা	০	২৯ ঐ
	রায়পুরা	০	৩৫ ঐ
	রূপগঞ্জ	নরসিংদি	৯ ঐ
	সাভার	০	১৩ ঐ
	নওয়াবগঞ্জ	০	১৬ ঐ

মুন্সীগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	বৈদ্যের বাজার	৯	ঐ
		রোহিতপুর	.	
	রাজাবাড়ী	মুন্সীগঞ্জ	২২	ঐ
	শ্রীনগর	০	১৪	ঐ
মাণিকগঞ্জ	মাণিকগঞ্জ	বালিয়াটী	২৩	ঐ
	জাফরগঞ্জ	০	৪২	ঐ
	হরিরামপুর	০	২৯	ঐ

অধুনা ঢাকা জেলা হইতে মুল্‌ফৎগঞ্জ থানার অধীনস্থ স্থান সমূহের ফৌজদারি কার্য্য বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মাঁদারিপুর মহকুমাতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

ঢাকা জেলাতে কালেক্টরির তৌজিতে সমুদায়ে ৯৩৪১টী মহাল আছে। ১২ জানুয়ারি, ২৮ মার্চ্চ, ২৮ জুন এবং ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখে অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানকারও রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে।

প্রসিদ্ধ নগর এবং গ্রামবিবরণ।

ঢাকা—এই নগর ঢাকা বিভাগ এবং পূর্ব্ব বাঙ্গলার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান স্থান। ইহা বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে কলিকাতা হইতে ১৮৭ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। এই নগর পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৩ মাইল স্থান বিস্তৃত। বুড়িগঙ্গার তট হইতে রম-

নার মাঠ পর্য্যন্ত ইহা উত্তর দক্ষিণে প্রায় ২ মাইল প্রশস্ত। ইহার প্রাচীন নাম জাহাঙ্গীর নগর। ১৭০৪ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে মুসলমানদিগের রাজত্ব কালীন এই স্থান বাঙ্গালার রাজধানী ও অতিশয় সমৃদ্ধশালী ছিল। এখনও নগরের বায়ুকোণে এবং উত্তরাংশে রমণার প্রান্তরে নবাবি আমলের ইষ্টকালয় এবং মস্জিদ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এই নগরে প্রায় ৭০ হাজার লোকের বাসস্থান। ইহাদের অধিকাংশই মুসলমান। হিন্দুদিগের মধ্যে গোঁসাঞী, বসাক স্বর্ণবণিক, সাহা, শঙ্খবণিক, গোপ প্রভৃতি নগরের প্রধান অধিবাসী। এই নগরে প্রায় ৪ শত শাঁখারি এবং ৭।৮ শত ঘর তন্তুবায় বাস করে। নবাবপুর, ইস্লামপুর, তাঁতিবাজার, সুত্রাপুর, ফরাসগঞ্জ, বাঙ্গালাবাজার, বাবুর বাজার, মোগলটুলি, চাঁদনীঘাট, লালবাগ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ স্থান। লালবাগে একটী দুর্গ এবং তন্মধ্যে নবাব সুলতান মহম্মদ আজিমের স্ত্রী সায়েস্তাখাঁ নবাবের কন্যা বিবি পাইবির সমাধির উপর একটী অতি সুন্দর শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আছে। এই মন্দির এবং দুর্গের প্রবেশ দ্বারস্থ প্রাচীন প্রাসাদ উক্ত নবাব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১৮৫৭ সনে সিপাহী এবং

ইংরেজ দিগের মধ্যে যুদ্ধের জন্য লালবাগের দুর্গ স-বিশেষ বিখ্যাত।

ঢাকা নগরের মল মল, কসীদা, জামদানী, এক-পাট্টা প্রভৃতি বস্ত্র ও স্বর্ণরৌপ্য অলঙ্কার অতীব প্র-সিদ্ধ। উক্ত দ্রব্যাদি হস্তি শঙ্খ এবং চর্ম্ম এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে এই নগরে মলাই নামক দুগ্ধোৎপন্ন এক প্রকার অতি উৎকৃষ্ট বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই স্থানে প্রত্যেক বৎসর জন্মাষ্টমীর সময় দুই দিবস অতি আশ্চর্য্য দুইটী মি-সিল বাহির হয়। এই মিসিল দর্শনার্থ জেলার চতু-র্দ্দিক হইতে এখানে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

নগরের পূর্ব্ব সীমাতে দুলাই খালের উপর একটী লৌহসেতু আছে; পশ্চিমাংশে ক্ষিপ্ত নিবাস এবং কা-রাগৃহের দক্ষিণে চক নামক একটী প্রসিদ্ধ স্থানে প্রত্যেক দিবস নানাবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। চকের মধ্য স্থানে নবাবি আমলের একটী অতিবৃহৎ কামান আছে ইহা ব্যতীত বাবুরবাজার, রায়সাহেবের বাজার বেগম বাজার, প্রভৃতি ঢাকার অন্যান্য দৈনিক ক্রয় বিক্রয়ের স্থান। উক্ত বাজার সমূহে প্রত্যেক দিবস বহুতর মৎস্য এবং শাকসবজির

আমদানী হইয়া থাকে। এখানে প্রোটেষ্টান্ট, রোমান কাথলিক, বাপ্‌টিষ্ট, আরমেনিয়ান, এবং গ্রীক এই পাঁচটী খৃষ্টীয় ধর্ম্মশালা, দুইটী ব্রাহ্ম সমাজ ও হিন্দুদিগের ঢাকেশ্বরী নামক একটী প্রসিদ্ধ দেবী আছে। এই নগর ঢাকা বিভাগের সদর স্থান। কমিস্যনর এখানকার প্রধান রাজকর্ম্মচারী। কমিসনরি আদালত, ফৌজদারি, কালেক্টরি, ছোট আদালত মুন্সেফী নগরের প্রধান আফিস। এতদ্ভিন্ন পুলিস, ডাক, ইঞ্জিনিয়ারিং, স্কুলইনেস্পেক্টর, টেলিগ্রাফ, বেঙ্ক খেদা, কমিসরিএট, সর্‌বে প্রভৃতি আরও কয়েকটী আফিস আছে। এই নগরের বিদ্যালয়ের মধ্যে কালেজ, পোগস্‌, ব্রাঞ্চ, গর্ণি, গ্রেগরি, নর্ম্মালএবং ব্রাহ্ম বিদ্যালয় প্রধান। এতদ্ভিন্ন এখানে একটী স্ত্রী নর্ম্মাল এবং কয়েকটী বালিকা বিদ্যালয় আছে। এখানকার মিট্‌ফোর্ড হস্‌পিটাল নামক চিকিৎসালয় বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। এই নগরে বহুতর ইষ্টকালয় তন্মধ্যে ঢাকা কালেজ, মিট্‌ফোর্ড হস্‌পিটাল, কলঘর, খাজে আব্দুল গণি মিঞা সাহেবের বাটী, আদালত, কালেক্টরি ফৌজদারি, মৃজা গোলামপির সাহেবর বাটী এবং নদী তটস্থ কতিপয় গৃহই প্রধান। অধুনা দুই বৎসর যাবৎ নগরের নদীতটের কতক অংশে পাঁকা

পোস্তা প্রস্তুত হওয়াতে ইহা বর্ষাকালে অতি সুন্দর দৃষ্ট হয়। এই স্থান হইতে প্রতি সপ্তাহে একখান বাষ্পীয় পোত নারায়ণগঞ্জ হইয়া কুষ্টিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে।

নারায়ণগঞ্জ—এই বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দর ঢাকা হইতে ৯ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে লক্ষ্যা নদীর পশ্চিম তটে অবস্থিত। ইহা নদী তীরে উত্তর দক্ষিণে প্রায় আড়াই মাইল বিস্তীর্ণ। পূর্ব্ব বাঙ্গলার মধ্যে বাণিজ্য বিষয়ে সেরাজগঞ্জ ব্যতীত অন্য কোন স্থান ইহার সমতুল্য নহে। এই স্থান হইতে ঢাকা নগর পর্য্যন্ত একটী বর্ত্ম আছে। এখানকার বাণিজ্য বিলক্ষণ বিস্তীর্ণ। এখানহইতে কলিকাতা, সিলট, আসাম এবং কাছার প্রভৃতি স্থানে প্রায়ই দ্রব্যাদি বাষ্পীয় পোতে আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই বন্দরে নওয়াখালি এবং চট্টগ্রাম হইতে বিস্তর লবণের আমদানী হইত; এইক্ষণ ও কলিকাতা হইতে উক্ত দ্রব্য প্রেরিত হয়। কাপাস, ধান্য ও চাউল চট্টগ্রাম এবং দক্ষিণ প্রদেশস্থ বন্দর হইতে স্থুলপ নৌকাতে আমদানী রপ্তানী হইয়াথাকে। মগ আরাকানী ও কতিপয় চীন দেশীয়বণিকেরা কাঁচ, তুলা, হরিতাল, গোলমরীচ, স্বর্ণ, রৌপ্য; সেগুণপ্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা এই

স্থান হইতে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য, শুপারি, চিনি এবং তামাক বিনিময় করিয়া নেয়। এখানকার পাটের বাণিজ্য সম্প্রতি অত্যন্ত বিস্তীর্ণ। ত্রিপুরা এবং ময়মনসিংহ জেলা হইতে অধিকাংশ পাট প্রেরিত হইয়া থাকে এবং এখান হইতে পুনর্ব্বার জাহাজে কুষ্টিয়া হইয়া কলিকাতা রপ্তানী হয়। উক্ত দ্রব্যের বাণিজ্য ব্যতীত এইস্থানের বাহাদুরী কাষ্ঠ এবং চুনার কারবার ও মন্দ প্রসিদ্ধ নহে। এখানে একটী ছোট আদালত, মুন্সেফী বিচারালয়, আবকারী, থানা, বার্ত্তাবহালয় ও ইংরেজি বঙ্গ বিদ্যালয় আছে। টান বজার, নিতাইগঞ্জ এবং ভগবানগঞ্জ এই বন্দরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে প্রায় শতাধিক ইষ্টকালয় আছে নসিরাবাদ, শ্রীহট্ট ফরিদপুর প্রভৃতি নগরাপেক্ষা ইহা কোন২ অংশে উৎকৃষ্ট।

মানিকগঞ্জ—এই বন্দর ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিম তটে ঢাকা হইতে ২৬ মাইল বায়ু কোণে সংস্থিত। রঙ্গপুর ও কুচবেহার হইতে এখানে বিস্তর তৈল এবং তামাকের আমদানী হয়। এখানকার অন্যান্য বাণিজ্য বিশেষ প্রসিদ্ধ নহে। জাগিরের বন্দর, ললিতগঞ্জ এবং কাইচমার টেক ইহার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ স্থান। শেষোক্ত স্থানে মানিকগঞ্জের মুনশেফী ও

ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারালয়। এই স্থান বন্দর হইতে প্রায় ২ মাইল অন্তর। এখানে একটী ডাকঘর, থানা এবং ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় আছে। বর্ষাকালে কুষ্টিয়ার বাষ্পীয়পোত এই স্থান দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। প্রতিবৎসর শিবরাত্রির সময় এখানে একটী মেলা হয়। এই মেলা প্রায় ৮। ১০ দিবস পর্য্যন্ত থাকে।

মদনগঞ্জ—এই বন্দর নারায়ণগঞ্জের অপর পার লক্ষা এবং ধলেশ্বরীর সঙ্গম স্থানে সংস্থিত। নারায়ণগঞ্জের বণিকদিকের দ্বারাই ইহা প্রথম সংস্থাপিত হয়। এখানে ও নারায়ণগঞ্জের ন্যায় লবণ ও কোষ্টা প্রভৃতির কারবার আছে।

মুন্সীগঞ্জ—এই স্থান ঢাকা নগর হইতে প্রায় ১২ মাইল অগ্নিকোণে ধলেশ্বরীর দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে একটী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের বিচারালয় জমীদারিডাকষ্টেশন, চিকিৎসালয় ও ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয় আছে। এই স্থানের হাটও বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। অধুনা এখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। মুন্শীগঞ্জের অনতিদক্ষিণে ইদ্রাকপুর নামক স্থানে নবাবি, সময়ের একটী দুর্গ আছে। এই দুর্গ মীরজুমলা নওয়াব কর্ত্তৃক ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে নি-

র্ম্মিত হইয়াছিল। এইক্ষণ মুনশীগঞ্জের মাজিষ্ট্রেট উক্ত দুর্গে বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানের উত্তর দিকেও নবাবি আমলের অতি প্রাচীন কয়েকখানা ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে কত-কটী দেশীয় খৃষ্টীয়ান বাস করে। এই স্থানের বৈ-ষ্ণবদিগের আকড়াটীও মন্দ প্রসিদ্ধ নয়। নারায়ণগঞ্জ শ্রীনগর এবং রাজাবাড়ী থানা এই মহকুমার অধীন।

রাজনগর—এই প্রসিদ্ধ স্থান কীর্ত্তিনাশা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এই গ্রাম বিখ্যাত রাজা-রাজবল্লভের বাসস্থান। এখন ও এইস্থানে উক্ত রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কোন২ প্রকাণ্ড উচ্চ অট্টালিকা দণ্ডা-য়মান আছে। উহাদের মধ্যে পঞ্চরত্ন, নবরত্ন, শত-রত্ন, এবং একুশ রত্নই সমধিক প্রসিদ্ধ। দূর দেশহইতে এই কীর্ত্তি সমুদয় দর্শকদিগের নয়নে অতীব আশ্চর্য্য শোভা প্রদান করে। এই গ্রামটী অতিশয় বৃহৎ। এখানে একটী প্রসিদ্ধ বাজার এবং রাজসাগর, কৃষ্ণ-সাগর, শুকসাগর প্রভৃতি কএকটী উৎকৃষ্ট জলাশয় আছে। এখানকার বৈশাখ মাসের মেলা বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। এই মেলা প্রায় ১ মাস পর্য্যন্ত থাকে। মহারাজা রাজবল্লভের বংশীয়েরা এখন ও এখানে বাস করিতেছেন। ইহাঁদের অবস্থা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অ-

ত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে। রাজনগর ঢাকা হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ৩২ মাইল অন্তর। এই গ্রামের পূর্ব্ব নাম বিল দায়ুইনা।

ধামরাই—এই বিখ্যাত গ্রাম ঢাকা নগর হইতে উত্তর পশ্চিম কোণে প্রায় ২০ মাইল অন্তর বংশাইলের শাখা কাকলাজানি নামক নদীর দক্ষিণতটে বিস্তৃত। এই পল্লী ঢাকা জেলার মধ্যে অত্যন্ত বৃহৎ। এখানে বহুতর লোকের বাসস্থান। পূর্ব্বে এই গ্রামে ৭৫০ ঘর তন্তুবায় ছিল এবং এইক্ষণ ও এই স্থানে প্রায় ৩৫০ ঘর তন্তুবায় বাস করিতেছে। ইহার অন্তর্গত ইস্লামপুর ও পাঠান টোলা প্রভৃতি নামক স্থানের দ্বারা অনুমিতি হয় যে এইগ্রাম অত্যন্ত প্রাচীন। এই গ্রামটী অত্যন্ত বিস্তীর্ণ বিধায় কথিত আছে এখানে প্রথমতঃ ঢাকা নগর সংস্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল। এখানকার তন্তুবায় সমূহ একপাট্টা, তরমদান প্রভৃতি নানা প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে। পূর্ব্ববাঙ্গলার মধ্যে এই স্থানের রথ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। রথযাত্রার সময় প্রতি বৎসর ১৪।১৫ দিবস পর্য্যন্ত এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে। এখানকার মাধব দেবতা ও বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। এই দেবতা দর্শনার্থ জেলার নানা স্থান হইতে লোকের

সমাগম হইয়া থাকে। এখানে একটী ইংরাজী বাং অলা বিদ্যালয় আছে। এই গ্রামের হাট এবং বাজার ও মন্দ প্রসিদ্ধ নহে।

শ্রীনগর—এই গ্রাম ঢাকা হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম সংস্থিত। ইহা বৈকুণ্ঠপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার মহাশয়দিগের আবাস স্থান। এই স্থানের পূর্ব্ব নাম রাইসবর। সুবিখ্যাত লালা কীর্ত্তিনারায়ণ ইহার নাম শ্রীনগর রাখেন। এখানকার জমিদার বর্গ অতিশয় অতিথি সৎকার প্রিয়। শ্রীনগরের হাট ও বাজার বিক্রমপুরের মধ্যে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। এখানে একটী ডাকঘর, থানা, ইংরেজী ও বঙ্গ বিদ্যালয় আছে।

বহর—এই স্থান ঢাকা হইতে প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে কীর্ত্তিনাশা নদীর উত্তর এবং স্বনাম খ্যাত খালের উভয় তটে বিস্তীর্ণ। চৌধুরীবর্গ এই গ্রামের প্রধান অধিবাসী। ছোট আদালত, মুন্সেফী, ও ডাক ঘরের নিমিত্ত এইস্থান সবিশেষ প্রসিদ্ধ। উহা ব্যতীত এখানে একটী ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় হাট এবং বাজার আছে। প্রায় পঞ্চদশ বৎসর হইল অত্রত্য চৌধুরী জমিদারবর্গ অতি সমারোহ পূর্ব্বক দশবিদ্যার পূজা করিয়াছিলেন। এমত কথিত আছে যে

এই পূজাতে একটী নরবলি দেওয়া হইয়াছিল।

কালীপাড়া—এই প্রসিদ্ধ গ্রাম পদ্মানদীর উত্তর তীরে ঢাকা হইতে প্রায় ২৩ মাইল নৈঋত কোণে অবস্থিত। এই গ্রামের জমিদারবর্গ বিক্রমপুরের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এখানে একটী ইংরেজী ও বাঙ্গলা বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয় হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এখানকার বাজারটী ও মন্দ প্রসিদ্ধ নহে।

ভাগ্যকুল—এই স্থানটী পদ্মানদীর উত্তরতটে ঢাকা হইতে প্রায় ২৫ মাইল নৈঋত কোণে সংস্থিত। ইহার অপর নাম আউয়াল। এই গ্রামে প্রসিদ্ধ ধনী ও বাণিজ্য ব্যবসায়ী কুণ্ড পরিবারের বাসস্থান। এখানে একটী ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয় এবং দাতব্য চিকিৎসালয় আছে।

লোহজঙ্গ—এই প্রসিদ্ধ স্থান কীর্ত্তিনাশানদীর উত্তরতীরে ঢাকা নগর হইতে প্রায় ২১ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। বিক্রমপুরের বিখ্যাত ধনী এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ী পাল পরিবার এই গ্রামে বাস করেন। এই স্থানের বাজারটী অনল্প প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক বৎসর ঝুলন যাত্রার সময় এখানে একটী

মেলা হয়। এই মেলাতে ঢাকা জেলার বিশেষতঃ বিক্রমপুরের নানাস্থান হইতে বণিকেরা আগমন করে। মেলাটী প্রায় সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত থাকে। এখানে কতকটী বাণিজ্য ব্যবসায়ী লোক বাস করে। এখানে একটী ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে।

নাঙ্গলবন্ধ—এই প্রসিদ্ধ স্থান ব্রহ্মপুত্রের একটী ক্ষুদ্রশাখা নদীর পশ্চিম তটে সংস্থিত। এই নদীতে স্নান করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক বৎসর চৈত্র মাসে অষ্টমী স্নান উপলক্ষে ঢাকা জেলার চতুর্দ্দিক হইতে বহুতর হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বীদিগের আগমন হইয়া থাকে। এইটী পূর্ব্ব বাঙ্গলার মধ্যে হিন্দুদিগের অতিশয় প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। স্নানের সময় চৈত্রবারুণী নামে তিন দিবস এখানে একটী মেলা হয়। এই গ্রাম ঢাকা হইতে প্রায় ১৬ মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত।

জয়দেবপুর—এই বিখ্যাত স্থান ঢাকা নগর হইতে প্রায় ২২ মাইল উত্তরে সংস্থিত। ইহা ভাওয়ালের সুবিখ্যাত জমিদার কালীনারায়ণ চৌধুরী রায় বাহাদুরের আবাসস্থান। এই জমিদার বাটীতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং স্কুল আছে। এখানকার বাজারটী ও মন্দ নয়। অত্রত্য জমিদার বাটী অতিশয় বিস্তীর্ণ ও সুন্দর। ঢাকা হইতে কাশিমপুর,

জজ, মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজপুরুষগণ মধ্যেং এখানে শীকার করিবার জন্য আগমন করিয়া থাকেন। উক্ত সাহেবদিগের বাসের নিমিত্ত জমিদার কর্ত্তৃক তদীয় বাটীর দক্ষিণে একটী অতিশয় সুন্দর অট্টালিকা আছে। এখানকার জমিদার বাটী হইতে পশ্চিমাভিমুখে প্রায় ৩ মাইল বিস্তৃত নসিরাবাদ বর্ত্মের সহিত সংযুক্ত একটী বর্ত্ম আছে। এইবর্ত্ম দিয়া শকটে গমনাগমন করা যাইতে পারে।

সিরকাদেম—এই বন্দর বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তটে ঢাকা হইতে প্রায় ১৩ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে সংস্থিত। এই স্থানের সাপ্তাহিক হাট ঢাকা জেলার মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই হাটে বিক্রমপুরের নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া থাকে। এই বন্দরে কয়েকজন বাণিজ্য ব্যবসায়ী আছে।

বৈদ্যের বাজার—এই বন্দর সোনার গাঁয়ের অন্তঃপাতী মেঘনা নদীর তটে ঢাকা হইতে ১৮ মাইল অন্তর অবস্থিত। এখানে নারায়ণগঞ্জ থানার অধীন একটী ফাঁড়ি আছে। এই স্থান দেশীয় নানাবিধ দ্রব্যের বাণিজ্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। ঢাকা হইতে না-

রায়দগঞ্জ হইয়া এই স্থান পর্য্যন্ত একটী রাজকীয় বর্ত্ম আছে।

বজ্রযোগিনী—এই গ্রাম বিক্রমপুরের মধ্যে অত্যন্ত প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও বিস্তীর্ণ। ইহা ঢাকা হইতে প্রায় ১৫ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বকোণে অবস্থিত। এই গ্রাম ১৮টী ক্ষুদ্র২ ভাগে বিভক্ত। ইহার কোন২ স্থানে অতি প্রাচীন ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে একটী ইংরেজী বাঙ্গলা বিদ্যালয় আছে। গুহ, ঘোষ এবং বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই স্থানের প্রধান অধিবাসী।

রামপাল—এই প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রাম মুন্সীগঞ্জ এবং বজ্রযোগিনী স্থানদ্বয়ের অতি নিকটবর্ত্তী এই স্থানে বিখ্যাত বৈদ্য বংশোদ্ভব রাজা বল্লাল সেন বাস করিতেন। এখনও এই স্থানে তাঁহার বাটী এবং দীর্ঘিকা প্রভৃতির চিহ্ন দৃষ্ট হয়। এই গ্রাম বিক্রমপুরের অন্যান্য স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এখানে রম্ভা, বেগুণ ও অন্যান্য কতিপয় উদ্ভিজ্জ অতিশয় উত্তম জন্মে।

সাভার—এই স্থান ধলেশ্বরী এবং বংশাইল নদীর সঙ্গম স্থানে ঢাকা হইতে ১৩ মাইল বায়ুকোণে সংস্থিত। এখানে কলিকাতা হইতে লোহ এবং সৌরঙ্গ

নামক স্থান হইতে বাহাদুরী কাষ্ঠ আমদানী হইয়া জেলার চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়। এখানে একটী থানা, ডাকঘর এবং বাঙ্গলা পাঠশালা আছে। সাভারের সন্নিহিত একটী অতি প্রাচীন দীর্ঘিকা এবং প্রায় ২৫ হস্ত উচ্চ মৃত্তিকা স্তম্ভ আছে। কথিত যে ঐ দীর্ঘিকা এবং স্তম্ভ প্রসিদ্ধ পালবংশোদ্ভব হরিশ্চন্দ্র রাজার সময় হইতে ঐ স্থানে দৃষ্ট হইতেছে। সাভার ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের মৃত্তিকা সাধারণতঃ কিছু উচ্চ ও লোহিতবর্ণ।

বালীয়াটী—এই গ্রাম ঢাকা হইতে প্রায় ২৯ মাইল উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত। এখানে বিখ্যাত বাণিজ্য ব্যবসায়ী এবং জমিদার জগন্নাথ, ব্রজেন্দ্রকুমার, গিরীশচন্দ্র এবং ভগবান বাবু প্রভৃতির বাসস্থান। এখানে একটী ফারি এবং ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করা হয়।

রোয়াইল—এই প্রসিদ্ধ গ্রাম চন্দ্রপ্রতাপের অন্তর্গত। ঢাকা নগর হইতে ইহা প্রায় ২৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামে মৃত বিখ্যাত জমিদার রাজমোহন রায়ের বাটী। এখনকার ইংরাজী বঙ্গ বিদ্যালয়টী বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। এই বিদ্যালয় হ-

হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া হয়।

লোহরাগঞ্জ—এইস্থান ঢাকা হইতে প্রায় ২৯ মাইল পশ্চিম দক্ষিণকোণে ইছামতী নদী তটে সংস্থিত। হরিরামপুর থানা সম্প্রতি এখানে সংস্থাপিত হই-য়াছে। এই স্থান মুন্সেফী বিচারালয়ের নিমিত্ত সবি-শেষ প্রসিদ্ধ। উহা ব্যতীত এখানে একটী ইংরেজী বঙ্গ বিদ্যালয় আছে।

পলাস—এই স্থান লক্ষ্যা নদীর পূর্ব্ব তটে ঢাকা হইতে প্রায় ২২মাইল ঈশানকোণে অবস্থিত। এখানে একটী মুনসেফী বিচারালয়, জমিদারি ডাক ষ্টেশন এবং স্কুল আছে।

ডেমরা—এই বন্দর ঢাকার উত্তরপূর্ব্বে বালু এবং লক্ষ্যা নদীর সঙ্গম স্থানে প্রায় ৬ মাইল অন্তর অবস্থিত। এই স্থান বস্ত্রের বাণিজ্যের জন্য সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ঢাকা নগরের বস্ত্র ব্যবসায়ীরা এই স্থানে হইতে বস্ত্র ক্রয় করিয়া কলিকাতা প্রেরণ করিয়া থাকে।

জপসা—এই গ্রামটী দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক বৈদ্য বাস করেন। এই স্থানের লালাদিগের বাটী অতীব প্রসিদ্ধ। এই

বাটীতে একটী প্রকাণ্ড শিব সংস্থাপিত আছে। এই গ্রামে মৃত বিখ্যাত পণ্ডিত অভয়ানন্দ (চমৎকার) শর্ম্মার জন্মভূমি। এই স্থানের নিকটে একটী বিল আছে। এই বিলের প্রায় স্থানই জলপূর্ণ থাকে।

পোড়াগাছা—এই প্রসিদ্ধ স্থানটী কীর্ত্তিনাশা নদী হইতে প্রায় দেড় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে ৫।৬ ঘর কুঠিয়াল বাস করে। এখানকার দেশজাত দ্রব্যাদির বাণিজ্য এবং হাট মন্দ প্রসিদ্ধ নহে। এই স্থানে মুলফৎগঞ্জের থানা সংস্থাপিত।

নরিয়া (নৈরা)—এই স্থানও কীর্ত্তিনাশা নদীর দক্ষিণ তটে সংস্থিত। এই গ্রামটী বিলক্ষণ বিস্তৃত। এখানে অনেক ভদ্র লোকের অবস্থান। এখানকার বাণিজ্য ও হাট মন্দ প্রসিদ্ধ নহে।

পালঙ্গ—এইস্থানটী দক্ষিণবিক্রমপুরের অন্তর্গত। এখানকার কবিরাজ বর্গ বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। এই স্থানের দেশীয় বাণিজ্য এবং হাট ও মন্দ প্রসিদ্ধ নহে।

ঘড়িসার—এই গণ্ড গ্রাম দক্ষিণ বিক্রমপুরের পূর্ব্ব সীমান্তে কীর্ত্তিনাশাও মেঘনা নদীর সঙ্গম স্থানে অবস্থিত। এখানকার হাট বিলক্ষণ প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে অনেক ব্যবসায়ী লোক বাস করে। এই স্থানের সাধারণ দেশীয় বাণিজ্য ও মন্দ প্রসিদ্ধ নহে।

কার্ত্তিকপুর—এই স্থানটী দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এখানকার মুন্সী জমিদার বর্গ বহুকাল যাবৎ বিলক্ষণ খ্যাতাপন্ন এবং মান্য। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে একটী মেলা হয়। ইহা মেলাটী প্রায় ১০। ১৫ দিবস পর্য্যন্ত থাকে। এখানে একটী হাট আছে।

ধানুকা—(ধাউনকা) এই স্থানটী দক্ষিণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত। এই গ্রামে বহুতর লোকের বাস স্থান। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চূড়ামণি ৺ চন্দ্রনারায়ণ ন্যায় পঞ্চাননের জন্ম স্থান বলিয়া এই গ্রাম সাধারণে বিশেষ পরিচিত।

টোক—ইহার অন্য নাম নয়ান বাজার। এইস্থান ব্রহ্ম পুত্র এবং বানার নদীর সঙ্গম স্থানে ঢাকা হইতে প্রায় ৫২ মাইল অন্তর উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। এখানে বাহাদুরীকাষ্ঠ এবং চাউলের কারবার আছে। এই স্থানের পিত্তল নির্ম্মিত জলপাত্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। ইহার উত্তরাংশ হইতে ময়মনসিংহ জেলা আরম্ভ হইয়াছে। ঢাকা নগর হইতে নসিরাবাদ যাতায়তের বর্ত্ম এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছে।

নওয়াবগঞ্জ—এই স্থান ঢাকা হইতে ১৬ মাইল দক্ষিণ পশ্চিম কোণে বিক্রমপুর ও চন্দ্রপ্রতাপের

সীমাতে অবস্থিত এখানে একটী ডাকঘর এবং থানা আছে।

মিরপুর—এই গ্রাম ঢাকার উত্তর পশ্চিম প্রায় ৯ মাইল অন্তর তুরাগ নদীর পূর্ব্ব তটে সংস্থিত। এখানে একটী প্রসিদ্ধ হাট আছে, এই হাটে বিলক্ষণ চাউলের আমদানী হইয়া থাকে। এখানকার স্কুলটীও মন্দ নয়।

টঙ্গী—এই স্থান ঢাকা নগর হইতে উত্তর পশ্চিম কোণে ১৪ মাইল অন্তর স্বনাম খ্যাত খালের দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এখানে ঢাকার সদর থানার অধীন একটী ফাঁরি আছে। এই স্থান ইষ্টক এবং প্রস্তর নির্ম্মিত একটী প্রাচীন সেতুর নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। কথিত আছে যে আরঙ্গজীব সম্রাটের সময় সাটঙ্গী নামক এক ব্যক্তি দ্বারা এই সেতু নির্ম্মিত হয়। ঐ ব্যক্তির নামানুসারেই এই স্থান টঙ্গী নামে খ্যাত। এই সময়ে ইব্রাহিম খাঁ ঢাকার নবাব ছিলেন। এইক্ষণ উক্ত সেতুটীর অনেকাংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ কালীন ঢাকার মাজিষ্ট্রেট কার্ণাক সাহেব সিপাহীদিগের গতিরোধ করিবার জন্য এই সেতুর মধ্যভাগ তোপ দ্বারা উড়াইয়া দেন। পুনর্ব্বার ঐ অংশ কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতুটীর

উভয় প্রান্তে ২টী মসজিদ আছে। ঢাকা হইতে ন- সিরাবাদ গমনের বর্ত্ম এই স্থান হইয়া গমন করি- য়াছে। কথিত আছে যে টঙ্গীর সেতুর নিম্নস্থ খালে অনেক চিতল মৎস্য বাস করে।

সোনারঙ্গ—এই প্রসিদ্ধ গ্রাম ঢাকা হইতে প্রায় ১৪ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। এখানে অ- নেক ভদ্র সন্তানের বাস স্থান তন্মধ্যে বৈদ্য বংশই বিশেষ প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের মধ্যে এই গ্রামে অনেক রাজ কর্ম্মচারী আছেন। এখানে একটী ডাকঘর ও স্কুল আছে।

ফিরিঙ্গীবাজার—এই স্থান মুন্সীগঞ্জ মহকুমার প- শ্চিম উত্তর কোণে ঢাকা হইতে প্রায় ১৩ মাইল অ- ন্তর ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তীরে সংস্থিত। মুসলমান দিগের রাজত্ব কালীন এই স্থানে আসিয়া কতকটী পর্টুগীজ খৃষ্টীয়ান বাস করিয়াছিল এবং তজ্জন্য ইহা ফিরিঙ্গী বাজার নামে খ্যাত। এখনও এখানে কয়েক ঘর খৃষ্টীয়ান আছে।

রিকিব্ বাজার—ইহা উপরোক্ত স্থানের নিকট ধলেশ্বরীর দক্ষিণ তটে সংস্থিত। এখানে অনেক গোপ বাস করে এবং বিস্তর ক্ষীর উৎপন্ন হইয়া জেলার চ- তুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়। এখানকার দেশীয় অন্যান্য দ্র- ব্যাদির বাণিজ্য ও মন্দ প্রসিদ্ধ নহে। ৫

তালতলা—এই স্থানটী ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণতটে ঢাকা হইতে প্রায় ১১ মাইল অন্তর অবস্থিত। এখানে একটী প্রসিদ্ধ বাজার আছে। কার্ত্তিক মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত ঢাকা এবং এই স্থানের মধ্যে গয়না নৌকা প্রত্যেক দিবসগমনাগমন করিয়া থাকে। এখান হইতে মালখানগর পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র বর্ত্ম আছে।

মালখানগর—এই স্থান তালতলা হইতে প্রায় ১ মাইল পশ্চিম দক্ষিণ কোণে সংস্থিত। এই গ্রামে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বসু বংশজদিগের বাসস্থান। এখানে কএকজন প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী আছেন। এই স্থানে একটী ইংরেজী বঙ্গবিদ্যালয় আছে।

জৈনসার—এই স্থান ঢাকা হইতে প্রায় ১৭মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গ্রামে প্রসিদ্ধ ছোট আদালতের জজ বাবু অভয়াকুমার দত্তের বাসস্থান। এখানে একটী ডাকঘর, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ইংরেজী বাঙ্গলা স্কুল আছে।

কাঁচাদিয়া—এই গ্রাম পদ্মানদীর উত্তর তটে ঢাকা হইতে প্রায় ২৩মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী ডাকঘর, বাঙ্গলা বিদ্যালয় এবং শুভঙ্করী নামক সভা আছে। এই গ্রাম স্বর্ণকার্য্যে খ্যাত

প্রসাদ সেন এম, এ, মহাশয়ের বাসস্থান। বৈদ্য বংশ এখানকার প্রধান অধিবাসী।

মাইজপাড়া—এই স্থানটী শ্রীনগর থানার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে ঢাকা হইতে প্রায় ১৬মাইল অন্তর অবস্থিত। এই গ্রামের রায় জমিদারবর্গ বিক্রমপুরের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এখানে একটী বাজার, হাট ও বঙ্গ বিদ্যালয় আছে।

ষোলঘর—এই প্রসিদ্ধ গ্রাম শ্রীনগরের সন্নিহিত ঢাকা হইতে প্রায় ১৩মাইল অন্তর অবস্থিত। এখানে একটী ইংরেজী বাঙ্গলা ও সারকেল স্কুল আছে। এই গ্রামটী বিলক্ষণ বিস্তৃত এবং এখানে অনেক ভদ্র লোকের বাসস্থান, এখানকার অনেক ভদ্র লোক গবর্ণমেন্টের মধ্যে উচ্চপদাভিষিক্ত আছেন। বিক্রমপুরের মধ্যে ষোলঘর ও উহার নিকটস্থ কতিপয় স্থান উৎকৃষ্ট আম এবং কৈমৎস্যের নিমিত্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানকার রথ এবং বাজারটী ও অনল্প প্রসিদ্ধ। রথযাত্রার সময় এখানে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

তেঘরিয়া—এই স্থান পারজোয়ারের অন্তর্গত। ইহা ঢাকা হইতে বুড়ি গঙ্গা নদীর দক্ষিণে প্রায় ৩ মাইল অন্তর অবস্থিত। ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য

এইগ্রাম সবিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

বারদী—এই গ্রাম সোনার গাঁয়ের অন্তর্গত। ঢাকা নগর হইতে ইহা প্রায় ২২ মাইল পূর্ব্ব দিকে সংস্থিত। এখানকার নাগ পরিবার অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এখানে একটী ইংরেজী ও বঙ্গ বিদ্যালয় আছে।

মুরাপাড়া—এই স্থানের অন্য নাম ব্রাহ্মণ গাঁও। এই গ্রাম লক্ষানদীর পূর্ব্বতীরে ঢাকা হইতে প্রায় ১৪ মাইল পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। ইহা প্রসিদ্ধ জমিদার ঈশান এবং নন্দকুমার বাবুদিগের বাসস্থান। এই গ্রামে একটী বাঙ্গলা বিদ্যালয় আছে।

ফতুল্লা—এই স্থানটী ঢাকা হইতে প্রায় ৬ মাইল পূর্ব্ব দিকে বুড়িগঙ্গার তটে সংস্থিত। এখানে একটী ক্ষুদ্র বাজার আছে। এই স্থানের চীরা ঢাকা জেলার মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ।

একডালা অথবা একদেলা—এই স্থান ভাওয়ালের অন্তর্গত। ইহা ঢাকা নগর হইতে প্রায় ২৭ মাইল অন্তর লক্ষানদীর পশ্চিম তটে সংস্থিত। মুসলমান দিগের রাজত্বকালীন এখানে একটী অতি প্রসিদ্ধ দুর্গ ছিল। এইক্ষণ উক্ত দুর্গের ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গলার বাদসাহ সুলতান

সৈয়দহোসেন বঙ্গাব্দ ৯০৬ শাল হইতে ৯২৭ পর্য্যন্ত এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

জেলার সংক্ষেপ ঐতিহাসিক বিবরণ।

ঢাকা জেলার আদিম ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। কথিত আছে যে বিখ্যাত হিন্দুরাজা বিক্রমাদিত্য জেলার দক্ষিণাংশে কয়েক বৎসর ধর্ম্মাধিকরণ সংস্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন এবং স্বীয় নামানুসারে ঐ স্থানের নাম বিক্রমপুর রাখেন। ইঁহার রাজত্বের পর পাল বংশীয় রাজাদিগের সংস্থাপক বৌদ্ধ অধিপতিরা এই জেলার উত্তরাংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উক্ত রাজ বংশসম্ভূত যশপাল, হরিশ্চন্দ্র ও শিশুপাল রাজাত্রয় মাধবপুর, সাভার সন্নিহিত কাঠীবাড়ী এবং ভাওয়ালের অন্তঃপাতী কাপাইশ নামক স্থানে বাস করিতেন। ঐ রাজাদিগের সমকালীন আদিশূর জেলার দক্ষিণাংশে রাজত্ব করিতেন এমত অনুমান। আদিশূরের পর বল্লাল সেন বিক্রমপুরের সিংহাসন গ্রহণ করেন। ইনি প্রভূত ক্ষমতা সহকারে ৫০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা সংস্থাপন করেন বলিয়াই সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কথিত যে ইঁহার সময়ে

মুসলমানেরা জেলার দক্ষিণাংশ অধিকার করে। ব-
ল্লাল সেনের আবাস বাটীর চিহ্ন এখনও রামপাল না-
মক স্থানে বিদ্যমান আছে।

১২০৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া ঢাকা জেলার শাসন কার্য্য কাজীদিগের হস্তে অর্পণ করে। ইহারা বিক্রমপুর, সাভার, এবং স্বর্ণ গ্রামে অবস্থান করিয়া কার্য্য সমাপন করিত। এই কাজীদিগের মধ্যে পীর আদমের নাম বিক্রমপুরে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। বল্লাল বাড়ী হইতে দুই মাইল অন্তর এখনও তৎপ্রতিষ্ঠিত মস্‌জিদ এবং সমাধি স্থান বর্ত্তমান আছে। কাজীদিগের পর সুলতান উ-দ্দীন তোগ্রল এই জেলার শাসন কার্য্যে নিয়োজিত হন। ১২৭৯ খৃঃ অব্দে তোগ্রল ত্রিপুরা জেলা আ-ক্রমণ করিয়া হস্তী এবং অ[illegible]ান্য অনেক মূল্যবান ব-স্তুলাভ করেন। ইনি দিল্লী সম্রাট বালিমের বিরুদ্ধ আচরণ করাতে তৎকর্ত্তৃক স্বর্ণগ্রামে পরাজিত এবং নিহত হইয়াছিলেন। তোগ্রলের মৃত্যুর পর ১২৯৯ খৃঃ অব্দে বাহাদুর খাঁ স্বর্ণগ্রাম বিভাগের শাসন কা-র্য্যগ্রহণ করিয়া ১৩২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত পদে অ-ধিষ্ঠিত থাকেন কিন্তু তাহার অত্যাচার প্রকাশিত হ-ওয়াতে তিনি শীঘ্রই সম্রাট কর্ত্তৃক দিল্লী নগরে

বন্দীভাবে নীত হইয়াছিলেন। বাহাদুরের পর তাঁতার নামক এক ব্যক্তি বাইরাম খাঁ উপাধি ধারণ করিয়া ১৪ বৎসর এই জেলা শাসন করেন। ১৩৩৮ খৃঃ অব্দে বাইরাম পরলোক গমন করাতে তদীয় বর্ম্ম বাহক ফকির উদ্দীন, সুলতান সেকেন্দর নামে আপনাকে স্বাধীন ও জেলার শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রচার করে। ইনি আড়াই বৎসর শাসন করিয়া পদচ্যুত এবং নিহত হন। ইহার পর ইলিয়স খাঁজে সুলতান সামসুদ্দীন, তদীয় পুত্র সুলতান সেকেন্দর সাহা ও সুলতান আলা উদ্দীন হোসেনসা ক্রমে এই জেলা শাসন করিয়াছিলেন। ইহারা জেলার উত্তরাংশে একডালার দুর্গে বাস করিতেন। ফিরোজ সম্রাট দুইবার ইলিয়স ও তৎপুত্রকে এই দুর্গে আক্রমণ করেন কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া সুলতান সেকেন্দরের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। হোসেনসা অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। ইনি কামরূপ প্রদেশে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং ১৫০৩ খৃঃ অব্দে নরসিংহ (উড়িষ্যা) দেশের রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

হোসনের রাজত্বের পর এই জেলার ঐতিহাসিক ঘটনা নিতান্ত অস্পষ্ট। কেবল এইমাত্র বিদিত আছে

যে তদানীন্তন শাসনকর্ত্তাদিগের দ্বারা জেলার স্থান সমূহ ক্ষুদ্র২ পরগণাতে বিভক্ত হইয়াছিল। এই সময়ে আফগানেরা আকবর সম্রাট কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ঢাকা জেলার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ সকল স্থানে অবস্থান করিয়া ইহারা ধামরাই গ্রামের নিকটবর্ত্তী গণকপাড়া ও গৌরী পাড়া স্থান দ্বয়ে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই সময় দক্ষিণ বিক্রমপুরে ফুলবাড়ী নামক স্থানে প্রসিদ্ধ চাঁদ কেদার রায় বাস করিতেন। ইহারা অত্যন্ত প্রতাপান্বিত ব্যক্তি ছিলেন এবং নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করিয়া যান। ইহাদের কীর্ত্তি সমুদায় এইক্ষণ কীর্ত্তিনাশা নদীর গর্ত্তস্থ। আকবর সম্রাট চাঁদ রায়ের দুর্ব্যবহার শ্রবণ করিয়া তদীয় সেনাপতি মানসিংহকে ফুলবাড়ী আক্রমণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৬০৫ খৃঃ অব্দে আকবর সম্রাটের পরলোক গমনান্তর আস্‌মান খাঁ বিংশতি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনাকে বঙ্গদেশের শাসন কর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করেন। এই সময়ে ইস্‌নাম খাঁর হস্তে ঢাকা জেলার শাসন ভার অর্পিত ছিল। ইনি রাজমহল হইতে ঢাকানগরে বাঙ্গলার রাজধানী আনয়ন করেন।

ইহার রাজত্বকালীন পর্ত্তুগীজ ও মগজাতি আরাকানের রাজার সহায়তা গ্রহণ করিয়া এইজেলা আক্রমণ করে। ইসলামখাঁর পর তদীয়ভ্রাতা কাশীমখাঁরহস্তে জেলার শাসন ভার অর্পিত হয়। ইহার সময় হইতে ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে সুলতান মহম্মদ সুজার রাজত্ব পর্যান্ত ঢাকা জেলা বিশেষতঃ ইহার পূর্ব্বাংশ আসামী মগ ও দেশীয় দিগের দ্বারা নানা প্রকারে বিলুণ্ঠিত ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া ছিল। মহম্মদ সুজা কিছু কাল ঢাকা নগরে অবস্থান করিয়া রাজমহলে রাজ ধানী সংস্থাপন করেন। এই সময় ডেপুটী গবর্ণর দ্বারা ঢাকা জেলা শাসিত হইত। ১৬৬০ খৃঃ অব্দে মিরজুমলা জেলার শাসন কার্য্য গ্রহণ করিলেপর পুনর্ব্বার ঢাকাতে রাজধানী আইসে। ইহার শাসনকালে মগ জাতি এবং আরাকান বাসীদিগের আক্রমণ হইতে জেলা রক্ষা করিবার জন্য ধলেশ্বরী এবং লক্ষ্যা নদীর তটে ও সঙ্গম স্থানে অনেক দুর্গ নির্ম্মিত হয়। সেই সমুদায় দুর্গের মধ্যে ইদ্রাকপুর ও হাজিগঞ্জের দুর্গই প্রধান। এই নবাব কর্ত্তৃক ঢাকা জেলাতে অনেক বর্ত্ম এবং সেতু নির্ম্মিত হইয়া ছিল। পাগলার সেতু ইহার সময় প্রস্তুতহয় এমত অনুমিত। মিরজুমলা আসাম দেশে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া ছিলেন এবং তথা হইতে

প্রত্যাগমন কালীন পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। ইনি ঢাকার একজন অতি বিখ্যাত নবাব ছিলেন। কথিত যে নগরের চক মধ্য স্থিত বৃহৎ কামানটী ইঁহার কাটারার সম্মুখে থাকিত এবং এই প্রকার আর একটী কামান ও তথায় ছিল। মিরজুমলার রাজত্বেরপর রাজ্ঞী নুরজাহানের ভাগিনেয় সায়েস্তা খাঁ এই জেলার শাসন কার্য্য প্রাপ্ত হন। ইনি ১৫ বৎসর ঢাকা জেলা শাসন করেন। ইহার মধ্যে দুই বৎসর তদীয় অনুপস্থিতি কালীন ফিদেই খাঁ, আজিম খাঁ এবং সুলতান মহম্মদ আজিম (আরঙ্গ জীবের তৃতীয় পুত্র) দ্বারা এখানকার শাসন কার্য্য সম্পন্ন হইয়া ছিল। ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে মহম্মদ আজিম লালবাগের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু তিনি উহা অসম্পূর্ণ অবস্থাতে সায়েস্তা খাঁ নবাবের হস্তে রাখিয়া যান। উক্ত নবাব ও এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ শেষ করিয়া যাইতে পারেন না। সায়েস্তা খাঁর শাসন কালে ঢাকা নগরে অনেক বৃহৎ মসজিদ ও বাটী নির্ম্মিত হইয়া ছিল। ইঁনি স্থপতি বিদ্যার অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। ইহাঁর সময় ঢাকা নগর উত্তরদিকে অনেক স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সায়েস্তা খাঁ জেলার অনেক উন্নতি করেন এবং

ইহার শাসন অতিশয় শান্তি পূর্ণ ও সুখজনক ছিল। ইনি আরঙ্গজীব সম্রাটের আদেশানুসারে ইংরেজদিগের ঢাকা নগরস্থ কুঠী সমুদায় আবদ্ধ করেন ও বাণিজ্যের এজেন্টদিগকে কারাবদ্ধ রাখিয়া ছিলেন। ইহার সময় ঢাকাতে আটমোণ দরে চাউল বিক্রয় হইত।

সায়েস্তা খাঁর পর বাঙ্গলার নবাব আজিম ওসেন কর্ত্তৃক মুরসিদ কুলি খাঁ এই জেলার দেওয়ানীতে নিযুক্ত হন। মুরসিদ জেলার অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে উঠাইয়া তাহাদিগের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ জায়গীর স্বয়ং গ্রহণ করেন। এই এবং অন্যান্য কতিপয় কার্য্য আজিম ওসনের নিকট অপ্রীতিকর বোধ হওয়াতে তিনি মুরসিদ কুলি খাঁকে হত্যা করিবার প্রস্তাব করেন। মুরসিদ এই অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া পলায়ন করতঃ মুরসিদাবাদে উপস্থিত হন। ১৭০৪ খৃঃ অব্দে ঢাকা হইতে রাজধানী মুরসিদাবাদে পরিবর্ত্তিত হয়। এই সময়ে মুরসিদ বাঙ্গলার নাজিম নিযুক্ত হইলেপর তাহার অধীনস্থ ডেপুটী কিংবা নায়েব কর্ত্তৃক এই জেলা শাসিত হইতে থাকে।

১৭০৪ খৃঃ অব্দে হইতে ৬৫ অব্দে ইংরেজদিগের বাঙ্গলার দেওয়ানী প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত ঢাকা জেলার

ইতিহাস অতি অপ্রসিদ্ধ। ১৭১৩ খৃঃ অব্দে লতফুল্লার পর অধিকাংশ নায়েব মুরসিদাবাদে বাস করিতেন। ইহাদিগের অধীনস্থ ডেপুটী দ্বারা ঢাকার শাসন কার্য্য সাধিত হইত। এই ডেপুটী দিগের মধ্যে অনেকেই জেলার অধিবাসী দিগের হিত চিন্তায় বিমুখ হইয়া কেবল অর্থ লাভে রত ছিলেন। এই সময়ে বিখ্যাত রাজবল্লভ প্রাদুর্ভূত হন। ইনি প্রথমতঃ কিছুকাল নাওরা মহালের পেস্কারি কার্য্য করেন এবং তৎপর জেলার ডিপুটী গবর্নর নিযুক্ত হইয়া অল্প কালের মধ্যে প্রায় ২ কোটি টাকা উপার্জ্জন এবং বহুল কীর্ত্তি ও বিস্তীর্ণ জমিদারী করিয়াছিলেন। এখনও কীর্ত্তিনাশা নদীর দক্ষিণ তটে রাজনগরে তদীয় কোন২ কীর্ত্তি বিরাজিত আছে। এই সময়ে দেওয়ান রামদাস কর্ত্তৃক তালতলার খাল খনন হয়, এবং রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস পিত্রোপার্জ্জিত অধিকাংশ অর্থসহ কলিকাতা পলায়ন করেন। এই অর্থই সিরাজদ্দৌলার সহিত ইংরেজ দিগের শত্রুতারম্ভের প্রধান কারণ হইয়া উঠে।

১৭৫৭ খৃঃ অব্দে ক্লাইব ঢাকার নবাবদিগকে শাসন কার্য্য হইতে অবসৃত করিয়া পেনশন প্রদান করেন। এই সময়ে ইঁহাদিগের নবাব উপাধি মাত্র

থাকে। এবং এই উপাধিও ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে উত্তরাধিকারী অভাবে লুপ্ত হইয়া যায়।

১৭৬৫ খৃঃ অব্দে কোম্পানীর অধিকার হইলে পর হজুরি এবং নিজামত নামক দুই ডিপার্টমেন্ট দ্বারা ঢাকা জেলা শাসিত হইতে থাকে। হজুরি ডিপার্টমেন্টের কার্য্য একজন দেওয়ান দ্বারা সম্পাদিত হইত। ইনি মুরসিদাবাদে অবস্থান করিয়া তাঁহার অধীনস্থ ডিপুটী দ্বারা জেলার শাসন কার্য্য সম্পন্ন করাইতেন। রাজস্ব সংক্রান্ত সমুদায় কার্য্যই এই ডিপুটীর হস্তে ছিল। নিজামত ডিপার্টমেন্ট দ্বারা আদালত ও ফৌজদারীর কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে এক ব্যক্তি উক্ত ডিপার্টমেন্টের উপর ভার প্রাপ্ত হইয়া রাজস্বের তত্ত্বাবধায়ক রূপে নিয়োজিত হন, এবং ১৭৭২ খৃঃ অব্দে ইহাকেই কালেক্টর উপাধি প্রদান করা হয়। ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে প্রবিন্সিয়াল সভা সংস্থাপিত ও রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত নায়েব নিযুক্ত হইয়াছিল। ১৭৮১ খৃঃঅব্দে এই সভা রহিত হইয়া আদালত সংস্থাপিত হয়, প্রথমতঃ মেঃ ডে সাহেব মেজিষ্ট্রেট কালেক্টর ও ডন্‌কন্‌স ঢাকা জেলার জজ নিযুক্ত হইয়া আইসেন। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় বাখর-

গঞ্জ এবং ফরিদপুর এই স্থানের কালেক্টরির অন্তর্গত ছিল। তৎপর উক্ত উভয় জেলাই ইহা হইতে বিভক্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত স্থান এবং নবাবগঞ্জ থানার কিয়দংশ ফরিদপুর জেলার অধীন ছিল। ১২ বৎসর যাবৎ উক্ত স্থান সমুদায় অত্র জেলা ভুক্ত হইয়াছে। ১৭৭৮ এবং ৮১ খৃঃ অব্দে ইংরেজেরা ঢাকা নগরের ফরাসীস ও ওলন্দাজদিগের কুঠী সমুদয় অধিকার করেন। এই সময় হইতে ১৮০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এখানকার বাণিজ্য বিলক্ষণ বিস্তীর্ণ ছিল। প্রতি বৎসর এই জেলা হইতে প্রায় পাঁচশ লক্ষ টাকার মলমল বস্ত্র রপ্তানী হইত। তৎপর ক্রমেই ঢাকার বাণিজ্য হ্রাস হইতে আরম্ভ হয়। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে ঢাকা নগর হইতে ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য একেবারে উঠিয়া যায়।

১৮১৯ খৃঃ অব্দে ঢাকার কিপ্ত নিবাস প্রস্তুত হয়। ১৮২৪ খৃঃ অব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে কলিকাতার প্রধান ধর্ম্ম যাজক হিবর সাহেব কর্ত্তৃক নগরস্থ সেন্ট-টমাস নামক খৃষ্টীয় ধর্ম্মশালা ও ইংরেজদিগের সমাধি স্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৮৩৫ সনের ১৫ জুলাই তারিখে গবর্ণমেন্ট ঢাকাতে প্রথমতঃ ইংরেজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন। এই বিদ্যালয়কে নগরস্থ

সাধারণ শিক্ষা সমাজের সভ্যেরা কলেজ করিবার মানস করাতে তদনুসারে ১৮৪১ সনে কালেজ বাটী নির্ম্মাণ করিবার পরামর্শ হয়। এই বৎসর ২০ নবেম্বর তারিখে কলিকাতার ধর্ম্মাধ্যক্ষ রাইট রেভেরেণ্ড ডেনিয়েল সাহেবকর্ত্তৃক উক্ত মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৪৬ সনের জুলাই মাস হইতে নূতন বাটীতে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮ শকের ২৯ অগ্রহায়ণ রবিবার দিবসে শ্রীযুক্ত বু ব্রজসুন্দর মিত্র, যাদবচন্দ্রবসু, রামকুমার বসু, বিশ্বরদাস এবং গোবিন্দচন্দ্র বসু মহাশয়দিগের দ্বারা কা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৫৪ নে এখানকার মিটফোর্ড হস্পিটাল গৃহ প্রস্তুত ইতে আরম্ভ হয়। প্রবিন্সিয়াল আপীল আদালতের জ মেঃ রবার্ট মিটফোর্ড সাহেব এই চিকিৎসালয়ের ংস্থাপক।

এই জেলার বর্ত্তমান ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে ৮৫৭ খৃঃ অব্দে সিপাহীদিগের বিদ্রোহ বিবরণ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। উক্ত সনের মার্চ্চ মাসে প্রথমতঃ বঙ্গদেশে বারাকপুরের ৩৪ সংখ্যক পদাতিক সিপাহী সৈন্যদল বিদ্রোহী হয় এবং এই বিদ্রোহানল ক্রমে বহরমপুর, চাকা, চট্টগ্রাম, সিলট, জামালপুর, জল-

পাইগুড়ি এবং ঢাকা প্রভৃতি স্থানের সিপাহীদিগের মধ্যে প্রবেশ করে। মে মাসে মিরটের বিদ্রোহ সংবাদ এখানে আইসে। এই সময়ে ঢাকা নগরে ৭৩ সংখ্যক রেজিমেণ্টের দুই (কোম্পানী) দল সিপাহী ছিল। মে মাসে মিসনরিরা নগর মধ্যে খৃষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচার কালীন সিপাহীদিগ হইতে কিছু বাধা প্রাপ্ত হয়। জুন মাসের প্রথম ভাগে গবর্ণমেণ্ট জলপাই গুড়ির ৭৩ সংখ্যক দুই কোম্পানী সিপাহীর সহি এখানকার সিপাহীদিগের পরিবর্ত্তন করেন। জুন তারিখে সিপাহীরা ঢাকাতে ইউরোপীয় সৈ আসিবে এমত জনরব শুনিয়া কিঞ্চিৎ সচকিত উত্তেজিত ভাব ধারণ করে। ১২ জুন দিবসে ঢাক নগরস্থ ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এই প্রকার ভয়ানক এক আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে জলপাইগুড়ি প্রেরিত ৭৩সংখ্যক রেজিমেণ্টের সৈন্যেরা বারাকপুরের কতক নিরস্ত্র সিপাহীদিগের সহিত যোগ সংস্থাপন করি বিদ্রোহী হইয়াছে এবং ঢাকার লালবাগস্থ সিপাহী দিগের সহিত একত্র হইয়া বাজার লুট এবং জেলে বন্দীদিগকে কারামুক্ত করিয়া দিতেছে। এইসময়ে ডেবিডসন সাহেব ঢাকার কমিস্যনর, এবরক্রম্বি ডজ জেমবিকন মেজিষ্ট্রেট ও কার্ণাক (কিছু দিন পর কা-

র্ণাক উভয় পদ প্রাপ্ত হন) কালেক্টর ছিলেন। নগরের কতকটী ইয়ারোপীর এই বিপদ সময়ে জেনকিন্স সাহেবের বাটীতে একত্রিত হয়: কএক জন নদী তটে থাকিয়া আত্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন: ও কতিপয় স্ত্রীলোক বুড়িগঙ্গার মধ্যে নৌকাতে অবস্থান করেন। এই দিবস সমুদয় নগর ভয় ও কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। সিপাহীদিগের সেনাপতি লেফটেনেণ্ট মেকমেহন এবং রিণ্ড সাহেব সৈন্যদিগের অবস্থা দর্শনার্থ লালবাগ গমন করেন এবং তাঁহারা তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া বলেন যে সৈন্য সমুদয় শান্ত ভাবে কিল্লাতে বাস করিতেছে এবং অদাকার জনরব সম্পূর্ণ মিথ্যা॥ ১১ জুন তারিখে নগর পুনর্ব্বার নীরব হয় এবং পূর্ব্বের ন্যায় কার্য্য কর্ম্ম চলিতে থাকে। ২২ জুন গবর্ণমেণ্ট লুইস সেনানীর অধীনে ঢাকা রক্ষার জন্য এক শত খালাসী সৈন্য প্রেরণ করেন। ২৮ জুন দিবসে ২ জন পলাতক সিপাহী পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হয় কিন্তু কতিপয় সিপাহী উহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেয়। এই সময়ে সিপাহীরা পুলিসের আদেশ ব্যতীত নগর বহির্গত হইতে পারিত না।

৫ জুলাই তারিখে কুমিল্লা হইতে সংবাদ আইসে

যে চট্টগ্রামের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া ঢাকাভিমুখে গমন করিয়াছে কিন্তু পরে উক্ত সংবাদ অমূলক হইয়া উঠে। খালাসী সৈন্যদিগের আগমনাবধি নগর অপেক্ষাকৃত সুস্থির ছিল। এই সময়ে লুইস সেনাপতি প্রত্যেক দিবস প্রাতে আণ্ডাঘর ও কালেজ বাটির সম্মুখে তাঁহার সৈন্যদিগকে কাওয়াজ করাইতেন। সিপাহীরা (কালাসৈন্য) এই সমুদায় কার্য্য দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইয়াছিল এবং বলিত "এ ক্যা ডর দেখলাতা,, খালাসী সৈন্যদিগের প্রতি কালাদিগের বিশেষ অনুরাগ ছিল না। এই দিবস (৫ জুলাই) ডাউএল নামক সিপাহী সেনাপতি স্ব আলিবার নিমিত্ত লালবাগে লোক প্রেরণ করাতে কালাদিগের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং তাহারা অনুমান করে যে ইংরেজেরা তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার মানস করিতেছেন। ৩০ জুলাই তারিখে ইউরোপীয় এবং এদেশীয় প্রায় ৬০ জন অস্ত্র ধারণক্ষম খৃষ্টীয়ান কালেজ বাটীতে একত্রিত হন। ইহাঁরা সকলে এই স্থির করেন যে পদাতিক এবং অশ্বারোহী দুই দল বলাণ্টিয়র সৈন্য (যাহারা স্বেচ্ছানুসারে সৈনিক বিদ্যা শিক্ষা করে) প্রস্তুত করিতে হইবে এবং মেজর স্মিথ ও লেপ্টেনেন্ট হি-

চিন্স সাহেব তাহাদিগের সেনাপতির কার্য্যে নি-যুক্ত থাকিতেন। আগষ্ট মাসের প্রথম তিন দিবসে বকরি ইদের সময় নগরের মুসলমানেরা কোন প্র-কার গোলমাল করায় এই ভয়ে বলাণ্টিয়র সৈন্য দল সর্ব্বদা সচকিত ছিলেন এবং সমুদায় রাত্রি রব করি-য়া অতিবাহিত করিতেন। ২রা জুলাই রবিবার দি-বস বলণ্টিয়র সৈন্যেরা খৃষ্টান লোকদিগকে রক্ষা ক-রিবার জন্য কালেজ বাটীতে অস্ত্র শস্ত্র লিয়া প্রস্তুত থাকেন। এই দিবস নগরস্থ আরমানী ও ইউরোপীয় দিগের অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হয়। ১১ আগষ্ট তা-রিখে আরমাণীদিগের মধ্যে অনেকে কলিকাতা গ-মন করে। এই মাসে কলঘরে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করা হয়। ১৪ এবং ১৫ আগষ্ট দিবসে জ-ন্মাষ্টমীর সময় নগরে অনেক লোকের আগমন বশতঃ কোন প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয় এই ভয়ে বল-ণ্টিয়র সৈন্য সকল সুসজ্জিত থাকে। এই সময়ে জ-লপাইগুড়ির ২০ সংখ্যক সিপাহী সেনাপতিদিগহ-ইতে সংবাদ আইসে যে তাঁহারা তত্রত্য সৈন্যদিগকে যে দমন রাখিতে পারিবেন এমন ভরসা হয় না। এই সংবাদে ঢাকার ইংরেজেরা স্থির করেন যে যদি জ-লপাইগুড়ির কালা সৈন্যেরা বিদ্রোহী হয় তবে অবি

লবে এখানকার সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে হইবে। আগষ্ট মাসের শেষ ভাগে কলঘরের দুর্গ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় এবং ২০০ শত লোক উক্ত গৃহের চতুর্দ্দিকে গড়খাইখনন করিতে নিযুক্ত থাকে মহরমের সময় উপস্থিত হইলে পর বলণ্টিয়র সৈন্য দল রণ করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করেন। এই সময়ে নগর অত্যন্ত নীরব ছিল এবং অন্যান্য বৎসরের ন্যায় হসনী দালানে অধিক লোক সমাগম হয় না। ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে এই প্রকার এক জনরব হয় যে আসামের সিপাহীরা বিদ্রোহী হইবার উপক্রম হইয়াছে। ২রা অক্টোবর দিবস জৈন্তিয়ার রাজাকে বন্দীভাবে এখানে আনয়ন করা হয়। এই সময়ে কয়েক জন সিপাহীকে অতি গোপনে শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল।

নবেম্বর মাসের প্রথম দিবসে নগরস্থ সিপাহী দিগের মধ্যে কিছু বিদ্রোহভাব লক্ষিত হয়। সিপাহীরা মেগেজিন হইতে বারুদ গোলা বহির্গত করে এবং নগরে এই প্রকার এক জনরব উঠে যে এখানকার কালারা জলপাইগুরির সৈন্যদিগের নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়াছে যে যদি তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করা হয় তবে তা

হারা তৎবিরুদ্ধে উত্থান করিবে কি না। এই জন-শ্রুতির পর ১৭ নবেম্বর পর্য্যন্ত নগর পুনর্ব্বার নী-রব থাকে। কিন্তু ঢাকাস্থ ইউরোপীয়ানেরা মিরটের বিদ্রোহ সংবাদ প্রাপ্ত অবধি যে নানা প্রকার বিপ-দের আশঙ্কা করিতেছিলেন সেই দিবস এইক্ষণ সমাগত হইল। ২১ নবেম্বর শনিবার দিবস চট্ট-গ্রাম হইতে সংবাদ আইসে যে তত্রত্য সিপাহীরা ধনাগার হইতে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা নিয়া বাজার লুঠ করত বহির্গত হইয়াছে। এই দিবস সন্ধ্যা কালে ৬ ঘটিকার সময় ঢাকার ইংরেজেরা স্থির ক-রেন যে এখানকার সিপাহীদিগকে এখন নিরস্ত্র করা উচিত। সমুদয়ে এই সময়ে ঢাকাতে ২৬০ জন কালা সৈন্য ছিল এবং নগরে এই প্রকার জনরব উপস্থিত হয় যে সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিতে চে-ষ্টা করিলে তাহারা যত দূর হয় বাধা জন্মাইবে। কা-প্তান লুইসের অধীনে ইংরেজদিগের কেবল মাত্র ৯০ জন খালাসী সৈন্য ছিল।

এই সময়ে ৩৬ জন সিপাহী কালেক্টরী রক্ষা করিত। ইংরেজেরা প্রস্তাব করেন যে প্রথমতঃ অতি গোপনে বলন্টিয়র এবং খালাসীদিগের দ্বারা উক্ত ৩৬ জনকে নিরস্ত্র করা হইলেপর লালবাগ গমন করিতে হইবে।

এই প্রস্তাবানুসারে পর দিবস (২২ নবেম্বর রবিবার) অতি প্রত্যুষে ৫ ঘটিকার সময় কমিস্যনর জজ মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি রাজপুরুষ গণ ও ৩০ জন বলাণ্টিয়র সৈন্য কালেক্টরীর সম্মুখে উপস্থিত হন। এই সময়ে প্রায় ১৫ জন সিপাহী লাইনের বাহিরে এবং অবশিষ্ট গৃহ মধ্যে ছিল। এখানকার সিপাহীরা অতি বিমর্ষ ভাবে এই অপমানের নিমিত্ত তাহাদিগের উপরস্থ কর্ম্মচারীদিগকে তিরস্কার করিয়া অস্ত্র পরিত্যাগ করে। ইহাদের মধ্যে কেহ২ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়া ছিল এবং কয়েকজনকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। এই প্রকারে অতি সহজে কালেক্টরীর সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করা হইলেপর ইতি মধ্যে সমুদয় খালাসী সৈন্য লালবাগে উপস্থিত হয়। লালবাগের সৈন্যদিগের মধ্যে কতকটা এই সময়ে অস্ত্র শস্ত্র নিয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল। অবশিষ্ট কেহ নিদ্রাগত এবং কেহ প্রাতকৃত্যাদি সম্পন্ন করিতে কিল্লার বাহিরে থাকে। খালাসীরা কিল্লার নিকটবর্ত্তী হওয়া মাত্র শিপাহী দ্বার রক্ষক তাহাদিগের একজনকে গুলি করিয়া প্রাণ নষ্ট করে এবং ক্রমে অন্যান্য সিপাহীরা বন্দুক ছাড়াতে কতিপয় ইংরেজ সৈন্য আহত হয়। বিবি পাইরির সমাধির নিকট সিপাহী

দিগের কামান সমুদয় সংস্থাপিত ছিল। কিছু কাল সিপাহীরা যুদ্ধ করিয়া ক্রমে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে এবং খালাসীরা তাহাদিগকে এক গৃহ হইতে গৃহান্তরে তাড়াইতে থাকে। এই প্রকারে কিল্লার মধ্যে নানা স্থানে ক্ষুদ্র যুদ্ধের পর সিপাহীরা প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে থাকে। তদানীন্তন সিবিল সার্জ্জন ডাক্তর গ্রীণ সাহেব যুদ্ধ কালীন এক ভয়ানক আঘাত প্রাপ্ত হন। এই যুদ্ধে ৪০ জন সিপাহী হত এবং পলাতকদিগের মধ্যে অনেকে আহত হয়। খালাসীদিগের ১৬ জন কঠিনরূপে আহত ও একজন হত হইয়া ছিল।

সোমবার দিবস পুনর্ব্বার সমুদয় নগর নিস্তব্ধ হয় কিন্তু দেশীয়দিগের মধ্যে অনেকে নগর পরিত্যাগ করিয়া যায় ঢাকাস্থ পলাতক সিপাহীরা ময়মনসিংহ এবং সিলট অভিমুখে গমন করাতে এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত নগরের অধিবাসীরা অত্যন্ত ভীত থাকেন। অধিকাংশ সিপাহী টোকের রাস্তা দিয়া নসিরাবাদ নগরাভিমুখে গমন করিয়া ছিল। সিপাহীরা উক্ত নগরের সন্নিহিত হইলেপর তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট কতকটী বরকন্দাজসহ তাহাদিগের সম্মুখীন হন কিন্তু তাহারা অধিক অগ্রসর না হইয়া জামালপুর অভিমুখে গমন

করে। এই সময়ে জনরব উঠে যে চট্টগ্রামের বিদ্রোহীরা ঢাকারদিকে যাত্রা করিয়াছে এবং অতি সত্বর দাউদকান্দী হইয়া এখানে উপনীত হইবে কিন্তু পরে সংবাদ আইসে যে তাহারা ত্রিপুরা পাহাড়ের উপর দিয়া শ্রীহট্টের দিকে গমন করিয়াছে তখন সিলটের ডাক বন্ধ হইয়া যায়। ৩০ নবেম্বর তারিখে ঢাকার পলাতক সিপাহীদিগের ৩ জনকে ফাসী দেওয়া হয় এবং তৎপর ক্রমে আর ও ৮ জনের ফাসী হইয়াছিল। এখানকার পলাতক সিপাহীরা ভুটানের কোন স্থানে উপস্থিত হইয়া ছিল এমত অনুমিত। ইহার পর ক্রমে ঢাকা নগরের বিদ্রোহ ভয় একেবারে তিরোহিত হইয়া যায় এবং গবর্ণমেন্ট ১৮৫৮ সনের মার্চ্চমাসে এখানহইতে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তাড়িত বার্ত্তাবহ সংযোগ করিবার প্রস্তাব করেন। ১৮ অক্টোবর তারিখে কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে তাড় সংযোজন কার্য্য সমাপ্ত হয়। এই বৎসর ১২ জুলাই দিবসে ১৯ রেজিমেন্টের ৩ কোম্পানী গোড়া সৈন্য ঢাকাতে আইসে। প্রায় ২ বৎসরান্তে ইহারা স্থানান্তরিত হইলে এখানে ইউরেশিয়ান সৈন্যের আগমন হয়। উল্লিখিত সমুদয় সৈন্যই কালেজ বাটীতে বাস করিত। ১৮৫৯ সনের শেষ ভাগে চট্টগ্রাম এবং ঢাকাতে তাড় সংযুক্ত হয়।

১২৬৭ বঙ্গাব্দের (১৭৮২ শক) জ্যৈষ্ঠ মাসে শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়দিগের দ্বারা ঢাকা নগর হইতে কুসুমাবলী নামক এক খানা মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। ইহাই ঢাকা জেলার প্রথম বাঙ্গলা পত্রিকা। উক্ত সনের ৫ চৈত্র হইতে মনোরঞ্জিকা ঢাকাপ্রকাশ নাম ধারণ পূর্ব্বক সাপ্তাহিক নিয়মে প্রকাশিত হইতে থাকে। তৎপর ক্রমে চিত্তরঞ্জিকা, অবকাশ রঞ্জিকা, কাব্যপ্রকাশ, ঢাকাদর্পণ এবং বিজ্ঞাপনী নাম্নী কয়েক খানি পত্রিকা প্রচারিত হইয়াছিল। ১২৭১ সনের ফাল্গুন মাসে ঢাকা জেলার প্রধানঃ কতিপয় হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী দিগের যত্নে হিন্দুহিতৈষিণী নামক একখানা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৬৪খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ঢাকাতেএকটী কৃষি প্রদর্শনী মেলা হয়। ১২৭২ ও ১২৭৩ সনে বাঙ্গলার অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানে ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় এবং এইসময়ে টাকাতে চাউল ৭।৮ সের পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছিল। ১২৭৪ সনের ১৭ কার্ত্তিকের ঝড় ও একেলার সামান্য ক্ষতি জনক হইয়াছিল না।

—:—

জেলার প্রসিদ্ধজমীদার ও ধনী।

নাম	বাসস্থান
খাঁজে আবদুল গণি মিঞা	ঢাকা
কালীনারায়ণ রায় চৌধুরী	জয়দেবপুর
মৃজাগোলামপীর	ঢাকা
মোহিনীমোহন দাস	ঐ
জে, পি, ওয়াইজ সাহেব	ঐ
কুণ্ড পরিবার	ভাগ্যকুল
পালপরিবার	লোহজঙ্গ
সনাতন দাস	ঢাকা
শ্যামচাঁদ ও কুঞ্জবিহারি বসাক	ঐ
কৃষ্ণচন্দ্র ও রামচন্দ্র বসাক	ঐ
জগন্নাথ রায়, ব্রজেন্দ্র কুমার রায় গিরিশচন্দ্র রায় এবং ভগবানচন্দ্র রায় চৌধুরী	বালীয়াটী
মিত্রজিৎ সিংহ	ঢাকা
গোবিন্দচন্দ্র দত্ত	ঐ
নাজিমউদ্দীন চৌধুরি	কার্ত্তিকপুর
ঈশানচন্দ্র ও নন্দকুমারবন্দ্যোপাধ্যায়	মুরাপাড়া
সর্ব্বমোহন ও শশাঙ্কমোহন রায়	রোয়াইল
গিরীশচন্দ্র রায়	ধানকোড়া

এন, পি, পোগস সাহেব	ঢাকা
গ্রেগরী সাহেব	ঐ
রাইমোহন ও রাধিকামোহন রায়	ঐ
রতন চাঁদ বসাক	ঐ
আকাগোলাম আলী	ঐ
জগদ্বন্ধু বসু ও শ্রীনাথ বসু	শ্রীনগর
অদ্বৈত চাঁদ বসাক	ঢাকা
সুখময়দাস	ঐ
রাসবিহারি বসাক	ঐ
শশিভূষণ ভট্টাচার্য্য	রাজনগর
রূপপ্রসন্ন ও কালীপ্রসন্ন সেন	ঐ
তারাপ্রসাদ রায় ও হরিকিশোর রায়	মাইজপাড়া
চণ্ডীচরণ রায়	ফুরসাইল
শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	কালীপাড়া
কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ
অলিউল্লা চৌধুরী	সরাইল
পীতাম্বর সেন	হাসারা
গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী	রুদ্রকর
কৃষ্ণ কিশোর পোদ্দার	কালীপাড়া
হরিশ্চন্দ্র পাল	ভোজেশ্বর
মদন চন্দ্র বসাক	ঢাকা

নাম	বাসস্থান।
কৃষ্ণদাস কুণ্ড	রাজনগর
আনন্দচন্দ্র দাস	ঢাকা

জেলার প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী।

নাম	কার্য্য	বাসস্থান।
শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী (গুডিব)	সিবিলসার্জ্জন	কনকসার
মনমোহন ঘোষ	বারিষ্টার	বয়রাগাদী
কালীমোহন দাস	উকীল (হাইকোর্ট)	তেলীরবাগ
চন্দ্রমাধব ঘোষ	ঐ	ষোলঘর
দুর্গামোহন দাস	উকীল	তেলীরবাগ
অভয়াকুমার দত্ত	জজ (ছোট আদালত)	কৈনসার
কালীকিঙ্কর রায়	ঐ	স্বয়াপুর
মহেশচন্দ্র সেন	সবডিনেট জজ	সোণারঙ্গ
ব্রজসুন্দর মিত্র	ডেপুটী কালেক্টর	উলাইল
বিশ্বেশ্বর দাস	উকীল	ডোংসার
বরদাকিঙ্কর রায়	ঐ	স্বয়াপুর
রামশঙ্কর সেন	ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট	বেউতা
রামকুমার বসু	ঐ	মালখানগর
ভগবানচন্দ্র বসু	ঐ	ঐ

নাম	কার্য্য	বাসস্থান।
ভগবানচন্দ্র বসু	ঐ	রাড়িখাল
গৌরচন্দ্র দাস	ডেপুটী কালেক্টর	সোনসিংহ
অভয়চন্দ্র দাস	আসিষ্টান্ট কমিস্যনর	ঐ
দীনবন্ধু মৌলিক	ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট	ধামরাই
*দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ	ডেপুটী কালেক্টর	ষোলঘর
কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায়	স্কুল ইনেস্পেক্টর	মাইজপাড়া
পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	ডেপুটী কালেক্টর	ষোলঘর
নবীনচন্দ্র ঘোষ	মুন্সেফ	ঐ
রামদুলাল দাস	ঐ	সোণারং
পদ্মলোচন দাস	ঐ	ঐ

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবিরাজ।

নাম	বাসস্থান।
শ্রীযুক্ত পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ	পয়সার্গাও
কালীকান্ত শিরোমণি	মুরাপাড়া
তারিণীচরণ বাচস্পতি	ইছাপুরা
কাশীকান্ত ন্যায় পঞ্চানন	ঐ
ঈশানচন্দ্র তর্কবাগীশ	রাজনগর

---

*ইনি এইক্ষণ মাসিক ৩০০ শত টাকা পেনসন প্রাপ্ত হন এবং অনরেরী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করেন

নাম	বাসস্থান।
দুর্গাচরণ সার্ব্বভৌম	ধামুকা
গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম	কার্ত্তিকপুর
জগচ্চন্দ্র সার্ব্বভৌম	জপ্‌সা
কাশীকান্ত জ্যোতিষা	ফতেজঙ্গপুর
পীতাম্বর সেন (কবিরাজ)	বটেশ্বর।
গঙ্গাপ্রসাদ সেন (ঐ)	কোমড়পুর
গুরুচরণ কবিরাজ	সাভার

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

উচ্চ প্রাইমেরী শ্রেণীর ছাত্রগণ সহজে শিক্ষা করিতে পারে অথচ তাহাদিগের শিক্ষণীয় কোন আবশ্যক বিষয় পরিত্যক্ত না হয়, এই উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলন করা গেল।

কোন বিষয় ছাত্রগণ সহজে শিক্ষা করিতে পারে কিনা, ইহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দিবার প্রণালীর উপর নির্ভর করে।

যে শিক্ষক এই পুস্তকখানি ছাত্রগণের হাতে দিয়া আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিতে বলিবেন তাঁহার ছাত্রেরা উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে পারিবে না।

কিন্তু যাঁহারা পুস্তকোল্লিখিত স্থানসমূহ বারংবার মানচিত্রে দেখাইয়া শিক্ষা দিবেন; এবং অপরাপর বিবরণ ইতিহাসের ন্যায় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া বারংবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক, শিক্ষা দিবেন; তাঁহাদিগের ছাত্রেরা এই পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলি অল্পায়াসেই আয়ত্ব করিতে সমর্থ হইবে।

এ দেশস্থ বাঙ্গলা বিদ্যালয়সমূহে বঙ্গদেশের বিস্তৃত বিবরণ শিক্ষা দিবার নিয়ম অল্পদিন হইল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে এইক্ষণও সমগ্র পৃথিবীর স্থূল বিবরণমাত্রই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এইহেতু বঙ্গদেশের বিস্তৃত বিবরণ অনেক শিক্ষক ও পরীক্ষক মহাশয়দিগের বিশেষরূপে জানা নাই।

এই কারণে, গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক সাধারণ ভূগোল বিবরণের পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশের বিবরণ, উচ্চ প্রাইমেরী পরীক্ষার পাঠ্যস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও, এই বিষয়টী সর্ব্বত্র উত্তমরূপে শিক্ষা হইতেছে না। আর সাধারণ ভূগোল বিবরণ এবং বঙ্গদেশের বিবরণ

এই দুই বিষয়ের মধ্যে, বাঙ্গলা বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণের পক্ষে যে প্রথমোক্ত বিষয়টী সংক্ষেপে শিক্ষা করিয়া, শেষোক্ত বিষয়টীই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতরূপে এবং অধিকতর সময় ব্যয় করিয়া শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, তাহা সকলে বিবেচনা করেন না।

অনেকে প্যাটাগোণিয়া, কোটাপাক্সী, টিম্বক্টু, ক্রাকৌ, কামস্কাট্কা, সিবিরো, বষ্টক্নই প্রভৃতি স্থানের অথবা কঙ্গো, পোটোমাক, ও ওবি প্রভৃতি নদীর বিষয় বিলক্ষণরূপ জানেন, এবং তৎসমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ শিক্ষা করা এতদ্দেশীয় ছাত্রগণের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু সারণ বা সিংহভূম, শিলিগুড়ি বা তেজপুর, ও নেত্রকোণা বা চাঁদপুর ইত্যাদি স্থানের, কিম্বা রূপনারায়ণ বা ময়ূরাক্ষী, আত্রাই বা আড়িয়লখাঁ, অথবা বরাক বা কর্ণকুলী ইত্যাদি নদীর বিষয় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানা না থাকিলে, তাঁহারা তৎসমুদয়কে নিতান্ত দূরবর্ত্তী ও অপরিচিত মনে করেন, এবং তৎসমুদয়ের বিবরণ ছাত্রগণের পক্ষে নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য ও অশিক্ষণীয় বলিয়া বিবেচনা করেন।

অথচ প্রথমোক্ত স্থান সমূহের বিষয় আমাদিগকে কেবল বিদ্যালয়েই শিক্ষা করিতে হয়, সাংসারিক কার্য্য কলাপ উপলক্ষে কোন প্রয়োজনে আইসে না। কিন্তু বঙ্গদেশ ও আসামের অন্তর্গত অনেক স্থানে, আমাদিগকে অথবা আমাদিগের আত্মীয় বন্ধুবর্গকে অনেক সময়ে যাইতে হয়। অনেকস্থানের লোকের সহিত আমাদিগের পরিচয় ও আত্মীয়তা এবং কার্য্য কর্ম্ম উপলক্ষে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আর আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসী চাকর বা শ্রমজীবী লোকের সংশ্রবে আসিতে হয়।

এদেশের লোকের স্বদেশের বিস্তারিত বিবরণ বিশেষরূপে জানা না থাকাতে এই একটী গুরুতর দোষ ঘটিতেছে যে, প্রেসিডেন্সী বা বর্দ্ধমান বিভাগ নিবাসী কোন ব্যক্তির গোহাটী, কাছাড় বা নওয়াখালী যাইতে হইলে,—অথবা ঢাকা কি চট্টগ্রাম বিভাগ নিবাসী কোন ব্যক্তির বিহার বা ছোটনাগপুরের কোন স্থানে যাইতে হইলে,—কিম্বা উত্তরাঞ্চলের কোন ব্যক্তির উড়িষ্যা

বা চট্টগ্রাম যাইতে হইলে,—তাঁহরো মনে করেন ঘোরতর বিদেশে যাইতেছেন। তথাকার অপরিচিত নামগুলি শুনিয়াই আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

আর দেশস্থ সমুদয় স্থানের বিষয় দেশবাসী সমস্ত লোকের উত্তমরূপে জানা না থাকাতে, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের লোকের মনে নিতান্ত দূষিত সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব থাকিয়া যাইতেছে। তাহাতে এক দেশবাসী সমুদয় লোকের পরস্পর যেরূপ একতা ও সৌহার্দ্দ থাকা আবশ্যক, তদ্রূপ একতা ও সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইবার পক্ষে বাধকতা জন্মিতেছে।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিলে সহজেই বুঝা যাইতে পারে এতদ্দেশস্থ বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের বিবরণ অপেক্ষা এই দেশের বিবরণ কত অধিক পরিমাণে ও অধিক যত্ন সহকারে, শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

এই পুস্তকের প্রথমভাগের লিখিত অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সমুদয় জেলার ছাত্রগণেরই শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। দ্বিতীয়ভাগের লিখিত বিবরণ মধ্যে, প্রত্যেক বিভাগের ছাত্রগণকে অন্ততঃ নিজ নিজ বিভাগ সম্পর্কিত বিবরণগুলি শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

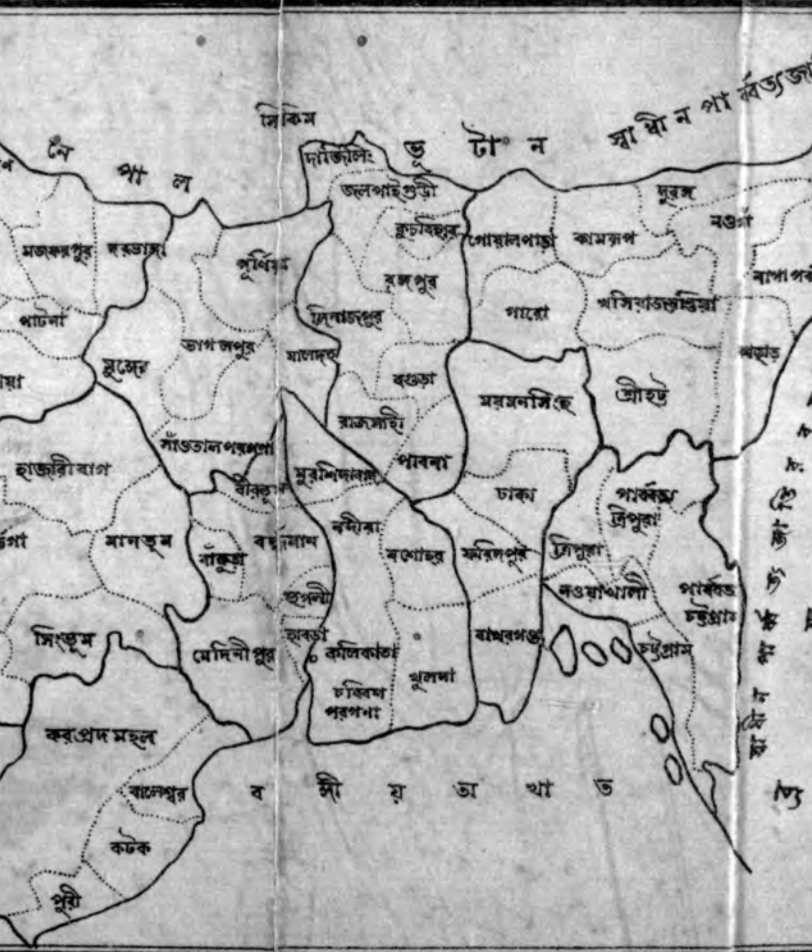
সূচীপত্র।

প্রথম ভাগ। সাধারণ বিবরণ।

দ্বিতীয়ভাগ। বিস্তৃত বিবরণ।

-8(A)

আসাম। বিভাগ ও জেলার



শ্রীদীননাথ সেন কৃত বঙ্গদেশের বিবরণের অন্তর্গত মানচিত্র।

প্রথমভাগ। সাধারণ বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়। প্রদেশ, বিভাগ ও জেলা।

১। প্রদেশ, সীমা, বিভাগ।

১। প্রদেশ।—বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অধীন চারিটী প্রদেশ—বাঙ্গলা—বিহার—ছোটনাগপুর—ও উড়িষ্যা। আসাম গবর্ণমেণ্টের অধীন একটী প্রদেশ,—আসাম।

২। সীমা।—এই সমস্ত প্রদেশের উত্তর সীমা, হিমালয় পর্ব্বত।—পূর্ব্ব সীমা, ব্রহ্মদেশ।—দক্ষিণ সীমা, বঙ্গীয় অখাত ও মান্দ্রাজ।—পশ্চিম সীমা, মান্দ্রাজ, মধ্যভারতবর্ষ, রেওয়া ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ।

৩। বিস্তৃতি।—এই সমস্ত প্রদেশের দৈর্ঘ্য, ছোটনাগপুরের পশ্চিম সীমা হইতে আসামের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত, এক হাজার মাইল।—প্রাশস্ত্য, হিমালয় পর্ব্বত হইতে উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা-পর্য্যন্ত, পাঁচশত মাইল। বিস্তৃতি, দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গ মাইল।—লোক সংখ্যা, ৭ কোটী।

৪। বিভাগ।—এই সমস্ত প্রদেশ ১০টী বিভাগে বিভক্ত।

বাঙ্গলার অন্তর্গত ৫টী	বিহারের অন্তর্গত ২টী।
(১) প্রেসিডেন্সি বিভাগ।	(৬) পাটনা বিভাগ।
(২) বৰ্দ্ধমান বিভাগ।	(৭) ভাগলপুর বিভাগ।
(৩) রাজসাহী বিভাগ।	———
(৪) ঢাকা বিভাগ।	(৮) ছোটনাগপুর বিভাগ।
(৫) চট্টগ্রাম বিভাগ।	(৯) উড়িষ্যা বিভাগ।
———	(১০) আসাম বিভাগ।

২। জেলা।

৫। জেলার সংখ্যা।—উপরিউক্ত ১০টী বিভাগ ৬২ টী জেলায় বিভক্ত।—বাঙ্গলার ৫ বিভাগে ২৯টী জেলা।—বিহারের ২ বিভাগে ১২টী জেলা।—ছোটনাগপুর বিভাগে ৫টী জেলা।—উড়িষ্যা বিভাগে ৪টী জেলা।—আসামে ১২টী জেলা।

(১) প্রেসিডেনসি বিভাগে ৬ জেলা।—কলিকাতা নগরী—চব্বিশ পরগণা—নদীয়া—মুরশিদাবাদ—যশোহর—খুলনা।

(২) বর্দ্ধমান বিভাগে ৬ জেলা।—হুগলি—হাবড়া—বর্দ্ধমান—মেদিনীপুর—বীরভূম—বাঁকুড়া।

(৩) রাজসাহী বিভাগে ৮ জেলা।—রাজসাহী—পাবনা—বগুড়া—রঙ্গপুর—দিনাজপুর—কোচবিহার—জলপাইগুড়ী—দার্জিলিং।

(৪) ঢাকা বিভাগে ৪ জেলা।—ঢাকা—ফরিদপুর—বাখরগঞ্জ—ময়মনসিংহ।

(৫) চট্টগ্রাম বিভাগে ৫ জেলা।—চট্টগ্রাম—পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম—নওয়াখালী—ত্রিপুরা—পার্ব্বত্য ত্রিপুরা।

(৬) পাটনা বিভাগে ৭ জেলা।—পাটনা—গয়া—সাহাবাদ—সারণ—চম্পারণ—মজঃফরপুর—দ্বারভাঙ্গা।

(৭) ভাগলপুর বিভাগে ৫ জেলা।—মুঙ্গের—সাঁওতাল পরগণা—ভাগলপুর—পূর্ণিয়া—মালদহ।

(৮) ছোটনাগপুর বিভাগে ৫ জেলা।—সিংহভূম—মানভূম—হাজারিবাগ—লোহারডগা—করপ্রদমহাল।

(৯) উড়িষ্যাবিভাগে ৪ জেলা।—বালেশ্বর—কটক—পুরী—করপ্রদমহাল।

(১০) আসাম বিভাগে ১২ জেলা।—শ্রীহট্ট—কাছার—খসিয়াজয়ন্তীয়া—গারো—গোয়ালপাড়া— কামরূপ—দুরঙ্গ—নওগাঁ—শিবসাগর—লক্ষীপুর—নাগাপর্ব্বত—স্বাধীন নাগা।

৬। মন্তব্য।—মানচিত্র দেখাইয়া, উপরিউক্ত প্রদেশ, বিভাগ ও জেলা সমূহের বিষয় শিক্ষা দিবার পর, শিক্ষক তৎসমুহের আপেক্ষিক অবস্থান সম্বন্ধে

নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়া ছাত্রগণকে অভ্যাস করাইবেন। যথা—অমুক প্রদেশ বা বিভাগ বা জেলার উত্তরে কি ?—তাহার চতুঃসীমা কি ?—অমুক বিভাগ বা জেলা, অমুক বিভাগ বা জেলার কোন দিকে ?—অমুক জেলার মধ্যদিয়া উত্তরদিকে, অথবা অন্য কোন দিকে, সরল রেখা টানিলে, তাহা কোন্ কোন্ বিভাগ বা জেলার উপর দিয়া যাইবে ?—অমুক জেলা হইতে অমুক জেলাতে সরলরেখাক্রমে গেলে কোন্ কোন্ বিভাগ বা জেলার উপর দিয়া যাইতে হয় ?—ইত্যাদি। ছাত্রগণ প্রথমে মানচিত্র দেখিয়া, তৎপর না দেখিয়া, উত্তর দান করিবে।—আর ছাত্রগণ দ্বারা বিভাগ ও জেলা সমূহের সীমারেখা সম্বলিত মানচিত্র অঙ্কিত করিবার অভ্যাস করান আবশ্যক। ছাত্রগণের অঙ্কিত মানচিত্র শিক্ষক সংশোধন করিয়া দিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রধান নগর।

১। সদর ষ্টেসন ও মহকুমা।

৭। সদরষ্টেসন।—জজ, কালেক্টর-মাজিষ্টর, প্রভৃতি জেলার শাসনসংক্রান্ত প্রধান কর্ত্তৃপক্ষগণ যে নগরে থাকিয়া জেলা শাসন করেন, তাহা সদরষ্টেসন বা প্রধান নগর। প্রায় সর্ব্বত্রই জেলার যে নাম, সদরষ্টেসনেরও সেই নাম।

৮। মহকুমা।—প্রত্যেক জেলা দুই, তিন, বা ততোধিক সবডিবিসন বা মহকুমায় বিভক্ত। মহকুমার প্রধান নগরকেও মহকুমা বলা গিয়া থাকে। তথায় ডেপুটিকালেক্টর-মাজিষ্টর প্রভৃতি মহকুমার শাসনসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষগণ অবস্থিতি করেন। যে মহকুমাতে জেলার সদরষ্টেসন অবস্থিত, তাহাকে সদর মহকুমা বলে। জেলার সদরষ্টেসনই সেই মহকুমার প্রধান স্থান।

২। প্রেসিডেন্সি বিভাগ।

৯। কলিকাতা নগরী—ইহা ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষের

রাজধানী, এবং গবর্ণরজেনরলের বাসস্থান। এই স্থানে শাসন সম্পর্কীয় প্রধান প্রধান আফিস অবস্থিত আছে। আর এই স্থান ভারতবর্ষের পূর্ব্বোত্তরাংশের বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। ইহা চব্বিশ পরগণা জেলাতে ভাগীরথী বা হুগলী নদীর পূর্ব্বপারে অবস্থিত। নগরটী নদীর তীরদিয়া প্রায় ৭। ৮ মাইল দীর্ঘ, এবং নদী হইতে নগরের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক ৩ মাইল।

১০। চব্বিশ পরগণা।—সদরষ্টেসন আলিপুর কলিকাতার দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে জেলার কার্য্যকারকগণ, বাঙ্গলার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর, ও প্রেসিডেনসি বিভাগের কমিসনর বাস করেন। সদরষ্টেসন ভিন্ন অন্যান্য মহকুমা,—দমদমা—বারাসত—বারাকপুর—ডায়মণ্ডহারবার—ও বসুরহাট।

১১। নদীয়া।—সদরষ্টেসন কৃষ্ণনগর। সদরষ্টেসন ভিন্ন অন্যান্য মহকুমা,—মেহেরপুর—কুষ্টিয়া—চুয়াডাঙ্গা—ও রাণাঘাট। কৃষ্ণনগরে প্রসিদ্ধ রাজার বাটী। এখানে দোলের সময় মেলা হয়। উৎকৃষ্ট পুতুল ও মাটীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ বিষয়ে কৃষ্ণনগর প্রসিদ্ধ।

১২। মুরশিদাবাদ।—সদরষ্টেসন বহরমপুর। অন্যান্য মহকুমা,—লালবাগ বা মুরশিদাবাদ—কান্দি—ও জঙ্গিপুর। মুরশিদাবাদ বাঙ্গলার মুসলমান নবাবদিগের রাজধানী ছিল। জঙ্গিপুর বাণিজ্যস্থান।

১৩। যশোহর।—সদরষ্টেসন যশোহর। অন্যান্য মহকুমা,—ঝিনাইদহ—বনগাঁ—মাগুরা—ও নড়াল। ঝিনাইদহ ও মাগুরাতে চিনির কারখানা আছে।

১৪। খুলনা।—ইহা অল্পদিন হইল পৃথক জেলারূপে পরিণত হইয়াছে। সদরষ্টেসন খুলনা। অন্যান্য মহকুমা—সাতক্ষীরা—ও বাগেরহাট।

৩। বর্দ্ধমান বিভাগ।

১৫। হুগলী।—সদরষ্টেসন হুগলী। অন্যান্য মহকুমা,—

শ্রীরামপুর ও জাহানাবাদ। মুসলমান রাজত্ব সময়ে হুগলী, শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয়দিগের কারবারের কুঠী ছিল।

১৬। হাবড়া।—সদরষ্টেসন হাবড়া। কলিকাতার অপর পারে অবস্থিত, ও পশ্চিম হইতে আগত রেলওয়ের প্রান্ত স্থান। এখানে জাহাজ মেরামতের ও অন্যান্য অনেক কারখানা আছে। দ্বিতীয় মহকুমা,—উলুবেড়ীয়া।

১৭। বৰ্দ্ধমান।—সদরষ্টেসন বৰ্দ্ধমান। এইস্থানে বৰ্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর বাস করেন। অন্যান্য মহকুমা,—কালনা—কাটোয়া—ও রাণীগঞ্জ। বৰ্দ্ধমানের রাজার বাড়ী বিখ্যাত স্থান। কাটোয়ার তসর বিখ্যাত। রাণীগঞ্জের চতুষ্পার্শ্বে অনেক কয়লার খনি আছে।

১৮। মেদিনীপুর।—সদরষ্টেসন মেদিনীপুর। অন্যান্য মহকুমা,—তমোলুক—ঘাটাল—ও কাঁথী। তমোলুক হিন্দুরাজাদিগের সময় প্রসিদ্ধ স্থান ছিল।

১৯। বাঁকুড়া।—সদরষ্টেসন বাঁকুড়া। দ্বিতীয় মহকুমা,—বিষ্ণুপুর। ইহা পূৰ্ব্বে জেলার প্রধান স্থান ছিল। এই স্থানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি।

২০। বীরভূম।—সদরষ্টেসন শিউড়ী, টিলার উপরে স্থিত। ইহার নিকটে অনেক পাথর পাওয়া যায়। দ্বিতীয় মহকুমা,—রামপুরহাট।

৪। রাজসাহী বিভাগ।

২১। রাজসাহী।—সদরষ্টেসন রামপুর-বোয়ালিয়া। ইহা প্রধান বাণিজ্যস্থান। পূৰ্ব্বে এখানে অনেক রেশমের কারবার হইত। এই স্থানে রাজসাহী বিভাগের কমিশনর বাস করেন। অন্যান্য মহকুমা,—নাটোর—ও নওগাঁ।

২২। পাবনা।—সদরষ্টেসন পাবনা। অন্য মহকুমা—সিরাজগঞ্জ। সিরাজগঞ্জ অতি প্রধান বাণিজ্যস্থান। ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা-

প্রভৃতি নদী দিয়া এই স্থানে অনেক বাণিজ্য সামগ্রীর আমদানী হয়। এথানে চটের কারখানা আছে।

২৩। বগুড়া।—সদরষ্টেসন বগুড়া। অন্য প্রসিদ্ধস্থান সেরপুর।

২৪। রঙ্গপুর।—সদরষ্টেসন রঙ্গপুর। এথানে উৎকৃষ্ট সতরঞ্চি প্রস্তুত হয়, আর বাৎসরিক মেলা হয়। অন্যান্য মহকুমা,—কুড়িগ্রাম—গাঁইবান্ধা—ও নীলফামারী।

২৫। দিনাজপুর।—সদরষ্টেসন দিনাজপুর। ইহা প্রধান বাণিজ্যস্থান। দ্বিতীয় মহকুমা,—ঠাকুরগাঁও।

২৬। কোচবিহার।—এই জেলা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীন নহে। কোচবিহারের রাজা ইহার অধিকারী। সদরষ্টেসন ও রাজধানী কোচবিহার।

২৭। জলপাইগুড়ি।—সদরষ্টেশন জলপাইগুড়ি। অন্য মহকুমা,—আলিপুর।

২৮। দার্জিলিং।—সদরষ্টেসন দার্জিলিং। সমুদ্র হইতে ৬ হাজার ফুট উচ্চ হিমালয়ের উপত্যকার উপর এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। উচ্চতা হেতু এই স্থান শীতপ্রধান। ইংরেজদিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া অনেক ইংরেজ এথানে আসিয়া থাকেন। এই নগর বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস।

৫। ঢাকা বিভাগ।

২৯। ঢাকা।—সদরষ্টেসন ঢাকা। ইহা ঢাকা বিভাগের কমিশনের বাসস্থান। অতি প্রাচীন সময়াবধি এই স্থান মুসলমান নবাবদিগের রাজধানী ছিল। নবাবদিগের অনেক কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান আছে। কাপড় ও সোণারূপার কার্য্যের জন্য এই স্থান বিখ্যাত। অন্যান্য মহকুমা,—নারায়ণগঞ্জ—মুনসীগঞ্জ—ও মাণিকগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জ অতি প্রধান বাণিজ্যস্থান। ইহা পূর্ব্ববাঙ্গালার অধিকাংশ কারবারের কেন্দ্রস্থল। মুনসীগঞ্জের নিকট প্রসিদ্ধ কার্ত্তিকবারুণীর মেলা হয়। মাণিকগঞ্জ প্রধান বাণিজ্যস্থান।

৩০। ফরিদপুর।—সদরষ্টেসন ফরিদপুর। এখানে বাৎসরিক কৃষিপ্রদর্শনী মেলা হয়। অন্যান্য মহকুমা,—গোয়ালন্দ—ও মাদারীপুর। গোয়ালন্দ পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের প্রান্ত বলিয়া এখানে অনেক ষ্টীমার, নৌকা, বাণিজ্য সামগ্রী ও লোকের সমাগম হয়। মাদারীপুর প্রধান বাণিজ্যস্থান।

৩১। বাখরগঞ্জ।—সদরষ্টেসন বরিশাল। অন্যান্য মহকুমা,—পিরোজপুর—পটুয়াখালি—ও ভোলা।

৩২। ময়মনসিংহ।—সদরষ্টেসন ময়মনসিংহ বা নসিরাবাদ। অন্যান্য মহকুমা, — জামালপুর— নেত্রকোণা—টাঙ্গাইল—ও কিশোরগঞ্জ। জামালপুর বাণিজ্যস্থান। কিশোরগঞ্জে মেলা হয় এবং পূর্ব্বে বিস্তর কাপড়ের কারবার ছিল।

৬। চট্টগ্রাম বিভাগ।

৩৩। চট্টগ্রাম।—সদরষ্টেসন চট্টগ্রাম। এই স্থানে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনর বাস করেন। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলার উপর অবস্থিত বলিয়া এই স্থান অত্যন্ত মনোরম। ইহা বিদেশীয় বাণিজ্যের একটি প্রধান স্থান। অনেক বিদেশীয় জাহাজ এই স্থানে আসিয়া থাকে, এবং বহুসংখ্যক স্থানীয় জাহাজ ব্রহ্মদেশ, মান্দ্রাজ ও ভারতসাগরস্থিত দ্বীপ সমূহে যাতায়াত করে। এখানকার অনেক নৌকা আকিয়াব, রাঙ্গুন, নারায়ণগঞ্জ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে গিয়া থাকে। অন্য মহকুমা,—কক্সবাজার। এই স্থানে অনেক মঘের বসতি।

৩৪। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম।—সদরষ্টেসন রাঙ্গামাটী। দ্বিতীয় মহকুমা,—রামা।

৩৫। নওয়াখালী।—সদরষ্টেসন নওয়াখালী বা সুধারাম। দ্বিতীয় মহকুমা,—ফেণী।

৩৬। ত্রিপুরা।—সদরষ্টেসন কুমিল্লা। অন্যান্য মহকুমা,—ব্রাহ্মণবাড়ীয়া—ও চাঁদপুর।

৩৭। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা।—এই জেলা ত্রিপুরার স্বাধীন রাজার রাজ্য। রাজধানী আগড়তলা। শাসন সম্পর্কীয় অন্যান্য প্রধান স্থান বা মহকুমা,—কৈলাসর—সোনামুড়া—ও বিলনীয়া, পর্ব্বতোৎপন্ন সামগ্রীর প্রধান বাণিজ্য স্থান। এই জেলাতে অনেক বন্য হস্তী ধৃত হয়, এবং বিস্তর কাঠ, কার্পাস ও বাঁশ অন্যত্র চালান হয়। পাথর কয়লা ও অন্যরূপ খনিজ দ্রব্যও আছে। কিন্তু তাহা এখনও ব্যবহার করা হয় না।

৭। পাটনা বিভাগ।

৩৮। পাটনা।—সদরষ্টেসন পাটনা। এখানে পাটনা বিভাগের কমিশনর বাস করেন, ও সৈন্য থাকে। পাটনা অতি প্রাচীন স্থান। ইহার প্রাচীন নাম পাটলীপুত্র। মগধ রাজ্যেশ্বর নন্দ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। অন্যান্য মহকুমা,—দানাপুর—বাড—ও বিহার। দানাপুরে অনেক চামড়ার কায হয়। বিহার অতি প্রাচীন নগর।

৩৯। গয়া।—সদরষ্টেসন গয়া, প্রধান বাণিজ্য স্থান। ইহা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের অতি প্রধান তীর্থস্থান। অন্যান্য মহকুমা,—নওয়াদা—জাহানাবাদ—ও আওরঙ্গাবাদ। জাহানাবাদে পূর্ব্বে কাপড়ের কুঠী ছিল।

৪০। সাহাবাদ।—সদরষ্টেসন আরা। অন্যান্য মহকুমা,—বকসার—সাশিরাম—ও ভবুয়া। ভবুয়া বাণিজ্যস্থান। এখানে অনেক ব্রাহ্মণের বসতি আছে, ও বাৎসরিক মেলা হয়। সাশিরামে সাবান প্রস্তুত হয়।

৪১। চম্পারন।—সদরষ্টেসন মতীহারী। অন্য মহকুমা,—বেতীয়া, প্রধান বাণিজ্যস্থান। এখানে বাৎসরিক মেলা হয়, ও রাজার বাড়ী আছে।

৪২। সারণ—সদরষ্টেসন ছাপরা। ইহা বাণিজ্য স্থান। অন্যান্য মহকুমা,—গোপালগঞ্জ—ও সিওন।

৪৩। মজঃফরপুর।—সদরষ্টেসন মজঃফরপুর বা ত্রিহুত। ইহা প্রাচীন বাণিজ্য স্থান। অন্যান্য মহকুমা,—সীতামরহি—ও হাজিপুর। উভয়ই বাণিজ্য স্থান। সীতামরহিতে সোরা প্রস্তত হয় ও মেলা হয়।

৪৪। দ্বারভাঙ্গা।—সদরষ্টেসন দ্বারভাঙ্গা, বাণিজ্য স্থান। এখানে প্রসিদ্ধ রাজার বাড়ী। অন্যান্য মহকুমা,—মধুবনী—ও তাজপুর। মধুবনী বাণিজ্য স্থান।

৮। ভাগলপুর বিভাগ।

৪৫। মুঙ্গের।—সদরষ্টেসন মুঙ্গের। অন্যান্য মহকুমা,—বেগুসরাই—ও জেমুই। মুঙ্গের স্বাস্থ্যজনক স্থান বলিয়া খ্যাত।

৪৬। সাঁওতাল পরগণা।—সদরষ্টেসন নয়াডুমকা। অন্যান্য মহকুমা,—দেওঘর—গোড্ডা—রাজমহল—জামতারা—ও পাকুড়।

৪৭। ভাগলপুর।—সদরষ্টেসন ভাগলপুর। এখানে ভাগলপুর বিভাগের কমিশনর বাস করেন। অন্যান্য মহকুমা,—সুপোল—মধেপুরা—ও বাঁকা।

৪৮। পূর্ণিয়া।—সদরষ্টেসন পূর্ণিয়া। অন্যান্য মহকুমা,—আরারিয়া—কৃষ্ণগঞ্জ—ও কুমুরিয়া।

৪৯। মালদহ।—সদরষ্টেসন মালদহ। ইহার চতুর্দ্দিকে রেশমের কাজের জন্য তুতের চাস হয়। এখানে পূর্ব্বে ইংরেজদিগের রেশমের কুঠী ছিল।

৯। ছোটনাগপুর বিভাগ।

৫০। সিংহভূম।—সদরষ্টেসন চাইবাসা। এখানে মেলা হয়।

৫১। মানভূম।—সদরষ্টেসন পুরুলিয়া। অন্য মহকুমা,—গোবিন্দপুর।

৫২। হাজারিবাগ।—সদরষ্টেসন হাজারিবাগ। এখানে সৈ

থাকে। ইহার নিকট কার্ত্তিকমাসে নরসিংহের মেলা হয়। অন্য মহকুমা গিরিধি।

৫৩। লোহারডগা।—সদরষ্টেসন রাঁচি, বাণিজ্য স্থান। এখানে লাক্ষার কারবার হয়। এখানে ছোটনাগপুর বিভাগের কমিশনর বাস করেন। অন্য মহকুমা,—পালামৌ। এখানে রেশমের কারবার আছে।

৫৪। করপ্রদমহাল। প্রধান নগর,—বোনাইগড়—জনকপুর—সুয়াদি—জগদীশপুর—শোনহাট—বিশ্রামপুর ইত্যাদি।

১০। উড়িষ্যা বিভাগ।

৫৫। বালেশ্বর।—সদরষ্টেসন বালেশ্বর। অন্য মহকুমা,—ভদ্রক।

৫৬। কটক।—সদরষ্টেসন কটক। এখানে উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনর বাস করেন। অন্যান্য মহকুমা,—কেন্দ্রাপাড়া—ও জাজপুর।

৫৭। পুরী।—সদরষ্টেসন পুরী। এখানে বিখ্যাত জগন্নাথের মন্দির অধিষ্ঠিত আছে। ইহা একটী বিদেশীয় বাণিজ্যের স্থান। অন্য মহকুমা,—খুরদা।

৫৮। করপ্রদ মহাল।—প্রধান নগর,—আঙ্গুল—বাঁকি—দাসপাল—ঢেঁকনাল—কিওঞ্জর—ময়ুরভঞ্জ—নরসিংহপুর—দাসপুর—ইত্যাদি।

১১। আসাম বিভাগ।

৫৯। শ্রীহট্ট।—সদরষ্টেসন শ্রীহট্ট। এই নগর জেলার প্রধান বাণিজ্যস্থান। অন্যান্য মহকুমা,—হবিগঞ্জ—মৌলবীবাজার—সোনামগঞ্জ—ও করিমগঞ্জ। ছাতক হইতে চূণ, কমলালেবু ও কমলামধু রপ্তানি হইয়া থাকে। সোনামগঞ্জ চূণ, সোরা, মৎস্য ও তেজপত্রের বাণিজ্য স্থান।

৬০। কাছার।—সদরষ্টেসন শিলচর। অন্যান্য মহকুমা,—হালিয়াকান্দী—ও গুঞ্জর।

৬১। খসিয়া জয়ন্তীয়া।—সদরষ্টেসন শিলোং। এখানে আসামের চিফ কমিশনর বাস করেন। এই নগর ৬৪০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বতোপরি স্থাপিত, এবং শীতপ্রধান।

৬২। গারো।—সদরষ্টেসন তুড়া, পর্ব্বতোপরি স্থিত। ইহা ভিন্ন এই জেলায় অন্য কোন বৃহৎ নগর বা জনপদ নাই।

৬৩। গোয়ালপাড়া।—সদরষ্টেসন ধুবড়ী। অন্য মহকুমা—গোয়ালপাড়া। ইহা জেলার প্রধান বাণিজ্যস্থান। ধুবড়ী আসামের ষ্টীমার সমূহের একটী প্রধান আড্ডা।

৬৪। কামরূপ।—সদরষ্টেসন গৌহাটী। অন্য মহকুমা,—বরপেটা।

৬৫। দুরঙ্গ। সদরষ্টেসন তেজপুর। পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তী সমতল ভূমির উপরে স্থিত। অন্য মহকুমা,—মঙ্গলদই।

৬৬। নওগাঁ।—সদরষ্টেসন নওগাঁ।

৬৭। শিবসাগর।—সদরষ্টেসন শিবসাগর। অন্যান্য মহকুমা—জোরহাট—ও গোলাঘাট।

৬৮। লক্ষীপুর।—সদরষ্টেসন ডিব্রুগড়। অন্যান্য মহকুমা—উত্তর লক্ষীপুর—ও সদিয়া। সদিয়াতে ফেব্রুয়ারি মাসে মেলা হয়।

৬৯। নাগাপর্ব্বত।—সদরষ্টেসন কহিমা। দিমাপুর ও সমাগুটীং নামে অন্য দুইটী পুলিস ষ্টেসন আছে।

৭০। স্বাধীন নাগা।—এই প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে পর্ব্বতময়। কতিপয় অসভ্য জাতীয় লোকের বাসস্থান। কোন প্রসিদ্ধ নগর বা জনপদ নাই।

৭১। মন্তব্য।—শিক্ষক এক একটী জেলার নাম বলিয়া ক্রমে তদন্তর্গত এক একটী নগরের নাম উল্লেখ করিবেন। ছাত্রগণ মানচিত্র খুঁজিয়া তাহা বাহির করিবে। ছাত্রগণ শীঘ্র না পাইলে শিক্ষক দেখাইয়া দিবেন। এইরূপে এক বিভাগের নগরগুলি নিঃশেষিত হইলে শিক্ষক পর্য্যায়ভঙ্গ ক্রমে নগরগুলির নাম উল্লেখ করিবেন, এক একজন ছাত্র একএকটী নগর মানচিত্রে দেখাইবে।

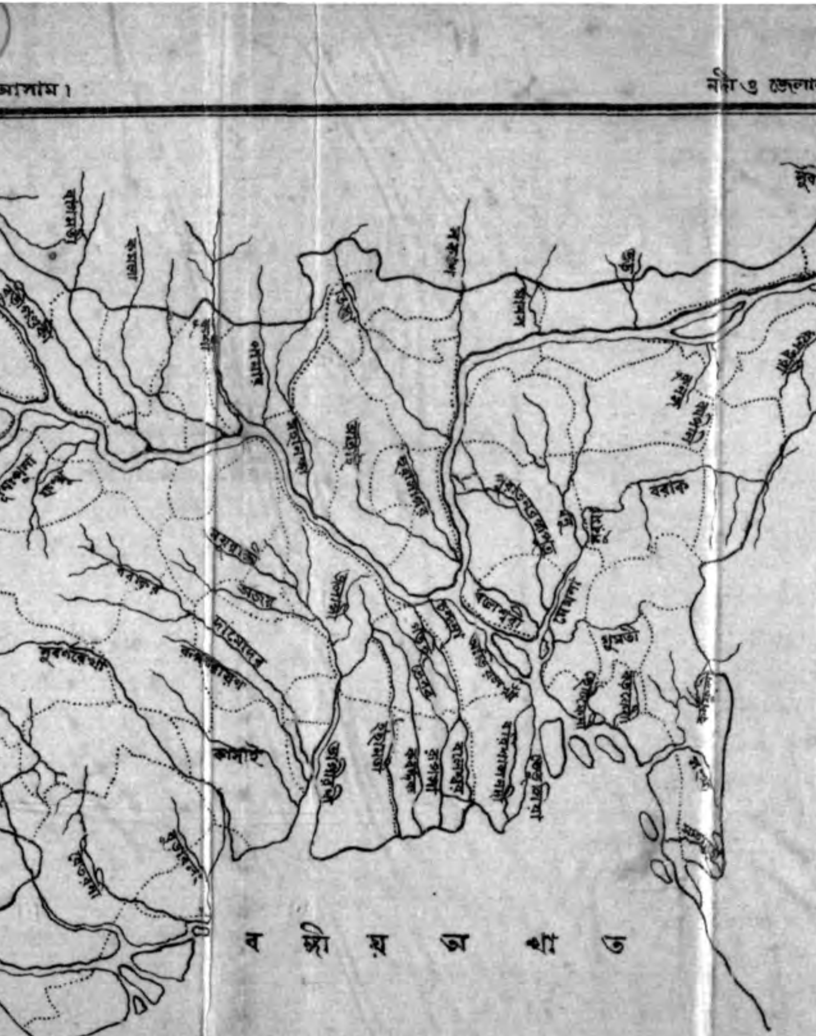
এইরূপে মানচিত্রে নগর গুলির পরিচয় জন্মিলে ছাত্রগণ বাড়ী হইতে তৎসমুহের নাম পর্য্যায়ক্রমে শিক্ষা করিয়া আসিবে। শিক্ষক,—কোন্ জেলার সদরষ্টেসন কি? কোন্ জেলাতে কতটী মহকুমা? ও সেই সমস্ত মহকুমার নাম কি? কোন্ স্থান কি কারণে খ্যাত?—ইত্যাদি রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরীক্ষা করিবেন। তৎপর অমুক নগর হইতে অমুক নগর কোন দিকে? কোন নগর হইতে উত্তর দক্ষিণ বা অন্ত দিকে, অথবা অন্ত কোন নগর পর্য্যন্ত সরল রেখা টানিলে অন্ত কোন্ কোন্ নগর সেই রেখার নিকট পড়ে? ইত্যাদি রূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া অভ্যাস করান আবশ্যক। ছাত্রগণ প্রথমতঃ মানচিত্র দেখিয়া তৎপর না দেখিয়া উত্তর দান করিবে।—অবশেষে ছাত্রগণ পূর্ব্ব অঙ্কিত মানচিত্রে নগর গুলি যথা স্থানে অঙ্কিত করিয়া নাম লিখিবে। শিক্ষক দেখিয়া সংশোধন করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়। নদী।

১। গঙ্গা।

৭২। উৎপত্তিস্থান ও আদ্যভাগ।—গঙ্গা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের পশ্চিমাংশে হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। গঙ্গার উৎপত্তি স্থানের নাম গঙ্গোত্তরী। তথা হইতে গঙ্গা পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া, আলাহাবাদ বা প্রয়াগের সম্মুখে, যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপর পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া বকসার নগরের নিকট বিহার প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত হরিদ্বার—কান্যকুব্জ—আলাহাবাদ—ও বারাণসী নগর গঙ্গার পারে অবস্থিত।

৭৩। গতি—গঙ্গা, বিহার প্রদেশে গাজিপুর হইতে পূর্ব্ব দিকে রাজমহল পর্য্যন্ত, এবং বাঙ্গলা প্রদেশে রাজমহল হইতে পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। গোয়ালন্দের নিকট ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপরে গোয়ালন্দ হইতে পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে রাজাবাড়ী পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া, মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে।



শ্রীদীননাথ সেন কৃত বঙ্গদেশের বিবরণের অন্তর্গত মানচিত্র।

১৪। তীরস্থিত নগর।—বিহার প্রদেশে গঙ্গার উত্তর পারে সারণ, এবং দক্ষিণ পারে দানাপুর—পাটনা—মুঙ্গের—সুলতানগঞ্জ—ভাগলপুর—ও রাজমহল নগর, অবস্থিত আছে। বাঙ্গলা প্রদেশে পশ্চিমদক্ষিণ পারে কুষ্টিয়া—ও গোয়ালন্দ, এবং উত্তরপূর্ব্ব পারে রামপুর বোয়ালিয়া—ও পাবনা নগর, অবস্থিত আছে।

১৫। অন্য নাম।—রামপুরের কিছু উজান, অর্থাৎ যেখানে ভাগীরথী নামক শাখা গঙ্গা হইতে দক্ষিণ দিকে বহির্গত হইয়াছে, সেখান হইতে গঙ্গার নাম পদ্মা।

১৬। দৈর্ঘ্য ও প্রাশস্ত্য।—গঙ্গার দৈর্ঘ্য উৎপত্তি স্থান হইতে মোহানা পর্য্যন্ত ১৫ শত মাইল। তন্মধ্যে বিহারে আড়াই শত ও বাঙ্গলায় আড়াই শত মাইল। গঙ্গা অতি প্রশস্ত নদী। শীতের দিনে কোন স্থানে এক মাইল, কোন স্থানে দুই মাইল, প্রশস্ত থাকে। বর্ষার সময়ে প্রাশস্ত্য অধিক হয়। কোন কোন স্থানে ছয় মাইল পর্য্যন্ত হয়। গঙ্গার স্রোত অতি প্রবল।

২। ব্রহ্মপুত্র।

১৭। উৎপত্তিস্থান ও আদ্যভাগ।—ব্রহ্মপুত্র হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্বে, গঙ্গোত্তরীর উত্তরে, উৎপন্ন হইয়াছে। তথা হইতে সাম্পো বা ইরাবো নামে,তিব্বতের মধ্যদিয়া পূর্ব্বদিকে, হিমালয়ের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত, প্রবাহিত হইয়াছে। তৎপর হিমালয়ের পূর্ব্বদিক ঘুরিয়া, আসামের উত্তরপূর্ব্ব কোণে সদিয়া নগরের নিকট, আসামে প্রবেশ করিয়াছে।

১৮। গতি।—সদিয়া হইতে ব্রহ্মপুত্র, আসাম প্রদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিম দিকে ধুবড়ী নগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে। তথা হইতে বাঙ্গলা প্রদেশ দিয়া দক্ষিণ দিকে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত আসিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে।

১৯। তীরস্থিত নগর।—আসাম প্রদেশে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পারে সদিয়া—বিশ্বনাথ—ও তেজপুর, এবং দক্ষিণ পারে, ডিব্রু-

৯৭

ষর—গৌহাটী—ও গোয়ালপাড়া নগর, অবস্থিত আছে। বাঙ্গালা প্রদেশে পশ্চিম পারে ধুবড়ী—চিলমারী—ও সিরাজগঞ্জ, এবং পূর্ব্ব পারে দেওয়ানগঞ্জ—ও জাফরগঞ্জ নগর, অবস্থিত আছে।

৮০। অন্য নাম।—দেওয়ানগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের নাম যমুনা বা জিনাই। গোয়ালন্দের উত্তরে, হুরাসাগর নদী যমুনার নিকট দিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই তিন নদীর সম্মিলন স্থানের নাম বাইশ কোদালিয়ার মোহানা।

৮১। দৈর্ঘ্য ও প্রাশস্ত্য।—আসাম প্রদেশের উত্তরপূর্ব্ব কোণ হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য ৬ শত মাইল তন্মধ্যে আসামে ৪ শত মাইল ও বাঙ্গালায় ২ শতমাইল। ব্রহ্মপুত্র গঙ্গার ন্যায় প্রশস্ত। ইহার স্রোত অতি প্রবল।

৩। মেঘনা।

৮২। উৎপত্তি স্থান।—মণিপুর প্রদেশের উত্তরাংশস্থিত পর্ব্বত হইতে বরাক নদী উৎপন্ন হইয়া, সুরমা নামক এক শাখা সহ, পশ্চিম দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইবার পর, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার সন্ধিস্থলে ভৈরববাজার নগরের নিকট আসিয়াছে।—আর ময়মনসিংহ জেলার উত্তর পশ্চিম কোণে ব্রহ্মপুত্র হইতে, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র বাহির হইয়া, এবং ময়মনসিংহ জেলার মধ্যদিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া, ভৈরববাজারের নিকট উক্ত বরাক নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

৮৩। গতি।—ভৈরববাজারের নিকট যে যে নদী মিলিত হইয়াছে, তাহা মেঘনা নামে, তথা হইতে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।

৮৪। তীরস্থিত নগর।—বরাক ও সুরমা নদীর তীরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট, এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের পারে জামালপুর—ময়মনসিংহ—ও হোসেনপুর নগর, অবস্থিত আছে।—মেঘনার পশ্চিম পারে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বৈদ্যের বাজার—মুনসীগঞ্জ—ও রাজাবাড়ী,

আর পূর্ব্বপারে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর, এবং নওয়াখালী জেলার অন্তর্গত রায়পুর—ও লক্ষ্মীপুর নগর, অবস্থিত আছে।

৮৫। মোহানা।—লক্ষ্মীপুরের দক্ষিণে মেঘনা চারিটী প্রশস্ত মোহানায় বিভক্ত হইয়াছে।—সর্ব্ব পশ্চিমের মোহানা হিলসা বা তেঁতুলিয়া, বাখরগঞ্জ ও দক্ষিণ সাবাজপুরের মধ্যস্থিত।—দ্বিতীয় মোহানা সাবাজপুরের নদী, দক্ষিণ সাবাজপুর ও হাতীয়া দ্বীপের মধ্যস্থিত।—তৃতীয় মোহানা হাতীয়ার নদী, হাতীয়া ও সন্দ্বীপের মধ্যস্থিত।—চতুর্থ মোহানার ভিন্ন ভিন্ন অংশের নাম, জালছেঁড়া, বামণী ও সন্দ্বীপ প্রণালী। ইহা নওয়াখালী জেলার দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম জেলার পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে।

৮৬। দৈর্ঘ্য ও প্রাশস্ত্য।—বরাকনদী উৎপত্তিস্থান হইতে ভৈরববাজার পর্য্যন্ত ২৫০ মাইল দীর্ঘ। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র দেওয়ানগঞ্জ হইতে ভৈরববাজার পর্য্যন্ত ১২০ মাইল। ভৈরববাজার হইতে মেঘনা, ভিন্ন ভিন্ন মোহানায় বিভক্ত হওয়ার স্থান পর্য্যন্ত, ১০০ মাইল। সেখান হইতে সন্দ্বীপ প্রণালী দিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত ৮০ মাইল। মেঘনা, ভৈরববাজার হইতে রাজাবাড়ী পর্য্যন্ত গঙ্গার ন্যায় প্রশস্ত। তাহার দক্ষিণে, প্রথমে পাঁচ ছয় মাইল, তৎপর মোহানা স্থলে দশ মাইল পর্য্যন্ত প্রশস্ত। মেঘনার স্রোত প্রবল নহে।

৮৭। পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা।—পুরাতন ব্রহ্মপুত্রই পূর্ব্বে মূল ব্রহ্মপুত্র নদ ছিল। যমুনা একটী ক্ষুদ্র শাখা, এবং মেঘনা ব্রহ্মপুত্রেরই অন্যভাগ ছিল। কিন্তু যমুনা ক্রমে বৃহৎ হইয়াছে। এইক্ষণ আসামস্থিত ব্রহ্মপুত্রের সমুদয় জল তাহাতেই চলে। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে চড়া পড়িয়া ভরিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের যে কিছু জল পুরাতন ব্রহ্মপুত্র দিয়া আইসে, তাহা প্রায় লক্ষা নদী দিয়াই প্রবাহিত হয়।

৪। গঙ্গার শাখা নদী।

৮৮। যে সকল শাখানদী গঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রেসিডেন্সি বিভাগ, এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলা দিয়া প্রবাহিত

হইবার পর, বঙ্গীয় অখাতে বা অন্য নদীতে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ৬টী নদী প্রধান।—ভাগীরথী—জলাঙ্গী বা খড়িয়া—মাথাভাঙ্গা বা চূর্ণী—গড়ই—চন্দনা—ও আঁড়িয়লখাঁ।

৮৯। যে সমস্ত শাখানদী ভাগীরথী বা গঙ্গার অন্যান্য শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া, প্রেসিডেনসি বিভাগ, এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জেলা দিয়া দক্ষিণ বা পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইবার পর, বঙ্গীয় অখাতে বা অন্য নদীতে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ১১ টী এই।—আদিগঙ্গা বা বিদ্যাধরী বা মাত্‌লা—ইছামতী—কবদক বা কপোতাক্ষী—ভৈরব—কুমার—নবগঙ্গা—দ্বিতীয় ভৈরব বা রূপসা—আঠারবঙ্ক—বিষখালী—নলছিটী বা পিরোজপুরের নদী—ও বুড়ীশ্বর।

৫। ভাগীরথী ও মেঘনার উপনদী।

৯০। যে সমস্ত উপনদী পশ্চিম হইতে আগত হইয়া, বর্দ্ধমান ও ছোটনাগপুর বিভাগ, এবং সাঁওতাল পরগণা ও মুরশিদাবাদ জেলার মধ্যদিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইবার পর, ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৭টী এই।—ব্রাহ্মণী—ময়ুরাক্ষী—অজয়—বরাকর—দামোদর—রূপনারায়ণ—ও কাঁসাই।

৯১। যে সমস্ত উপনদী পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বদিক হইতে আগত হইয়া ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জেলার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইবার পর, মেঘনাতে বা তাহার কোন উপনদীতে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ১২টী এই।—ধলেশ্বরী—বুড়িগঙ্গা—বংশাই—পুরাতন ব্রহ্মপুত্র—লক্ষা—ধনু—বরাক—সুরমা—তিতাস—ঘুমতী—ধনাগোদা—ও ডাকাতিয়া।

৬। চট্টগ্রাম ও উড়িষ্যার নদী।

৯২। যে সমস্ত নদী পার্ব্বত্য ত্রিপুরা ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের

পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, নওয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা দিয়া দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইবার পর,সন্দীপ প্রণালী ও সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৫টী এই।—বড়ফেণী—ছোটফেণী—কর্ণফুলী—সংখ্যা—ও মাতামূড়ী।

৯৩। যে সমস্ত নদী উড়িষ্যার উত্তর ও পশ্চিমস্থিত পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, উড়িষ্যা বিভাগের মধ্য দিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইবার পর, সমুদ্রে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৫টী এই।—সুবর্ণরেখা—বুড়াবলং—বৈতরণী—ব্রাহ্মণী—ও মহানদী।

৭। উত্তর ও দক্ষিণ হইতে আগত গঙ্গার উপনদী।

৯৪। যে সমস্ত নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, বিহারের উত্তরাংশ ও রাজসাহী বিভাগ দিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইবার পর, গঙ্গাতে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৯টী এই।—ঘর্ঘরী—গণ্ডকী—বূড়ী গণ্ডকী—বাগমতী—কমলা—কুশী—পামার—মহানন্দা—ও আত্রাই।

৯৫। যে সমস্ত নদী বিহারের দক্ষিণস্থিত পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, বিহারের দক্ষিণাংশ দিয়া উত্তর দিকে প্রবাহিত হইবার পর, গঙ্গাতে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৫টী এই।—কর্ম্মনাশা,—শোণ—পুনঃপুনা—ফল্গু—ও চন্দনা।

৮। উত্তর দক্ষিণ হইতে আগত ব্রহ্মপুত্রের উপনদী।

৯৬। যে সমস্ত নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, আসামের উত্তরাংশ দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইবার পর, ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৬টী এই।—দিহাং—সুবর্ণেশ্বরী—ভড়—মানস—সঙ্কোশ—ও ত্রিস্রোতা বা তিস্তা।

৯৭। যে সমস্ত নদী আসামের পূর্ব্বদক্ষিণস্থিত পর্ব্বত হইতে

উৎপন্ন হইয়া আসামের দক্ষিণাংশ দিয়া উত্তর দিকে প্রবাহিত হইবার পর, ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান ৭টা এই। —নওডিহিং—ডিব্রু—ডিহিং—ডিকো—ধনেশ্বরী—কপিলী—কলঙ্গ।

৯। নদীর সাধারণ বর্ণনা।

৯৮। বঙ্গদেশের নদী সমূহকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা,—পার্ব্বত্য নদী—সমভূমির নদী—ও জোয়ার ভাটার নদী।

৯৯। পার্ব্বত্য নদী।—উচ্চ প্রদেশস্থিত নদী সমুদয়ের পাড় উচ্চ, প্রাশস্ত্য কম, এবং গতি অতিশয় ঘূর্ণিত। উচ্চভূমি হইতে শীঘ্র জল নামিয়া যায় বলিয়া অধিকাংশ সময়েই এই সমস্ত নদীতে অতি অল্প জল থাকে। কিন্তু পর্ব্বতে বৃষ্টি হইলে সহসা জল অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, এবং স্রোত প্রবল হয়। কিন্তু অগৌণেই সেই জল পুনরায় নামিয়া যায়। কখন কখন এক বা দুই দিন মধ্যেই জল একেবারে ৩০ বা ৪০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া পাড় ডুবাইয়া ফেলে, এবং নিকটস্থ জনপদ, শস্য ক্ষেত্র ইত্যাদি বিনষ্ট করে।

১০০। সমভূমির নদী।—নিম্নসমভূমি প্রদেশস্থিত নদী সমুদয়ের পাড় অধিক উচ্চ নহে, প্রাশস্ত্য অধিক এবং গতি অপেক্ষাকৃত সরল। মৃত্তিকা বালুকাময় ও নরম বলিয়া প্রায়শঃই একদিক বা অন্যদিকের পাড় ভাঙ্গিয়া, অপর দিকে বা নদীর মধ্যস্থলে চড় পড়ে, ইহাতে প্রাশস্ত্য আরও বৃদ্ধি হয়;—কার্ত্তিক হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত জল কমিয়া প্রায় এক অবস্থাতেই থাকে, এবং অধিক স্রোত থাকে না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে জল প্রায়শঃ ১০ কি ১২ ফুট বৃদ্ধি হইয়া সমস্ত সমভূমি প্রদেশ নিমজ্জিত করে। তখন নদীর স্রোত অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত জল এই অবস্থাতেই থাকে।

১০২। জোয়ার ভাটার নদী।—সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী বৃহৎ বা

ক্ষুদ্র কোন নদীরই পাড় সমধিক উচ্চ নহে। গতি প্রায়শঃই সরল, এবং পাড় অধিক ভাঙ্গে না, ও বর্ষার সময়েও জল অধিক বৃদ্ধি পায় না।* দিবা রাত্রিতে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা হয়। জোয়ারের সময় জল সাধারণতঃ ৭ কি ৮ ফুট বৃদ্ধি হয়, এবং ভাটার সময় কমিয়া যায়। আর ভাটার সময় সমুদ্রের দিকে, এবং জোয়ারের সময় বিপরীতদিকে, প্রবল বেগে স্রোত প্রবাহিত হয়।

১০২। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, এবং প্রেসিডেনসি ও ঢাকা বিভাগের উত্তরাংশ এবং রাজসাহী বিভাগের দক্ষিণাংশস্থিত সমুদয় নদীই সমভূমির নদী।—ঢাকা ও প্রেসিডেনসি বিভাগের দক্ষিণাংশ স্থিত সমুদায় নদীই জোয়ার ভাটার নদী।—চট্টগ্রাম ও উড়িষ্যা বিভাগস্থিত প্রায় সমুদয় নদীই পার্ব্বত্য নদী, কিন্তু এই সমস্ত নদীর অন্ত্যভাগ, সমুদ্র হইতে কতক দূর পর্য্যন্ত, জোয়ার ভাটার নদীর ধর্ম্ম বিশিষ্ট।—বর্দ্ধমান ও ছোটনাগপুর বিভাগ, এবং বিহার ও আসাম প্রদেশ, এবং রাজসাহী বিভাগের উত্তরাংশ, এই সমস্ত স্থানের উপনদীগুলি পার্ব্বত্য নদী। ইহার মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ নদী গুলির অন্ত্যভাগ, সমভূমিস্থ নদীর ধর্ম্মবিশিষ্ট।

১০৩। মন্তব্য।—শিক্ষক, এক একটী নদীর নাম উল্লেখ করিবেন এবং তাহা মানচিত্রে দেখাইয়া দিবেন। তৎপর শিক্ষক, প্রথমতঃ পর্য্যায়ক্রমে, পরে পর্য্যায়ভঙ্গরূপে, নদী গুলির নাম উল্লেখ করিবেন, ছাত্রগণ মানচিত্রে দেখাইবে। এইরূপ বারংবার অভ্যাস দ্বারা এক এক পরিচ্ছেদের লিখিত নদী গুলির পরিচয় হইলে, ছাত্রগণ বাড়ী হইতে তৎসমুদয়ের বিবরণ শিক্ষা করিয়া আসিবে। শিক্ষক এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরীক্ষা করিবেন, ও অভ্যাস করাইবেন, যথা;—কোন্ নদীর উৎপত্তি কোথা? কোন্ কোন্ স্থান দিয়া গতি? তীরে কোন্ কোন্ নগর অবস্থিত? দৈর্ঘ্য কত?—কোন্ কোন্ নদী অমুক নদীর শাখা বা উপনদী? কোন্ প্রদেশে বা বিভাগে অবস্থিত? অথবা অমুক নদী কোন্ নদীর শাখা বা উপনদী? তাহা কোথায় অবস্থিত? তৎসম্বন্ধে অন্ত কি বিবরণ লিখিত আছে?—ইত্যাদি। ছাত্রগণ প্রথমতঃ মানচিত্র দেখিয়া, তৎপর না দেখিয়া, উত্তরদান করিবে।—অবশেষে ছাত্রগণ স্বয় অঙ্কিত মানচিত্রে—নদীগুলি যথা স্থানে বসাইবে ও নাম লিখিবে। শিক্ষক দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়। পর্ব্বত।

১। হিমালয় পর্ব্বত।

১০৪। বিস্তৃতি।—সমগ্র ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত অবস্থিত আছে। বিহার প্রদেশের উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে আসাম প্রদেশের পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণ পর্য্যন্ত, হিমালয় পর্ব্বতের পূর্ব্বাংশ বিস্তৃত আছে। হিমালয়ের এই অংশ ৮০০ মাইল দীর্ঘ ও ১০০ মাইল প্রশস্ত। ইহাতে নেপাল—সিকিম—তিব্বত—ও ভূটান দেশ, এবং নানা অসভ্য পার্ব্বত্য জাতির বসতি স্থান।

১০৫। শৃঙ্গ।—এই পর্ব্বত শ্রেণী পৃথিবীর অন্যান্য পর্ব্বত শ্রেণী অপেক্ষা উচ্চ। ইহাতে তিনটি অতি প্রধান ও প্রসিদ্ধ শৃঙ্গ অবস্থিত আছে।—এবারেষ্ট—কাঞ্চনজঙ্ঘা—ও চিমালরী।—প্রথম, এবারেষ্ট শিখর, ২৯ হাজার ফুট উচ্চ, মুঙ্গের নগরের উত্তর দিগে নেপাল অধিকারে অবস্থিত। এই শৃঙ্গ পৃথিবীর সমুদায় পর্ব্বতশৃঙ্গ অপেক্ষা উচ্চতর। —দ্বিতীয়, কাঞ্চনজঙ্ঘা, ২৮ হাজার ফুট উচ্চ। ইহা দার্জিলিঙ্গের পঞ্চাশ মাইল উত্তরে, সিকিম দেশে অবস্থিত।—তৃতীয়, চিমালরী, ২৩ হাজার ফুট উচ্চ। ইহা কোচবিহার নগরের ১০০ মাইল উত্তরে।

২। আসামের দক্ষিণস্থিত পর্ব্বত।

১০৬। বিস্তৃতি।—হিমালয় পর্ব্বতের এক শাখা পর্ব্বত শ্রেণী আসাম প্রদেশের পূর্ব্বদিক ঘুরিয়া, দক্ষিণ পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এই পর্ব্বত শ্রেণীই দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে।

১০৭। এই পর্ব্বত শ্রেণী আসাম প্রদেশের দক্ষিণাংশে ক্রমে, —লক্ষীপুর—শিবসাগর—নওগাঁ—নাগা—খসিয়াজয়ন্তীয়া—ও গারো জেলা ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ মাইল, এবং প্রাশস্ত্য ৫০ মাইল।

১০৮। ভিন্ন ভিন্ন নাম।—এই পর্ব্বত শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন নাম। যথা,—সর্ব্বপশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারো পর্ব্বত।—তাহার পূর্ব্বে শ্রীহট্ট জেলার উত্তরে খসিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বত।—তাহার পূর্ব্বে নাগা পর্ব্বত। এই সমস্ত পর্ব্বত স্বস্ব নামধেয় জেলাতে অবস্থিত।

১০৯। শৃঙ্গ।—এই পর্ব্বত শ্রেণীতে ৫টী প্রসিদ্ধ শৃঙ্গ আছে।—টাকবাই—চেরাপুঞ্জি—মানপর্ব্বত—শিলোং—ও পিকিহক। এই সমস্ত শৃঙ্গ হিমালয়ের শৃঙ্গ অপেক্ষা অনেক কম উচ্চ।

১১০। কাছাড়ের উত্তরে টাকবাই টিলা, ৩ হাজার ফুট উচ্চ।—শ্রীহট্ট জেলার উত্তরে খসিয়াজয়ন্তীয়া পর্ব্বত জেলায়, চেরাপুঞ্জি ৪ হাজার ফুট উচ্চ।—তাহার উত্তরে মান পর্ব্বত,—এবং তদুত্তরে শিলোং। এই দুই শৃঙ্গ ৬৪০০ ফুট উচ্চ।—ময়মনসিংহ জেলার উত্তরে গারোপর্ব্বত জেলায় পিকহক টিলা। শিলোং শৃঙ্গের নিকট শিলোং নগর অবস্থিত আছে। ইহা আসাম গবর্ণমেণ্টের রাজধানী। চেরাপুঞ্জিতেও ইংরেজদিগের বসতি আছে।

৩। পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বত।

১১১। বিস্তৃতি—নাগা পর্ব্বতের শাখা দক্ষিণদিকে প্রসারিত হইয়া, ক্রমে কাছাড়—পার্ব্বত্য ত্রিপুরা—চট্টগ্রাম—ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, জেলা ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে। ইহার যে অংশ যে জেলাতে অবস্থিত, তাহা সেই জেলার পর্ব্বত বলিয়া খ্যাত।

১১২। শৃঙ্গ।—এই পর্ব্বত শ্রেণীতে ৫টী প্রসিদ্ধশৃঙ্গ আছে।—ছত্রচূড়া—ভাঙ্গামুড়া—চন্দ্রনাথ—সীতাপাহাড়—ও কাংসাটঙ্গ বা নীল পর্ব্বত। এই সমস্ত শৃঙ্গ অধিক উচ্চ নহে।

১১৩। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার উত্তর পূর্ব্ব সীমায় ছত্রচূড়া ৪ হাজার ফুট উচ্চ।—পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলার উত্তরাংশে ভাঙ্গামুড়া ১৩ শত ফুট উচ্চ।—চট্টগ্রাম জেলার উত্তর পশ্চিমাংশে সমুদ্রের অনতিদূরে চন্দ্রনাথ বা সীতাকুণ্ড, ১১ শত ফুট উচ্চ। এই টিলার নিকটে বাড়ব

কুণ্ড নামে একটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ইহা প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান।—চট্টগ্রাম নগরের পূর্ব্বে সীতাপাহাড়, চন্দ্রনাথের সমান উচ্চ।—তাহার পূর্ব্বে চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্ব সীমায় কাংসাটঙ্গ বা নীল পর্ব্বত প্রায় ৫ হাজার ফুট উচ্চ।

৪। পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বত।

১১৪। বিস্তৃতি।—বিহার প্রদেশের দক্ষিণাংশ হইতে এক প্রশস্ত পর্ব্বত শ্রেণী দক্ষিণ পশ্চিমদিকে প্রসারিত হইয়া, সমুদায় ছোটনাগপুর প্রদেশ, এবং উড়িষ্যার অন্তর্গত সমুদয় করপ্রদ মহাল ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে।

১১৫। শৃঙ্গ।—এই পর্ব্বত শ্রেণী যে ভূমির উপর সংস্থিত, তাহা বিহার ও বাঙ্গালার সমভূমি অপেক্ষা সমধিক উচ্চ। এই উচ্চ ভূমির উপর হইতে পাহাড় বা টিলা সমুদয় উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু এই পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তর্গত সমুদয় টিলাই ক্ষুদ্র। ভূমি হইতে এক হাজার ফুট উচ্চ টিলা অল্পই আছে। নিম্নলিখিত টিলাগুলি অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।—রাজমহল নগরের পশ্চিমে তিন পাহাড়।—মানভূম ও হাজারিবাগ জেলার সাধারণ সীমাতে পরেশনাথ পর্ব্বত।—মুঙ্গেরের দক্ষিণস্থিত কড়কপুর পাহাড়।

৫। হিমালয় পর্ব্বতের সাধারণ বর্ণনা।

১১৬। টেরাই।—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তর পার্শ্ব হইতে মৃত্তিকা ক্রমে উচ্চ হইয়া, বিহার বাঙ্গলা ও আসামের উত্তর সীমায় সমুদ্র হইতে প্রায় এক হাজার ফুট উচ্চ হইয়াছে। তাহার উত্তরে ন্যূনাধিক বিংশতি মাইল প্রশস্ত, অপেক্ষাকৃত নিম্ন একটী সমভূমি ক্ষেত্র, উক্ত তিন প্রদেশের উত্তর সীমা দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘাকারে বিস্তৃত আছে। এই নিম্ন প্রদেশের সাধারণ নাম টেরাই বা তরিয়ানী। ইহা জঙ্গল ও জলাভূমিতে পূর্ণ, এবং অস্বাস্থ্যকর।

১১৭। সিবালিক পর্ব্বত শ্রেণী।—ইহা টেরাইর উত্তর দিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘাকারে বিস্তৃত। ইহা টেরাই হইতে তিন হাজার ফুট অর্থাৎ সমুদ্র হইতে চারি হাজার ফুট, উচ্চ।—সিবালিক পর্ব্বত শ্রেণীর উত্তরে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘাকারে অল্প প্রশস্ত অথচ গভীর গুহা বর্ত্তমান আছে। তাহার সাধারণ নাম দূন।

১১৮। নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতশ্রেণী।—সিবালিক পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরস্থিত গুহার পর হইতে, বাস্তবিক হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী, কোন কোন স্থলে স্তূপাকারে, কোথাও বা দুই তিনটী শ্রেণীস্বরূপ উপর্য্যুপরি, উত্থিত হইয়াছে। এই নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতশ্রেণী, অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘাকারে বিস্তৃত। ইহা গড়ে পঞ্চাশ মাইল প্রশস্ত, এবং ১৭ কি ১৮ হাজার ফুট উচ্চ।

১১৯। স্বতন্ত্র শৃঙ্গ।—নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতশ্রেণীর শিখর দেশ হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শৃঙ্গ সাধারণতঃ ২৫ কি ২৬ হাজার ফুট, এবং কোন কোনস্থলে প্রায় ৩০ হাজার ফুট, অর্থাৎ প্রায় পাঁচ মাইল উর্দ্ধ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। এই সমুদয় শৃঙ্গের পার্শ্বে স্থানে স্থানে ঘাট বা পর্ব্বত সঙ্কট, অর্থাৎ পর্ব্বতশ্রেণীর এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে যাইবার পথ, বর্ত্তমান আছে।

১২০। হিমালয়ের উত্তর পার্শ্ব।—শৃঙ্গ সমুদয়ের উত্তরে, হিমালয়ের উত্তর পার্শ্ব, ক্রমে নিম্ন হইয়া, ১০ কি ১১ হাজার ফুট উচ্চ তিব্বতের উপত্যকাতে পরিণত হইয়াছে।

৬। অন্যান্য পর্ব্বতের সাধারণ বর্ণনা।

১২১। উচ্চতা—আসাম, পূর্ব্ববাঙ্গলা, বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষার অন্তর্গত পর্ব্বতশ্রেণী সমুদয় অতি অল্প উচ্চ। এমন কি তৎসমুদয় পর্ব্বত নামের উপযুক্ত নহে। কেবল কতকগুলি টিলার সমষ্টি মাত্র।—খসিয়া জয়ন্তীয়া পর্ব্বত জেলাস্থিত শিলোং পর্ব্বত সমধিক উচ্চ। চট্টগ্রাম জেলাস্থিত টিলাগুলিও কতক উচ্চ। অবশিষ্ট টিলাগুলির অধিকাংশই দুই বা তিন শত ফুটের অধিক উচ্চ নহে

১০৭

১২২। টিলা।—অধিকাংশ টিলারই পৃথক স্থানীয় নাম আছে। সমুদয়ের, অথবা কোন অংশের, বিশেষ কোন প্রসিদ্ধ সাধারণ নাম নাই। এই সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা কোন কোন স্থানে শ্রেণীবদ্ধরূপে কোন কোন স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, অবস্থিত আছে।

১২৩। পার্শ্বস্থ ভূমি।—টিলা সমুদয়ের পার্শ্বস্থিত ভূমি, কোন কোন স্থানে গুহা, কোথাও উপত্যকা, আকারে অবস্থিত আছে। টিলা সমুদয়ের অবস্থিতি হেতু, ভূমি তরঙ্গের ন্যায় উচ্চ ও নীচ প্রতীয়মান হয়। টিলাগুলি এবং মধ্যস্থিত ভূমি প্রায়ই জঙ্গলে আবৃত ছোটনাগপুর প্রদেশস্থিত অনেকগুলি প্রস্তরময় টিলা অনাচ্ছাদিত।

১২৪। মন্তব্য—মানচিত্র দেখাইয়া জেলা, নগর নদী ইত্যাদির বিষয় শিক্ষা দিবার যেরূপ প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, সেই প্রণালীতেই পর্ব্বতের বিষয় শিক্ষা দিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়। সমভূমি, উপকূল, বিল।

১। সমভূমি।

১২৫। বাঙ্গলার সমভূমি।—চট্টগ্রাম বিভাগের পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ, এবং বর্দ্ধমান বিভাগের পশ্চিমাংশ, ভিন্ন সমুদয় বাঙ্গলা প্রদেশই একটি বিস্তীর্ণ সমভূমি। এই সমভূমির মৃত্তিকা সর্ব্বত্রই প্রায় সমান। সমুদ্র হইতে গড়ে ৫০ কি ৬০ ফুট উচ্চ। মালদহ দিনাজপুর ও রঙ্গপুর হইতে এই সমভূমি ক্রমে ঈষৎ নিম্ন হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের অভিমুখে আসিয়াছে।

১২৬। বিহারের সমভূমি।—বাঙ্গলার সমভূমির, উত্তরপশ্চিম পার্শ্ব, অর্থাৎ মালদহ ও দিনাজপুর জেলার পশ্চিম, হইতে বিহারের সমভূমি, বিহার প্রদেশের মধ্যভাগ, অর্থাৎ গঙ্গার উভয়পার্শ্ব দিয়া পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার উত্তরাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও জঙ্গলাবৃত।

১২৭। আসামের সমভূমি।—বাঙ্গলার সমভূমির উত্তরপূর্ব্ব পার্শ্ব, অর্থাৎ রঙ্গপুর কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার পূর্ব্ব হইতে আসামের সমভূমি, আসাম প্রদেশের মধ্যভাগ অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্রের উভয়পার্শ্ব দিয়া, পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার উত্তর ও দক্ষিণাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও জঙ্গলে আবৃত।

১২৮। উড়িষ্যার সমভূমি।—উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর, কটক ও পুরি জেলা ব্যাপিয়া এই সমভূমি অবস্থিত আছে। ইহার পশ্চিমাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও জঙ্গলাবৃত।

১২৯। ভাওয়াল ও মধুপুরের গড়।—বাঙ্গালার সমভূমির অন্তর্গত ঢাকা জেলার উত্তরাংশে ভাওয়ালের জঙ্গল, এবং ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাংশে মধুপুরের বা আটীয়ার গড়। এই জঙ্গলাবৃত ভূমি প্রায়ই অসমান। ইহার পশ্চিমাংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলা আছে।

১৩০। সুন্দরবন।—বাঙ্গলার সমভূমির দক্ষিণ সীমায়, সমুদ্র তট হইতে কতক দূর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ চব্বিশপরগণা ও খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণাংশ ব্যাপিয়া, সুন্দরবন অবস্থিত আছে। ইহার সমুদয়ই সমান উচ্চ চড়া ভূমি, কিন্তু গভীর অরণ্যে আবৃত। উত্তর দিক হইতে ক্রমে আবাদ হইতেছে। সুন্দরবন বহু সংখ্যক জোয়ার ভাটার নদী ও খালে পরিপূর্ণ।

২। সমভূমির সাধারণ প্রকৃতি।

১৩১। নদী ও খাল।—গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, এবং এই তিন নদীর অসংখ্য শাখা, প্রশাখা, বাঙ্গলা, বিহার ও আসামের সমভূমি ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে। বাঙ্গলাতে, বিশেষতঃ ইহার দক্ষিণাংশে এত অধিক সংখ্যক নদী ও খাল যে, এরূপ কোন স্থানই নাই যাহা কোন না কোন নদী বা খাল হইতে ২০ মাইলের অধিক দূরে অবস্থিত।

১৩২। উচ্চ ও নীচ ভূমি।—বাঙ্গলার সমভূমির পশ্চিম ও

উত্তরাংশ অপেক্ষাকৃত উচ্চ। তথায় বর্ষার সময় সমুদয় স্থান জলে প্লাবিত হয় না। মধ্যভাগ ও পূর্ব্বভাগ, নিম্ন। নদী ও খালের ধারে স্রোত জলে আনীত বালুকা ও মাটী অধিক পরিমাণ নিপতিত হয় বলিয়া,সর্ব্বত্রই নদী ও খালের পাড় ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ, এবং এইরূপ স্থানেই অধিকাংশ নগর ও জনপদ অবস্থিত আছে। অবশিষ্ট সমুদয় স্থানই বর্ষার সময় জলময় হইয়া থাকে। গ্রামগুলির মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত কর্ষিত ক্ষেত্র বা প্রান্তর আছে তাহার মধ্যভাগ প্রায়শঃ নিম্ন, এবং বিলের ন্যায় তথায় বারমাস জল থাকে।

৩। উপকূল।

১৩৩। সমুদ্রতট।—বাঙ্গলার দক্ষিণ সীমা, বঙ্গীয় অখাতের উত্তর দিক ঘেরিয়া রহিয়াছে। এই বক্র সমুদ্র তট বা উপকূল,পুরী জেলার দক্ষিণ হইতে চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণ পর্য্যন্ত, সমুদয়ে প্রায় ৭০০ মাইল দীর্ঘ।

১৩৪। মোহানা।—এই তটের উত্তর পূর্ব্বাংশে, বাখরগঞ্জ ও চট্টগ্রামের মধ্যে প্রায় ১০০ মাইল পর্য্যন্ত, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মোহানা এবং তদন্তর্গত উপদ্বীপ সমুদয় বিস্তৃত রহিয়াছে। মেদিনীপুরের এবং চব্বিশপরগণার মধ্যে হুগলী বা ভাগীরথীর মোহনা। আর চব্বিশপরগণা, খুলনা, ও বাখরগঞ্জের দক্ষিণাংশে সুন্দরবনের মধ্যে বহুসংখ্যক বড় বড় মোহানা আছে।

১৩৫। উপদ্বীপ।—এই উপকূলের সম্মুখে যে সমস্ত উপদ্বীপ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ৬টী প্রসিদ্ধ ও প্রধান। ফল্‌সপয়েন্ট, সাগর দ্বীপ, দক্ষিণ সাবাজপুর, হাতীয়া, সন্দ্বীপ, কুতুবদিয়া ও মহেশখালী।

১৩৬। কটক জেলার পূর্ব্বাংশে মহানদীর মোহানাতে ফল্‌সপয়েন্ট।—ভাগীরথীর মোহানায় সাগর দ্বীপ। এই স্থানে গঙ্গাসাগর সঙ্গম তীর্থ। মেঘনার মোহানার দক্ষিণ সাবাজপুর।—দক্ষিণ সাবাজ-

পুরের দক্ষিণপূর্ব্বে হাতীয়া ও নলচিড়া।—তাহার পূর্ব্বে সিদ্ধির চড় ও সন্দ্বীপ।—চট্টগ্রাম জেলার পশ্চিমে কুতুবদিয়া।—কুতুবদিয়ার দক্ষিণে মহেশখালী।

১৩৭। বাতিঘর।—ফল্‌সপয়েন্ট সাগর এবং কুতুবদিয়া চড়ে লাইট হাউস অর্থাৎ বাতিঘর আছে। তাহাতে সমুদ্রগামী জাহাজ ও নৌকা সমুদয়ের সুবিধার জন্য রাত্রিতে উজ্জ্বল আলো জ্বালান হইয়া থাকে।

৪। বিল।

১৩৮। চিলকা হ্রদ।—ইহা পুরী নগরের দক্ষিণে অবস্থিত। ৫০ মাইল দীর্ঘ ও ১৫ মাইল প্রশস্ত। এই হ্রদটী সমুদ্রের সহিত সংলগ্ন বলিয়া ইহার জল লোনা।—এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশে আর বৃহৎ হ্রদ নাই।

১৩৯। বিল।—বাঙ্গলার মধ্য ও দক্ষিণ অংশে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিল আছে। অধিকাংশই শীতের দিনে শুকাইয়া যায়। প্রধান প্রধান নদী গুলি বারংবার গতি পরিবর্ত্তন করাতেই এই সমুদয় বিলের উৎপত্তি হইয়াছে।

১৪০। রাজসাহী ও পাবনা জেলার মধ্যে চলনবিল। এবং রাজসাহী জেলায়—মান্দা—ও ধলবাড়ী বিল। চব্বিশপরগণায়, কলিকাতানগরের পূর্ব্বদিকে ধাপা বিল। এবং বসুরহাটের পূর্ব্বদিকে বালী—দলভাঙ্গা—ও বেড়াবিল। ইহার পশ্চিম দক্ষিণে কুলগাছী বিল।

১৪১। যশোহর জেলায়—বোকার বিল—মিয়ার বিল—ডাকাতিয়া বিল ইত্যাদি। ফরিদপুর জেলায়, চোল সমুদ্র—রামশীল দীঘী—বাঘিয়া—বড়ুয়া—ইত্যাদি। বাখরগঞ্জ জেলায়, ধলবাড়ীয়া—ঝমঝমিয়া—রামপুর চাচুরী—ইত্যাদি। শ্রীহট্ট জেলায় প্রধান প্রধান নদীর পার্শ্বে বহু সংখ্যক বিল আছে, তৎসমুদয়ের সাধারণ নাম হাওড়।

১৪২। মন্তব্য।—পর্ব্বত সমভূমি ইত্যাদির বিবরণ মধ্যে যে যে স্থানের নাম উল্লেখ আছে, তাহা মানচিত্রে দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অবশিষ্ট বিবরণ ইতিহাসের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।—পাঠ দেওয়ার সময় ছাত্রগণ একটী পরিচ্ছেদ পাঠ করিবে, এবং নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া যতদূর সাধ্য, তাহার অর্থ বলিবে। ছাত্রগণ কোনস্থলে অর্থ বুঝিতে না পারিলে, শিক্ষক তাহা বলিয়া দিবেন।—তৎপর শিক্ষক ছাত্রগণকে পঠিত বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন। ছাত্রগণ প্রথমে পুস্তক দেখিয়া, তৎপর পুস্তক বন্ধ করিয়া উত্তর দান করিবে। এইরূপ অভ্যাস দ্বারা প্রত্যেক ছাত্র পাঠের সমুদয় অংশ উত্তমরূপে বুঝিতে পারিবে, এবং কতক শিক্ষা হইবে।—ছাত্রগণ বাড়ীতে বারংবার পাঠ করিয়া বিশেষরূপ শিক্ষা করিয়া আসিবে, পাঠ লইবার সময় শিক্ষক বারংবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরীক্ষা করিবেন ও অভ্যাস করাইবেন।—পর্ব্বতের শৃঙ্গ ও উপদ্বীপগুলি ছাত্রগণদ্বারা মানচিত্রে অঙ্কিত করান আবশ্যক।

ষষ্ঠ অধ্যায়। রাজ পথ।

১। রেলের রাস্তা।

১৪৩। রাজপথ।—বাণিজ্য সামগ্রী ও সর্ব্বসাধারণের চলাচলের যে পথ তাহাই রাজপথ। রাজপথ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে।—রেলের রাস্তা—সাধারণ স্থলপথ—ষ্টিমারের পথ—ও সাধারণ জলপথ।

১৪৪। রেলের রাস্তা।—রেলের রাস্তা ঋজুভাবে প্রশস্ত ও উচ্চ করিয়া নির্ম্মাণ করা হয়। আর সেই রাস্তার উপর লম্বভাবে ঘন করিয়া কাষ্ঠের বিম, এবং সেই বিম গুলির উপর দিয়া সমান্তরাল ভাবে দুইটী বা চারিটী রেল অর্থাৎ লৌহদণ্ড, দৃঢ়রূপে বসান হয়। রেল না নড়িতে পারে এই উদ্দেশ্যে বিম গুলির পার্শ্ব দিয়া পুরু করিয়া ইষ্টক খণ্ড ফেলিয়া দেওয়া হয়।

১৪৫। রেলের গাড়ী।—রেলের গাড়ী সাধারণ গাড়ী অপেক্ষা অনেক বড়। চাকাগুলি এরূপ ভাবে নির্ম্মিত যে, রেলের উপর দিয়া সহজে চলিয়া যায়। কলের গাড়ী বাষ্পীয় যন্ত্রের জোরে চলে, এবং তাহার সহিত ২০ কি ৩০ অথবা কোন সময় ৫০ খানা পর্য্যন্ত

মালের ও লোকের গাড়ী বাঁধিয়া দেওয়া হয়। রেলের গাড়ী সাধারণতঃ প্রতি ঘণ্টায় ২০ কি ২৫ মাইল, অর্থাৎ হাটিয়া এক দিনে যতদূর যাওয়া যায় ততদূর, চলে।

১৪৬। রেলওয়ে।—নিম্নলিখিত রেলওয়ে প্রস্তুত হইয়াছে।

(১) ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে। হাবড়া হইতে উত্তরপশ্চিমদিকে হুগলি ও বর্দ্ধমান হইয়া কানুষ্টেসন পর্য্যন্ত। কানু হইতে লুপলাইন অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের শাখা, রাজমহল, ভাগলপুর ও জামালপুর হইয়া লক্ষীসরাই পর্য্যন্ত। আর কানুষ্টেসন হইতে কর্ডলাইন অর্থাৎ পশ্চিম দিকের শাখা, রাণীগঞ্জ, বৈদ্যনাথ হইয়া উক্ত লক্ষীসরাই ষ্টেসন পর্য্যন্ত। তৎপর উভয় শাখা একত্রিত হইয়া, পাটনা ও আরা দিয়া উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বারাণসী ও আলাহাবাদ, এবং পঞ্জাবে দিল্লী ও আগ্রা ইত্যাদি পর্য্যন্ত।

(২) তারকেশ্বর রেলওয়ে।—ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের শ্রীরামপুর ষ্টেসন হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত।

(৩) নলহাটী রেলওয়ে।—ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের নলহাটী ষ্টেসন হইতে পূর্ব্বদিকে আজীমগঞ্জ পর্য্যন্ত।

(৪) ইষ্ট বেঙ্গল অর্থাৎ পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ে।—কলিকাতা হইতে উত্তরপূর্ব্বদিকে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত।

(৫) নর্থবেঙ্গল অর্থাৎ উত্তর বাঙ্গালা এবং হিমালয় রেলওয়ে।—পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের পোড়াদহ ষ্টেসন হইতে উত্তর দিকে পদ্মার তীরবর্ত্তী দামুকদিয়া পর্য্যন্ত, তৎপর অপর পারস্থিত সারা হইতে দার্জিলিং পর্য্যন্ত। এই রেলওয়ের পার্ব্বতীপুর ষ্টেসন হইতে পশ্চিম দিকে দিনাজপুর পর্য্যন্ত। এবং পূর্ব্ব দিকে রঙ্গপুর হইয়া, মোগলহাট ও ধুবড়ি পর্য্যন্ত।

(৬) মধ্য বাঙ্গালা রেলওয়ে।—কলিকাতা হইতে উত্তর পূর্ব্বদিকে বনগ্রাম পর্য্যন্ত, এবং রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম পর্য্যন্ত। তৎপর তথা হইতে যশোহর ও খুলনা পর্য্যন্ত।

(৭) দক্ষিণবাঙ্গলা রেলওয়ে।—কলিকাতা হইতে দক্ষিণদিকে

সোণাপুর পর্য্যন্ত। তৎপর তথা হইতে পূর্ব্বদিকে মাতলা পর্য্যন্ত এবং পশ্চিম দিকে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত।

(৮) ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে।—ঢাকা হইতে পূর্ব্ব দিকে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত, এবং উত্তর দিকে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত।

(৯) ত্রিহুত রেলওয়ে।—ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের মোকামা ষ্টেসনের সম্মুখে গঙ্গার অপর পারস্থিত সিমরিয়া ঘাট হইতে সমস্তিপুর পর্য্যন্ত। আর সমস্তিপুর হইতে উত্তর পশ্চিমদিগে মজঃফরপুর হইয়া, বেতীয়া পর্য্যন্ত।

(১০) পাটনা গয়া রেলওয়ে।—ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের পাটনা ষ্টেসন হইতে দক্ষিণ দিকে গয়া পর্য্যন্ত।

২। সাধারণ স্থলপথ।

১৪৭। স্থলপথ।—উচ্চতা, প্রাশস্ত্য ও দৃঢ়তা ভেদে সাধারণ স্থলপথের অশেষ তারতম্য হইয়া থাকে। বড় বড় প্রশস্ত ও উচ্চ পাকা রাস্তায় বা সড়কে বারমাস গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি চলিতে পারে। আর বর্ষার জল শুকাইয়া গেলে গ্রামের মধ্যে কিংবা মাঠে অথবা জঙ্গলে, যে সমস্ত পথ পড়ে তাহাতে কতক দিন মাত্র চলা যায়, এবং একজনের অধিক একত্রে চলা যায় না।

১৪৮। বিহার ও ছোটনাগপুর প্রদেশ, এবং বাঙ্গলার অন্তর্গত বর্দ্ধমান ও রাজসাহী বিভাগ, আর প্রেসিডেন্সী বিভাগের উত্তরাংশ, অপেক্ষাকৃত উচ্চ বিধায় এই সমস্ত স্থানে বড় রাস্তার সংখ্যা অধিক। আর ঘোড়ার ও গরুর গাড়ী, এক্কা ও পাল্কী, এবং ঘোড়া, বলদ ও স্থানে স্থানে উষ্ট্র, মহিষ ও হস্তী ইত্যাদি; লোকের যাতায়াতের ও বাণিজ্য সামগ্রী চলাচলের সুবিধা, অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১৪৯। বড়রাস্তা।—প্রসিদ্ধ বড় রাস্তাগুলি এই।—

(১) হাবড়া হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশ পর্য্যন্ত। এই বৃহৎ রাস্তার নাম গ্রাণ্ডট্রঙ্ক্ রোড। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে প্রস্তুত হইবার

পূর্ব্বে লোকে এই রাস্তায় বাঙ্গলা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইত।

(২) রাণীগঞ্জ হইতে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর পর্য্যন্ত, এবং উলুবেড়িয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত।—তৎপর মেদিনীপুর হইতে হাজারিবাগ পর্য্যন্ত।—এবং মেদিনীপুর হইতে বালেশ্বর, কটক ও পুরী পর্য্যন্ত। লোকে হাটিয়া এই রাস্তায় জগন্নাথ যায়।

(৩) কলিকাতা হইতে যশোহর ও ফরিদপুর পর্য্যন্ত।—গোয়ালন্দের সম্মুখে পদ্মার অপর পার হইতে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত।—আর নারায়ণগঞ্জের সম্মুখে মেঘনার পূর্ব্বপারস্থিত দাউদকান্দী হইতে কুমিল্লা হইয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত।

(৪) কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর, বহরমপুর ও ভগবানগোলা পর্য্যন্ত। তৎপর গঙ্গার অপর পারস্থিত গোদাগারী হইতে তেঁতুলিয়া পর্য্যন্ত। আর ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের পিরপাঁইতি ষ্টেসনের অপর পারস্থিত কারাগোলা হইতে, উক্ত তেঁতুলিয়া পর্য্যন্ত।—তৎপর তথা হইতে দার্জিলিং পর্য্যন্ত।—এই রাস্তার এক শাখা দিনাজপুর হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীরস্থিত বগওয়া পর্য্যন্ত।

(৫) ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের সাঁইথিয়া ষ্টেসন হইতে বীরভূম ও নয়াহুমকা হইয়া ভাগলপুর পর্য্যন্ত।

১৫০। সাধারণ রাস্তা।—উপরি উক্ত বড় রাস্তাগুলি ভিন্ন, প্রায় সমুদয় রেলওয়ে ষ্টেসন হইতেই নিকটবর্ত্তী প্রধান প্রধান স্থান পর্য্যন্ত রাস্তা আছে। প্রত্যেক জেলার প্রধান নগর হইতে অন্যান্য প্রধান স্থান পর্য্যন্ত, অথবা নিকটবর্ত্তী ভিন্ন জেলার প্রধান নগর পর্য্যন্ত, রাস্তা আছে। এই সমুদয় রাস্তায় ডাক চলিয়া থাকে। ইহার অধিকাংশই অল্প প্রশস্ত এবং কাঁচা। সুতরাং তাহাতে গাড়ী ইত্যাদি চলিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক জনপদ হইতে নিকটবর্ত্তী সমুদয় স্থান পর্য্যন্ত গ্রাম বা মাঠের মধ্য দিয়া লোকের চলাচলের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। কিন্তু অনেক স্থানে বর্ষার সময় এই সমুদয় রাস্তা ডুবিয়া যায়।

৩। ষ্টীমারের পথ।

১৫১। যে যে নদীতে ষ্টীমার চলে।—গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, বরাক, ভাগীরথী, গড়ই, বরিশালের নদী এবং সুন্দরবনের অন্তর্গত প্রধান প্রধান নদীতে প্রায়শঃ ষ্টীমার যাতায়াত করিয়া থাকে।

১৫২। প্রসিদ্ধ ষ্টীমারের পথগুলি এই।—

(১) কলিকাতা হইতে ষ্টীমার পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে সাগর দ্বীপ ও সুন্দরবন ঘুরিয়া, হরিণঘাটা মোহানা পর্য্যন্ত আইসে। তৎপর গড়ই উজাইয়া, অথবা আরও পূর্ব্বদিকে আড়িয়ালখাঁ উজাইয়া, পদ্মাতে প্রবেশপূর্ব্বক, পদ্মা ও গঙ্গা উজাইয়া প্রায় আলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে।

(২) পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের প্রান্ত ষ্টেসন গোয়ালন্দ হইতে, এবং উত্তর বাঙ্গলা রেলওয়ের পূর্ব্বদিকের শাখার প্রান্ত ষ্টেসন ধুবড়ী হইতে, ব্রহ্মপুত্র দিয়া আসামের প্রধান প্রধান স্থানে ষ্টীমার যাতায়াত করে।—উত্তর বাঙ্গলা রেলওয়ের দামুকদিয়া ষ্টেসন হইতে ষ্টীমার রামপুর বোয়ালীয়া যাইয়া থাকে।

(৩) গোয়ালন্দ হইতে প্রাত্যহিক ষ্টীমার পদ্মা ও ধলেশ্বরী দিয়া ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ যায়।—আর নারায়ণগঞ্জ হইতে ছাতক, শ্রীহট্ট ও কাছার গিয়া থাকে।

(৪) যশোহর রেলওয়ের প্রান্ত ষ্টেসন খুলনা হইতে প্রাত্যহিক ষ্টীমার বরিশাল যায়। আর বরিশাল হইতে নোয়াখালী পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে।

(৫) কলিকাতা হইতে সমুদ্র দিয়া চট্টগ্রাম, ও ব্রহ্মদেশস্থিত আকিয়াব, রাঙ্গুন, মলমিন প্রভৃতি স্থানে ষ্টীমার যাইয়া থাকে।—আর কলিকাতা হইতে উলুবেড়িয়া, বালেশ্বর ও চাঁদবালী প্রভৃতি স্থানে ষ্টীমার যাতায়াত করে।

১৫৩। সমুদ্রগামী পোত।—সমুদ্রগামী ইয়ুরোপীয়, আমেরিকান ও আরব প্রভৃতি দেশীয় পোত কটক, বালেশ্বর, কলিকাতা, মাতলা, ও চট্টগ্রামে আসিয়া থাকে। চট্টগ্রামে এ

দেশীয় লোক কর্ত্তৃক সমুদ্রগামী পোত বা স্লুপ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সেই সমুদয় পোত এ দেশীয় লোক দ্বারা চালিত হইয়া নারায়ণগঞ্জ, কলিকাতা, এবং বঙ্গীয় অখাতের অন্তর্গত দ্বীপ সমূহে, ও সিংহলে যাতায়াত করে।

৪। সাধারণ জলপথ।

১৫৪। নদী প্রধান স্থান।—বাঙ্গলার অধিকাংশই নদী প্রধান স্থান। সমুদয় নদী ও খাল দিয়াই অসংখ্য নৌকা গমনা-গমন করিয়া থাকে। প্রেসিডেনসী বিভাগের দক্ষিণাংশ, ঢাকা বিভাগ, এবং চট্টগ্রাম বিভাগের উত্তরাংশ, ইহার মধ্যে এমন কোন প্রধান স্থান নাই যেখানে, অথবা যাহার নিকটে, নৌকা যোগে যাওয়া না যায়। বিহার এবং আসামের মধ্যভাগও নদী-প্রধান।—বাঙ্গলা হইতে বহুসংখ্যক নৌকা উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, বিহার ও আসামের প্রধান প্রধান স্থানে যায়, এবং উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের ও বিহারের বহুতর নৌকাও বাঙ্গলার প্রধান প্রধান স্থানে আসিয়া থাকে।

১৫৫। ব্যাপারী নৌকা।—বাণিজ্য সামগ্রী বহন করিবার জন্য এক এক জেলায় এক এক প্রকার বড় বড় ব্যাপারী নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ৪।৫ হাজার মণের অধিক মাল সহজে লইতে পারে, এমন দেশীয় নৌকা প্রায় নাই। ব্যাপারী নৌকার মধ্যে ঢাকাই পলহার, পশ্চিমা পাটলই, সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের পানসী, সুন্দরবন অঞ্চলের নৌকা, চট্টগ্রাম অঞ্চলের বালাম ও গছ ইত্যাদি বিখ্যাত।—ইহার মধ্যে বালাম ও গছ নৌকাই সমুদ্র দিয়া বঙ্গীয় অখাতের তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে যাতায়াত করে, কিন্তু এই সমস্ত নৌকা বর্ষাকালে সমুদ্রে যাইতে পারে না। সর্ব্বদা লোনা জলে চলে বলিয়া এই সমস্ত নৌকা লোহার পরি-বর্ত্তে বেতের বাঁধ দিয়া প্রস্তুত করা হয়।

১৫৬। লোক চলাচলের নৌকা।—লোক চলাচলের নৌকার মধ্যে বজরা, লালডিঙ্গি, কোষ, ভাওলিয়া প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ।

তদ্ভিন্ন নানাপ্রকার পানসী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিঙ্গী নৌকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।—জালিয়া অর্থাৎ মৎস্য ধরিবার নৌকা সমুদয় স্থানেই প্রায় একরূপ।

১৫৭। মন্তব্য।—নদীর ন্যায়, রাজপথগুলিও মানচিত্রে দেখাইয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

সপ্তম অধ্যায়। উৎপন্ন সামগ্রী ও বাণিজ্য।

১। আকরিক পদার্থ।

১৫৮। বাঙ্গলা।—বাঙ্গলার মধ্য ও দক্ষিণভাগে কোন স্থানেই পার্ব্বত্য পুরাতন মৃত্তিকা বা প্রস্তর নাই। সর্ব্বত্রই নদীর জলনিক্ষিপ্ত বালুকা ও আঁটাল মাটি। সুতরাং বাঙ্গলার এই অংশে কোন আকরিক পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।—কিন্তু বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও আসাম, এবং তৎসংলগ্ন বাঙ্গলার জেলা গুলি প্রায়ই পর্ব্বতময়। অনেক স্থানের মৃত্তিকাই প্রস্তরময়, অথবা অল্প খনন করিলেই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রস্তরের স্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার স্থানে স্থানে নানারূপ বহুমূল্য ও প্রয়োজনীয় আকরিক পদার্থ বর্ত্তমান আছে।

১৫৯। বিহার।—বিহারের অনেক স্থানে পাথরিয়া কয়লা, চূণা পাথর, ও লৌহযুক্ত আকরিক মৃত্তিকা আছে। সাঁওতাল-পরগণার অন্তর্গত করহরবাড়ীতে যে কয়লার খনি আছে তাহা হইতে অনেক কয়লা উঠান হয়।—রাজমহলের পর্ব্বত সমূহে কয়লা, বালিয়া পাথর, লৌহ এবং খড়িমাটি আছে। বিহারের দক্ষিণস্থ অন্যান্য পর্ব্বত হইতে নানা প্রকার প্রস্তর আনিয়া লোকে গৃহাদি নির্ম্মাণ এবং থালা, বাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকে। বিহারে স্থানে স্থানে মাটির উপর সোরা জন্মে।

১৬০। ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা।—এই দুই প্রদেশের প্রায়

সর্ব্বত্রই পাথরিয়া কয়লা আছে। রাণীগঞ্জ, এবং নিকটবর্ত্তী ছোটনাগপুরের অন্তর্গত নানা স্থানে বহুসংখ্যক কয়লার খনি বা খাদ আছে। তাহা হইতে প্রভূত পরিমাণ কয়লা উঠান হয়।—এই দুই প্রদেশের অনেক স্থানেই লৌহযুক্ত আকরিক প্রস্তর আছে। বরাকর নগরের নিকট লৌহ প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে।—সোণা, তামা, বিস্‌মথ্‌ নামক ধাতু, এবং হীরকও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। হর্ণব্লেণ্ড প্রভৃতি গৃহ নির্ম্মাণ উপযোগী প্রস্তর, পটষ্টোন নামক পাথর, খড়িমাটি, ঢেউমাটি, ও কোড়ণ পাথর ইত্যাদিও অনেক স্থানে আছে।—মৃত্তিকা পোড়াইয়া চীনা বাসন ও অন্যরূপ কৃত্রিম প্রস্তর প্রস্তুত করিবার জন্য রাণীগঞ্জে কারখানা আছে।

১৬১। আসাম।—শ্রীহট্ট ও কাছার জেলায়, এবং আসামের অন্যান্য স্থানে, পাথরিয়া কয়লা, চূণাপাথর, এবং লৌহযুক্ত আকরিক পদার্থ আছে। শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত সোনামগঞ্জ, ছাতক প্রভৃতি স্থানে চূণাপাথর পোড়াইয়া যে চূণ প্রস্তুত করা হয়, তাহা বাঙ্গলার অধিকাংশ স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।—এই প্রদেশের কোন কোন স্থানে লবণাক্ত জলের উনই এবং সৈন্ধব লবণ আছে। —আসামের সর্ব্বত্রই, প্রধানতঃ লক্ষীপুর জেলায়, শাখানদী গুলির স্রোতে পর্ব্বত হইতে স্বর্ণ মিশ্রিত বালুকা আনীত হয়। স্থানীয় লোকে তাহা ধৌত করিয়া সোণার কণিকাগুলি সংগ্রহ করে কিন্তু প্রণালীর দোষে তাহাতে বিশেষ লাভ হয় না।—কাছার ও লক্ষীপুর জেলায়, পিট্রোলিয়ম অর্থাৎ মাটিয়া তৈল আছে। এই তৈল হইতেই কিরোসিন তৈল প্রস্তুত হয়। কিন্তু এই মাটিয়া তৈল ব্যবহার জন্য উঠান হয় না।—দক্ষিণস্থ পর্ব্বত সমূহে রূপা, তামা, টীন অর্থাৎ রাঙ্গ, সুর্ম্মা ইত্যাদি ধাতু আছে। কিন্তু লোকে ইহার কিছুই উঠাইয়া ব্যবহার করে না।

২। ভূমিজাত সামগ্রী।

১৬২। বাঙ্গলা।—বাঙ্গলার ভূমি, নদীর জল নিক্ষিপ্ত মাটী

বলিয়া, অতিশয় উর্ব্বরা। তাহাতে সহজেই কৃষিকার্য্য নিষ্পন্ন হয়। এই হেতু বাঙ্গলায় কৃষিকার্য্যের সমধিক বিস্তার।

১৬৩। বাঙ্গলায় প্রায় সকল প্রকার শস্যই অধিক বা অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সর্ব্বত্রই আশু ও আমন ধান্য জন্মে। বাখরগঞ্জ, খুলনা ও চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশে অর্থাৎ বাদায় এবং ত্রিপুরা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায়, স্থানীয় প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক ধান্য উৎপন্ন হয়। সেই অতিরিক্ত ধান্য অন্যত্র প্রেরিত হইয়া থাকে।—যব, মটর, তিল, তিসি ও সর্ষপ প্রভৃতি রবি-কৃষিও প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে জন্মে।—মরিচ তামাক, পাট, খেজুর ও ইক্ষু সর্ব্বত্রই জন্মে। কিন্তু উত্তর অঞ্চলে তামাক; উত্তর ও পূর্ব্ব অঞ্চলে পাট; এবং মধ্যস্থিত জেলা সমূহে মরিচ, ইক্ষু ও খেজুর; অধিক পরিমাণে জন্মে। ফরিদপুর, যশোহর ও খুলনা জেলায় অনেক গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়।—সর্ব্বত্রই পানের বরজ, ও সর্ব্বপ্রকার তরকারী ও শাকসবজী জন্মে।—বাঁশ ও বেত সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বাঁশ দ্বারা লোকের অশেষবিধ প্রয়োজন সংসাধিত হইয়া থাকে।

১৬৪। অন্যান্য প্রদেশ।—বিহারের মধ্যভাগ, অর্থাৎ গঙ্গার নিকটবর্ত্তী ভূমি, বাঙ্গলার ন্যায় উর্ব্বরা। কিন্তু নদী হইতে দূরবর্ত্তী স্থান সমূহের মৃত্তিকা দৃঢ়, এবং তথায় সহজে জল পাওয়া যায় না। এই হেতু কৃষিকার্য্য অতিশয় কষ্টসাধ্য। তথাপি লোকসংখ্যা অধিক বলিয়া বিহারে কৃষিকার্য্যের বিস্তার অধিক।—ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও আসামের বড় বড় নদীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ভিন্ন, অন্যত্র সহজে কৃষিকার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না এবং লোক সংখ্যা অল্প বলিয়া কৃষিকার্য্যের প্রচলনও কম।

১৬৫। বিহার প্রভৃতি প্রদেশের কৃষিজাত সামগ্রী প্রায়ই বাঙ্গলার ন্যায়। কিন্তু বিহারের রবি কৃষিতে কৃষকগণ যথেষ্ট পরিমাণ জলসিঞ্চন করে বলিয়া গম, মটর, ছোলা প্রভৃতি বড় ও উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

১৬৬। বিশেষ কৃষি।—আসাম প্রদেশে ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্বস্থিত

জেলা সমূহে, এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড়ে; আর বাঙ্গলার অন্তর্গত চট্টগ্রাম, দার্জিলিং, এবং জলপাইগুড়িতে; বহুসংখ্যক চা বাগান আছে। তাহাতে প্রভূত পরিমাণ চা উৎপন্ন হইয়া থাকে।—বিহারে অনেকগুলি নীলের কুঠী আছে, তাহাতে অনেক নীল প্রস্তত হয়।—বিহারে অহিফেন প্রস্তত করিবার জন্য বহুপরিমাণে পোস্তের আবাদ করা হয়। প্যাটনায় গবর্ণমেণ্টের অহিফেনের প্রধান কারখানা আছে।—পূর্ব্বে বাঙ্গলায় অনেক রেশম প্রস্তত হইত। এক্ষণ মুরসিদাবাদ, রাজসাহী, ছোটনাগপুর, প্রভৃতিতে রেশম ও তসরের কারবার আছে। রেশম পোকার আহারের জন্য তুঁত বৃক্ষের আবাদ করা হয়।—গোলাপ জল প্রভৃতি প্রস্তত করিবার নিমিত্ত বিহারে নানাপ্রকার ফুল বৃক্ষের আবাদ করা হয়।

১৬৭। ফল।—বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রদেশে বহু প্রকার উৎকৃষ্ট ফল জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে আম, কাঁঠাল, জাম, লেচু, আতা, আনারস, কমলা, কাগজি প্রভৃতি নানাবিধ লেবু, তাল, তেতুঁল, কলা, দাড়িম প্রভৃতি প্রধান।—মালদহ অঞ্চলের আম, শ্রীহট্ট এবং দার্জিলিং ও ছোটনাগপুরের কমলা সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।—মজঃফরপুরের লেচু উৎকৃষ্ট।—বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই, প্রধানতঃ দক্ষিণাংশে নারিকেল, সুপারি, খেজুর প্রভৃতি বিস্তর জন্মে।—বাঙ্গলার অতিরিক্ত, বিহারে গোলমরিচ প্রভৃতি কোন কোন পদার্থ জন্মে।

১৬৮। জঙ্গলা বৃক্ষ।—বাঙ্গলা ও অন্যান্য প্রদেশে অনেক প্রকার উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ পাওয়া যায়। সেগুন, সাল, গজারী, সুন্দরী, তুন, মেহাগনী, গাম্ভার, শিশু, আবলুস, কাঁঠাল, চাম্বল, জারুল, চন্দন প্রভৃতি বৃক্ষ জঙ্গলে, এবং কোন স্থলে বাগানে, জন্মিয়া থাকে।—ব্রহ্মদেশ হইতে বহু পরিমাণে সেগুন আমদানী হইয়া থাকে।—কোন কোন প্রকার জঙ্গলা বৃক্ষ হইতে গর্জ্জন প্রভৃতি নানারূপ কস বহির্গত হইয়া থাকে, তাহা ঔষধ বা অন্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়।—বিহারের দক্ষিণাংশে, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় মৌয়া, পলাশ, শিশু, আবলুস ইত্যাদি বৃক্ষ অধিক।—আসাম ও ছোটনাগপুরের জঙ্গলে লাক্ষা জন্মে, কোন কোন স্থানে

সেই লাক্ষা হইতে চাঁচ ও লাক্ষার রঙ্গ প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে।

৩। শিল্পজাত সামগ্রী।

১৬৯। দেশীয় শিল্প।—পূর্ব্বে দেশীয় লোকের ব্যবহার্য্য সমুদয় জিনিসই দেশীয় লোকদ্বারা প্রস্তুত হইত। আর দেশীয় শিল্প-জাত অনেক সামগ্রী ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে চালান হইত। এইরূপে ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে স্তার কাপড়, এবং বহরমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে রেশমী কাপড়, ইত্যাদি অনেক জিনিস বিদেশে যাইত।—কিন্তু ইংরেজ রাজত্ব স্থাপিত হওয়া অবধি কাপড় ও লৌহ প্রভৃতি অধিকাংশ ব্যবহার্য্য জিনিস ইংলণ্ড প্রভৃতি ভিন্ন দেশ হইতে আনীত হইতেছে। এই হেতু দেশীয় শিল্পকার্য্য প্রায় লোপ পাইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

১৭০। বাঙ্গলা।—সম্প্রতি ইংরেজেরা কলিকাতা ও তন্নিকট-বর্ত্তী কোন কোন স্থানে, এবং সিরাজগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে, পাটের গাঁইট বান্ধিবার কল ও চট বুনাইবার কল স্থাপন করিয়াছেন।—কলিকাতার নিকট কয়েকটী স্তার কল, এবং কাপড়ের কল, এবং বালী ও তিতুগড়ে কাগজের কল, স্থাপিত হইয়াছে।—ইংলণ্ডীয় প্রণালীতে লোহার বড় বড় কাজ করিবার জন্য কলিকাতায়, এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রেলওয়ে সম্পর্কে, কয়েকটী বড় বড় কারখানা স্থাপিত হইয়াছে।—কলিকাতার নিকট কয়েকটী ডকইয়ার্ড অর্থাৎ জাহাজ মেরামত ও প্রস্তুত করিবার কারখানা আছে।

১৭১। দেশীয় শিল্পের মধ্যে এখনও ঢাকা, পাবনা, হুগলি প্রভৃতি জেলায় কতক পরিমাণে উৎকৃষ্ট স্তার কাপড়—বহরমপুর, রাজসাহী প্রভৃতি স্থানে রেশমী কাপড়—কাগমারী, খাগড়া, ইসলামপুর প্রভৃতি স্থানে বাসন—ও রঙ্গপুরে সতরঞ্চি—ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

১৭২। বিহার।—বাঙ্গলা অপেক্ষা বিহারে দেশীয় শিল্প অধিক পরিমাণে প্রচলিত আছে. অনেক স্থানে গালিচা ও কম্বল—গয়া প্রভৃতি স্থানে ভাল পাথরের জিনিস—দানাপুর ইত্যাদি স্থানে নানারূপ চামড়ার জিনিস ও মিশ্রি—ও কোন কোন স্থানে সাবান কাগজ ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।—অন্যান্য প্রদেশে দেশীয় শিল্পের কোনরূপ উৎকৃষ্ট কার্য্য অধিক পরিমাণে হয় না।

৪। বাণিজ্য।

১৭৩। বিদেশীয় বাণিজ্য।—বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রদেশজাত সামগ্রী মধ্যে যাহা, দেশীয় লোকের ব্যবহার হইবার পর উদ্বৃত্ত হয়, তাহার কতক অংশ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ইত্যাদি স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশই সমুদ্রপোত যোগে ভিন্ন ভিন্ন দেশে, প্রধানতঃ ইংলণ্ডে. প্রেরিত হয়।

১৭৪। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সহিত বাণিজ্য।—এই বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক নহে। বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে ধান্য, চাউল, সুপারি প্রভৃতি প্রেরিত হয়।—আর সৈন্ধব লবণ, ডাল, ও কিয়ৎপরিমাণ পাথর ইত্যাদি আনীত হইয়া থাকে।

১৭৫। বিদেশীয় বাণিজ্যের স্থান।—কলিকাতা—মাতলা—চট্টগ্রাম—বালেশ্বর—ও কটক, এ পাঁচটী স্থানে যাবতীয় সামুদ্রিক অর্থাৎ বিদেশীয় বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সামুদ্রিক বাণিজ্যের কতক সামগ্রীর উপর গবর্ণমেন্ট শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই কয়েকটী স্থানে সেই শুল্ক গ্রহণ করিবার আপিশ আছে। এতদ্ভিন্ন অন্য স্থানে বিদেশীয় অর্ণবপোত প্রবেশ করিবার নিষেধ আছে।

১৭৬। রপ্তানী।—বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রদেশ হইতে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত সামগ্রী রপ্তানী হইয়া থাকে।—চাউল, গম, ছোলা ইত্যাদি শস্য—তিসি, তিল, সরিষা, ইত্যাদি তৈলযুক্ত বীজ—নীল, কোষ্টা, ও চট, চাঁচ ও লাক্ষার রঙ্গ—চিনি, সোরা, চামড়া—ইত্যাদি

সামগ্রী ভিন্ন ভিন্ন দেশে, প্রধানতঃ ইংলণ্ডে, চালান হয়।—আফিম প্রধানতঃ চীনদেশে চালান হয়।

১৭৭। আমদানী।—নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলি ভিন্ন ভিন্ন-দেশ, প্রধানতঃ ইংলণ্ড হইতে আমদানী হয়—সুতার ও পশমী কাপড়, লবণ, পুস্তক, কাগজ, বিলাতী সরাপ, বিলাতী খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি—লোহার জিনিস, তামা, পিত্তল, সীসা, টীন, টীনের কলাই করা লোহার চাদর, স্পলটু বা দস্তার চাদর, পারদ প্রভৃতি ধাতু —ইত্যাদি।

১৭৮। এক চেটীয়া সামগ্রী।—আফিম ও লবণ এক্ষণ গবর্ণমেণ্টের একচেটীয়া, অর্থাৎ অন্যে প্রস্তুত করিতে পারে না। পূর্ব্বে চট্টগ্রাম ও উড়িষ্যা বিভাগের অনেক স্থানে সমুদ্র জল হইতে বিস্তর লবণ প্রস্তুত হইত।—মাদক দ্রব্য, বারুদ, সোরা, গন্ধক প্রভৃতি বিক্রয়ের নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টে কর দিয়া লাইসেন্স অর্থাৎ অধিকার পত্র গ্রহণ করিতে হয়।

১৭৯। রপ্তানীর প্রণালী।—এদেশের সর্ব্বত্রই স্থানে স্থানে হাট আছে। সেখানে সপ্তাহে এক দিবস বা দুই দিবস নিকটস্থ গ্রামের কৃষকেরা স্বস্ব বৃক্ষ বা ক্ষেত্র উৎপন্ন সামগ্রী আনিয়া বিক্রয় করে। ক্ষুদ্র বণিকেরা এই সমুদয় সামগ্রী খরিদ করিয়া কতক দেশের মধ্যে ব্যবহার নিমিত্ত বাজারে বাজারে বিক্রয় করে কতক প্রধান প্রধান গঞ্জে নিয়া প্রধান বণিকদিগের নিকট বিক্রয় করে। তাঁহারা এই সমুদয়, জিনিষ অধিক পরিমাণে একত্রিত করিয়া, কলিকাতা প্রভৃতি বিদেশীয় বাণিজ্যের স্থানে চালান করেন। ইংরেজ চালানী বণিক অর্থাৎ হৌসওয়ালারা সেই সমুদয় সামগ্রী খরিদ করিয়া জাহাজে ইংলণ্ডে বা অন্যান্য দেশে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

১৮০। আমদানীর প্রণালী।—আমদানীর দ্রব্য গুলিও এই রূপ নানা হাত ঘুরিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে। হৌসওয়ালারা ভিন্ন দেশ হইতে জাহাজে মাল আনাইয়া প্রধান প্রধান বণিকদের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকেন। তৎসমুদয় তাঁহাদের নিকট হইতে খরিদ করিয়া অন্য মহাজনেরা, দেশ মধ্যে স্থানে স্থানে প্রেরণ

করেন। তাঁহাদের নিকট যাইতে খরিদ করিয়া দোকানদারেরা সর্ব্বত্র লইয়া গিয়া বিক্রয় করে।

১৮১। মেলা।—প্রধান প্রধান গ্রামে যে নিয়মিত হাট হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন কোন কোন স্থানে, বৎসরে একবার কোন বিশেষ দিনে, বৃহৎ মেলা হয়। সেখানে অনেকদূর হইতে মহাজন আসিয়া বহুপরিমাণে জিনিস বিকি কিনি করিয়া থাকে।

১৮২। মন্তব্য।—সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের বিবরণ গুলি ইতিহাসের ন্যায় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।—প্রথমতঃ, পাঠের অন্তর্গত বিষয় গুলি ছাত্রগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক।—দ্বিতীয়তঃ সেই সমুদয় বিষয় লইয়া বারংবার আলোচনা, এবং তৎসম্বন্ধে বহুসংখ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। ছাত্রগণ প্রথমতঃ পুস্তক দেখিয়াই সেই প্রশ্নের উত্তরদান করিবে।—তৃতীয়তঃ পাঠ লইবার সময় সমুদয় ছাত্রকে বার বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরীক্ষা ও পুনরালোচনা করা কর্ত্তব্য।

অষ্টম অধ্যায়। শাসন প্রণালী।

১। শাসন সম্পর্কীয় মূল ক্ষমতা।

১৮৩। বাঙ্গলার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর।—বাঙ্গলা, বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার, শাসনকর্ত্তা বাঙ্গলার লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর। তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের অধীন। পাঁচ পাঁচ বৎসর পর এক এক জন নূতন লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর নিযুক্ত হন।

১৮৪। ব্যবস্থাপক সভা ও ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেণ্ট।—আইন প্রস্তুত করিবার জন্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীনে একটী ব্যবস্থাপক সভা আছে।—শাসন সম্পর্কীয় অপরাপর কার্য্য কতকগুলি ডিপার্টমেণ্টে বিভক্ত আছে। প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কার্য্যকারক লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের অধীন থাকিয়া কার্য্য করেন। ইহাঁদিগের আপিশ কলিকাতায়। ইহাঁদিগের অধীনে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ও জেলায় স্থানীয় কার্য্যকারক আছেন।

১৮৫। আসামের চিফ কমিশনর।—আসামের শাসনকর্ত্তা চিফ কমিশনর। ইনি গবর্ণর জেনেরলের অধীন। আসামে স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা নাই। গবর্ণর জেনেরলের ব্যবস্থাপক সভাতেই আসামের জন্য আইন প্রস্তুত হয়। আসামের শাসন সম্পর্কীয় কার্য্যও, বাঙ্গলার ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেণ্টে বিভক্ত।

১৮৬। হাইকোর্ট।—বঙ্গদেশ ও আসামের বিচার সম্পর্কীয় মূল ক্ষমতা কলিকাতাস্থিত হাইকোর্টের হস্তে ন্যস্ত আছে। হাই-কোর্ট লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বা চিফ কমিশনরের অধীন নহেন।

২। রাজস্ব ও ফৌজদারী সম্পর্কীয় কার্য্য।

১৮৭। বোর্ড অব রেবিনিউ।—বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্য, যথা—জমিদারী মহালের অথবা গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল বা নিজ জমিদারীর খাজনা আদায় করা—আবকারী বা মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের কর আদায় করা—অন্যান্য টেক্স বা খাজনা আদায় করা—ষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় করা—আফিম প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা—বিদেশীয় বাণিজ্যের শুল্ক আদায় করা—ইত্যাদি বোর্ড অব রেবিনিউর কার্য্য। ইহাতে দুইজন মেম্বর ও দুইজন সেক্রেটরী আছেন।

১৮৮। কমিশনর কালেক্টর ও ডেপুটী কালেক্টর।—বোর্ডের অধীনে প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন কমিশনর, এবং কমিশনর দিগের অধীনে প্রত্যেক জেলায় এক এক জন কালেক্টর আর কালেক্টরদিগের অধীনে প্রত্যেক মহকুমায় এক এক জন ডেপুটী-কালেক্টর নিযুক্ত আছেন।

১৮৯। ইহারা রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যের সহিত, মাজিষ্টরীয়, অর্থাৎ ফৌজদারী বা দণ্ড বিধান সম্পর্কীয় বিচারের কার্য্যও সম্পা-দন করেন।

১৯০। প্রত্যেক বিভাগ মধ্যে কমিশনর, প্রত্যেক জেলাতে কালেক্টর মাজিষ্টর এবং প্রত্যেক মহকুমাতে ডেপুটীকালেক্টর-

মাজিষ্টর, সর্ব্ব প্রধান কার্য্যকারক বলিয়া, স্ব স্ব অধীনস্থ স্থানের সাধারণ শাসন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরূপ পরিগণিত হইয়া থাকেন।

১৯১। আইন বহির্ভূত স্থান।—ছোটনাগপুর প্রদেশ, এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম, দার্জিলিং, ও সাঁওতাল পরগণাজেলা, অনুন্নত স্থান ও তথায় লোকসংখ্যা কম বলিয়া, সেখানে অন্যান্য স্থানের ন্যায় সমুদয় আইন প্রচলিত নহে। শাসন সম্পর্কীয় অনেক কার্য্য শাসনকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই কয়েক স্থানের কালেক্টর-মাজিষ্টরদিগকে ডেপুটীকমিশনর এবং ডেপুটী-মাজিষ্টরদিগকে আসিষ্টাণ্ট কমিশনর, বলা গিয়া থাকে।

১৯২। কলিকাতা।—কলিকাতা নগরীর শাসন প্রণালী অন্যান্য জেলা অপেক্ষা ভিন্নরূপ। তথায় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য জেলার কার্য্যকারক হইতে ভিন্ন নামধেয় কার্য্যকারক নিযুক্ত আছেন।

১৯৩। রাজগণের অধিকার।—পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, কোচবিহার এবং উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত করপ্রদ মহাল, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্ব স্ব রাজগণের অধীন। তথায় ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি নিযুক্ত আছেন।

১৯৪। আসাম।—আসামের অন্তর্গত সমুদয় জেলাই আইন বহির্ভূত। চিফ কমিশনরের অধীনে প্রত্যেক জেলায় ডেপুটী কমিশনর, এবং মহকুমায় আসিষ্টাণ্ট-কমিশনর, আছেন। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা অপেক্ষাকৃত উন্নত বলিয়া তথায় অধিকাংশ কার্য্যই আইন অনুসারে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

৩। দেওয়ানী বিচার।

১৯৫। জজ ও মুনসেফ।—দেওয়ানী অর্থাৎ স্বত্ব সম্বন্ধীয় বিচারের জন্য, হাইকোর্টের অধীনে, প্রত্যেক জেলাতে এক এক জন জজ ও সবজজ, এবং প্রত্যেক মহকুমাতে বা জেলার মধ্যে

অন্য প্রধান স্থানে মুনসেফ, নিযুক্ত আছেন।—আইন বহির্ভূত জেলার ডেপুটী কমিশনর জজের কার্য্য করেন, এবং আসিষ্টাণ্ট কমিশনরগণ মুনসেফের কার্য্য করেন।

১৯৬। আপীল।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা মুনসেফীতে হইয়া থাকে। বড় বড় মোকদ্দমা, এবং মুনসেফদিগের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল সবজজ বা জজের নিকট হইয়া থাকে। তাঁহাদের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে আপীল হাইকোর্টে হয়।

১৯৭। ছোট আদালত।—নগদ টাকা সম্পর্কীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য প্রত্যেক জেলার সদর ষ্টেসনে ও অন্যান্য স্থানে ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত আছেন। ইহাঁদিগের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল নাই।

১৯৮। ফৌজদারী আপীল ও সেসন।—ডেপুটী মাজিষ্টরগণ যে ফৌজদারী বিচার করেন তাহার আপীল মাজিষ্টর, এবং মাজিষ্টরগণের বিচারের আপীল জজেরা নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমাগুলি মাজিষ্টর বা ডেপুটী মাজিষ্টরেরা, জজদিগের নিকট সেসনের বিচার জন্য প্রেরণ করেন। জজেরা, জুরি বা আসেসর অর্থাৎ কয়েক জন স্থানীয় লোক, সঙ্গে রাখিয়া, সেসনের বিচার করিয়া থাকেন।

৪। অন্যান্য ডিপার্টমেণ্ট।

১৯৯। পুলিস।—শান্তিরক্ষা এবং অপরাধীগণের দণ্ডবিধান পুলিসের কার্য্য। ইনস্পেক্টর জেনেরল পুলিসের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যকারক। ইহাঁর অধীনে দুইজন ডেপুটীইনস্পেক্টর জেনরল, ও তাঁহাদিগের অধীনে প্রত্যেক জেলায় একজন ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এবং তাঁহার অধীনে আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইনস্পেক্টর ও সবইনস্পেক্টরগণ, নিযুক্ত আছেন। ইহাঁদিগের অধীনে হেডকনেষ্টবল, ও কনেষ্টবল।—প্রত্যেক জেলার প্রধান প্রধান স্থানে পুলিস ষ্টেশন বা থানা, এবং থানার অধীনে পুলিস সেক্সন বা ফাঁড়ী আছে।

১২৮

২০০। শিক্ষা বিভাগ।—এই ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কার্য্য-কারক ডিরেক্টর। ইহাঁর অধীনে কয়েকজন ইনস্পেক্টর ও সহকারী ইনস্পেক্টর আছেন। একটী বা দুইটি বিভাগ এক এক ইনস্পেক্টরের অধীন। প্রত্যেক জেলাতে এক জন ডেপুটীইনস্পেক্টর, এবং প্রত্যেক ডেপুটীইনস্পেক্টরের অধীনে কয়েক জন সবইনস্পেক্টর আছেন। এই সমস্ত কর্ম্মচারী স্কুল পরিদর্শন ও তৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।—ইউনিবার্সিটী বা বিশ্ববিদ্যালয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটী সভা। তাহা শিক্ষা বিভাগ হইতে পৃথক। বৎসর বৎসর নিয়মিত পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া সার্টিফিকেট বা উপাধি দেওয়াই ইউনিবার্সিটীর কার্য্য।

২০১। পোষ্ট অর্থাৎ ডাক। এই ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কার্য্যকারক পোষ্টমাষ্টার জেনরল। তাঁহার অধীনে ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনরল আছেন। দুই তিন জেলা লইয়া এক এক জন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইনস্পেক্টর, এবং প্রত্যেক ডাকঘরে এক এক জন পোষ্টমাষ্টার, নিযুক্ত আছেন।—ডাকের পুলিন্দা একস্থান হইতে অন্য স্থানে পৌছাইবার জন্য যে সমুদয় লোক নিযুক্ত আছে তাহাদিগের বন্দোবস্ত ও পর্য্যবেক্ষণ করা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইনস্পেক্টরদিগের কার্য্য। এবং স্থানীয় সমুদয় চিঠী ও পুলিন্দা অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করা, ও অন্য স্থান হইতে আগত চিঠী ও পুলিন্দা বিতরণ করা, পোষ্টমাষ্টারদিগের কার্য্য।

২০২। টেলিগ্রাফ।—প্রধান কার্য্যকারক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ইনস্পেক্টরেরা তারের লাইন পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রধান প্রধান স্থান ষ্টেশন অর্থাৎ বার্ত্তা দিবার ও পাইবার যে আপিশ আছে তাহাতে স্থানীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন।—যে যে স্থান দিয়া রেলওয়ে গিয়াছে, সেখানে রেলওয়ে কোম্পানীর নিজ টেলিগ্রাফ আছে। ভারতবর্ষের প্রায় সমুদয় প্রধান স্থানই টেলিগ্রাফযোগে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত। আর ইংলণ্ড পর্য্যন্তও টেলিগ্রাফ আছে।

২০৩। পবলিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্ট।—গবর্ণমেণ্টের বাড়ী, রাস্তা, পুল ইত্যাদি প্রস্তুত ও মেরামত করা এই ডিপার্টমেণ্টের

কার্য্য। চিফ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, এবং প্রধান প্রধান জেলায় এক্জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদিগের অধীনে আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, ওবারসিয়ার প্রভৃতি কার্য্য করেন,—স্থানীয় রাস্তা, খাল ইত্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্য প্রত্যেক জেলার একজন ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার আছেন।—প্রত্যেক নগর বা জনপদের রাস্তা, ঘাট ইত্যাদি সম্পর্কীয় কার্য্যের জন্য স্থানে স্থানে মিউনিসিপল কমিটী আছে। অনেক স্থলে মিউনিসিপল কমিটীর অধিকাংশ সভ্য স্থানীয় লোক দ্বারা নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন।

১৩৫

দ্বিতীয়ভাগ। বিস্তৃত বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়। প্রেসিডেনসী বিভাগ।

১। সদরষ্টেসন ও মহকুমা ভিন্ন অন্যান্য প্রধান নগর।

১। চব্বিশ পরগণা।—কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কালীঘাটে প্রসিদ্ধ কালীর মন্দির। খিদিরপুর ও বালীগঞ্জ অনেক ইংরেজের বসতি ও কারবারস্থান। শিয়ালদহ পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ের প্রান্তস্থিত ষ্টেসন। তথায় পাটের কারখানা আছে। বালিয়াঘাটা বালাম চাউলের প্রধান আমদানী স্থান। বরাহনগরে চটের কল ও গবর্ণমেণ্টের কামানের কারখানা আছে। দমদমা ও ইছাপুরে গবর্ণমেণ্টের বারুদ ইত্যাদির কারখানা এবং গৌরিভা ও কামারহাটী গ্রামে চটের ও সূতার কল আছে।—মাতলা নদীর উপর পোর্টক্যানিং বা মাতলা। এইস্থানে চাউলের কারখানা আছে এবং জাহাজ আসিয়া থাকে। সাগর দ্বীপ তীর্থস্থান, তথায় বৎসর বৎসর মেলা হয়। কাজিপাড়া, কাঁঠালপাড়া, ভাঙ্গারহাট, খাড়ী প্রভৃতি স্থানে বাৎসরিক মেলা হয়। গোবরডাঙ্গাতে চিনির কারখানা আছে। জগদ্দলে অনেক নৌকার আমদানী হইয়া থাকে। দক্ষিণেশ্বর, পানিহাটী, সুখচর, নওয়াবগঞ্জ, হালিসহর প্রভৃতি স্থানে প্রধান বাজার আছে। চাপাহাটি, টালিগঞ্জ, গড়িয়া, জয়নগর, সূর্য্যপুর, মালঞ্চ, বাসড়া, প্রতাপনগর, রাজারহাট, চেৎলা প্রভৃতি স্থানে চাউলের ও সুন্দরী কাঠের বিকিকিনি ও অনেক নৌকার আমদানী হয়। দেবহাটীতে অনেক ঝিনুকের চূণ প্রস্তুত হয়। অন্যান্য নগর—বাঘজালা, কলারোয়া, বাড়ীহাটী, টাকী, রাজপুর, আলিপুর, মায়াপুর, রায়পুর, হোসেনাবাদ, ফলতা, আড়ীয়াদহ, আগরপাড়া, কুল্পী, কলিঙ্গা, গোবিন্দপুর, কদমগাছী, শ্যামনগর,

ইত্যাদি। খড়দহে গোস্বামী বংশীয়দিগের বসতি। বাঙ্গলাতে কলিকাতা, বারাকপুর ও দমদমা এই তিন স্থানে সৈন্য থাকে।

২। নদীয়া।—শান্তিপুর, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, সুন্দরপুর, ঘোষপাড়া, ফুলিয়া প্রভৃতি তীর্থস্থান। ইহার অনেক স্থানে বাৎসরিক মেলা ও গঙ্গাস্নান উপলক্ষে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। নবদ্বীপ সংস্কৃত আলোচনার প্রসিদ্ধ স্থান। প্রধান বাণিজ্য স্থান। চাপড়া, স্বরূপগঞ্জ, কাশিমপুর, চাকদহ, কালীগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁসখালী, আলমডাঙ্গা, ইত্যাদি। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান, উলা বা বীরনগর কুমারখালী, গোঁসাই দুর্গাপুর, কাঁচড়াপাড়া, জাগুলী, কুড়ালগাছি, মুড়াগাছা, দেবগ্রাম, পলাসী ইত্যাদি।

৩। মুরশিদাবাদ।—বেলডাঙ্গা, নয়গ্রাম, সূতী, আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, মুররই, বালুচর, ছাপঘাটী, ইত্যাদি বাণিজ্য স্থান। দৌলতাবাদ, ভগবানগোলা, কাসিমবাজার প্রভৃতি পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ কারবার স্থান ছিল। এই সকল স্থানে অনেক রেশমের কারবার ছিল। এইক্ষণও এই জেলার কোন কোন স্থানে, বিশেষতঃ মৃজাপুরে রেশমের কারবার আছে। খাগড়াতে উৎকৃষ্ট কাঁসা ও পিতলের জিনিস প্রস্তুত হয়। বেলিয়া নারায়ণপুরে পূর্ব্বে লোহা প্রস্তুত করিবার কারখানা ছিল। ধূলিয়ানে ও রঘুনাথগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বাৎসরিক মেলা হয়।

৪। যশোহর।—প্রধান প্রধান বাণিজ্যস্থান—কলকিয়হাট, আলাইপুর, কেশবপুর, চৌগাছা, খাজুরী, বসুন্দিয়া, কোটচাঁদপুর, নলদী, কালীগঞ্জ, রাজাহাট, নারিকেলবাড়ীয়া, লক্ষ্মীপাশা, নলডাঙ্গা ইত্যাদি। এই সমুদয় স্থানে অনেক গুড় ও চিনির কারখানা আছে। বিনোদপুর, জয়দীয়া, জয়পুর, কাশিমপুর, আঠারখাদা, কালীয়া, নলডাঙ্গা, বনগ্রাম, মহেশপুর ইত্যাদি অনেক ভদ্রলোকের বসতি স্থান।

৫। খুলনা।—সেনেরবাজার, আলাইপুর, ফকীরহাট, বাগেরহাট, ফুলতলা, তালা প্রভৃতি বাণিজ্য স্থান। মোরেলগঞ্জ, চাঁদখালি, মসজিদকুড় প্রভৃতি, সুন্দরবনের নূতন আবাদ মধ্যে স্থাপিত বাণিজ্য

স্থান। সেনহাটী বৈদ্যের প্রধান কুলীনদিগের বাসস্থান। কপিল-মুনি পুরাতন স্থান; এখানে চৈত্রমাসে মেলা হয়।

২। শাখানদীর গতি ও তীরস্থিত নগর।

৬। ভাগীরথী।—মুরশিদাবাদ জেলায় উত্তর পশ্চিমে সুতী নামক স্থান হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ দিকে গিয়াছে। গঙ্গার যে অংশ হইতে ভাগীরথী বহির্গত হইয়াছে তাহার নাম ছাপঘাটির মোহানা। ভাগীরথী প্রথমতঃ মুরশিদাবাদ জেলার মধ্যদিয়া; পরে বর্দ্ধমান, হুগলি, হাবড়া, মেদিনীপুর জেলা পশ্চিমে; এবং নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলা পূর্ব্বে রাখিয়া; সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। নবদ্বীপ নগরের নিকট যে স্থানে ভাগীরথী জলাঙ্গীর সহিত মিলিত হইয়াছে সেই স্থান হইতে ভাগীরথীর নাম হুগলী নদী। যে স্থানে ভাগীরথী সমুদ্রে পতিত হইয়াছে তাহার নাম গঙ্গাসাগর।

৭। এই নদীর পূর্ব্বপারে মুরশিদাবাদ জেলায় বালুচর, মুরশিদাবাদ, এবং বহরমপুর নগর সংস্থিত আছে। পশ্চিম পারে জঙ্গীপুর ও আজীমগঞ্জ। তৎপর পশ্চিম পারে বর্দ্ধমান জেলায়—কাটোয়া—অগ্রদ্বীপ—নবদ্বীপ—ও কালনা; হুগলি ও হাবড়া জেলায়—ত্রিবেণী—হুগলী—চুঁচুড়া—চন্দননগর—বৈদ্যবাটি—শ্রীরামপুর—কোন্নগর—উত্তরপাড়া—বালী—হাবড়া—ও উলুবেড়ীয়া; এবং মেদিনীপুর জেলায় খেজুরী নগর অবস্থিত আছে। পূর্ব্বপারে, নদীয়া জেলায়—শান্তিপুর—চাকদহ—সুখসাগর—ও কাঁচড়াপাড়া; এবং চব্বিশপরগণাজেলায়,—হালীসহর—নৈহাটী—চানক—বরাহনগর—কলিকাতা—ডায়মণ্ডহারবার এবং কুল্পী-নগর অবস্থিত আছে।

৮। জলাঙ্গী বা খড়িয়া।—মুরশিদাবাদ ও নদীয়া জেলার সন্ধিস্থলে জলাঙ্গী নগরের নিকট দিয়া বাহির হইয়াছে। প্রথমতঃ মুরশিদাবাদ ও নদীয়া জেলার সাধারণ সীমা দিয়া, তৎপর খড়িয়া নামে নদীয়া জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ পারে নদীয়া নগর রাখিয়া নবদ্বীপের অপর পারে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

৯। মাথাভাঙ্গা বা চূর্ণী।—জলাঙ্গীর মোহানার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে মাথাভাঙ্গা নদী নদীয়া জেলার মধ্যদিয়া চূর্ণী নামে চূয়াডাঙ্গা—রামনগর—কৃষ্ণগঞ্জ—হাঁসখালী—ও রাণাঘাট নগর পূর্ব্বপারে রাখিয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

১০। গড়ই।—নদীয়া জেলাতে কুষ্টিয়ার সম্মুখে ডাকদহের মোহানা হইতে বহির্গত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে যশোহর জেলার পূর্ব্বসীমা এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের পশ্চিম সীমা দিয়া, মধুমতী, এলেনখালী, বলেশ্বর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে হরিণঘাটা নামক প্রশস্ত মোহানা দিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে।—তীরস্থিত নগর, কুমারখালী, কালীগঞ্জ ইত্যাদি।

১১। আদিগঙ্গা।—কলিকাতার দক্ষিণ হইতে পূর্ব্বদিকে মাতলা নগর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। কলিকাতার উত্তর হইতে বালিয়াঘাটা খাল ও হাড়োয়ার দক্ষিণ হইতে বিদ্যাধরী নদী, মাতলা নগরের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে আদিগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। তৎপর এই নদী, মাতলা নামে, সুন্দর বনের মধ্য দিয়া দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে।

১২। ইচ্ছামতী।—কৃষ্ণগঞ্জের নিকট চূর্ণী নদী হইতে দক্ষিণ দিকে আসিয়াছে। নদীয়া জেলাতে এই নদীর পূর্ব্বপারে সোনাগঞ্জ ও বনগাঁ অবস্থিত আছে। তৎপর ইচ্ছামতী চব্বিশপরগণা জেলাতে, বসুরহাট ও টাকীর উত্তর দিয়া, যমুনা নামে, রায়মঙ্গল নামক প্রশস্ত মোহানাতে সমুদ্রে পড়িয়াছে।

১৩। কবদক বা কপোতাক্ষী। রামনগরের নিকট চূর্ণী নদী হইতে নির্গত হইয়া সুন্দরবনে আসিয়াছে। পশ্চিম দিকে ভিনা, সোণাবাড়িয়া বা কল্লতোয়া নামক ইহার এক শাখা বাহির হইয়া পুনরায় কবদকের সহিত মিলিত হইয়াছে। অনন্তর পাঙ্গাসিয়া নামে, মালঞ্চী নামক মোহানাতে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।—তীরস্থিত নগর, মহেশপুর, কোটচাঁদপুর, চৌগাছা ঝিঁকারগাছা ও ত্রিমোহনী।

১৪। ভৈরব।—জলাঙ্গীর মোহানার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আখেরীগঞ্জের নিকট জলাঙ্গী হইতে বহির্গত হইয়া, পূর্ব্বাপারে মেহের-

১৩৪

পুর রাখিয়া, কাপাসডাঙ্গার নিকট মাথাভাঙ্গাতে প্রবেশ করিয়াছে।

১৫। কুমার।—নদীয়া জেলাতে মাথাভাঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইবার পর নবগঙ্গাতে পতিত হইয়াছে।

১৬। নবগঙ্গা।—মাথাভাঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নহাটা, নলদী, লক্ষীপাশা, লোহাগড়া প্রভৃতি স্থান পারে রাখিয়া মধুমতী অর্থাৎ গড়ইতে পতিত হইয়াছে।

১৭। দ্বিতীয় ভৈরব বা রূপসা।—নদীয়া ও যশোহর জেলার সীমাস্থলে, কবদ্দক হইতে উৎপন্ন হইয়া যশোহর নগরের নিকট দিয়া খুলনার সম্মুখে আসিয়াছে। সেখানে দক্ষিণাভিমুখে রূপসা নামক শাখা বিস্তার পূর্ব্বক, দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে, ফকিরহাট ও বাগেরহাটের নিকট দিয়া, কচুয়ার নিকট বলেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছে। রূপসা, পসর মোহানা দিয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকে পূর্ব্বোল্লিখিত ভৈরব ও এই ভৈরব একই নদী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।

১৮। আঠারবঙ্ক।—গড়ই হইতে পশ্চিম দিকে আসিয়া খুলনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভৈরবের সহিত মিলিত হইয়াছে।

৩। রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেশন।

১৯। পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।—এই রেলওয়ের চব্বিশপরগণার অন্তর্গত ষ্টেসন, শিয়ালদহ, দমদমা বেলঘরিয়া, খড়দহ, বারাকপুর, শ্যামনগর ও নৈহাটী। নদীয়া জেলার অন্তর্গত, কাঁচড়াপাড়া, মদনপুর, চাকদহ, রাণাঘাট, বগুলা, কৃষ্ণগঞ্জ, রামনগর, চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, পোড়াদহ, জগতী, কুষ্টীয়া, কুমারখালি ও খোকসা।

২০। কুষ্টীয়া ও কুমারখালী ষ্টেসনের মধ্যে এই রেলওয়ে গড়ই নদী পার হইয়া গিয়াছে। গড়ইয়ের উপর একটী বৃহদায়তন সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এই রেলওয়ের দৈর্ঘ্য শিয়ালদহ হইতে

গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত ১৫২ মাইল। পোড়দাহ হইতে দামুকদিয়া পর্য্যন্ত শাখার দৈর্ঘ্য ১৩ মাইল।

২১। মধ্যবাঙ্গলা রেলওয়ে।—কলিকাতা হইতে বনগ্রাম পর্য্যন্ত শাখার অন্তবর্ত্তী ষ্টেশন, শিয়ালদহ, দমদমা, চণ্ডীপুর, বারাসৎ, দত্তপুকুর, গোবরডাঙ্গা, চাঁদপাড়া, বনগ্রাম। রাণাঘাট হইতে বনগ্রাম পর্য্যন্ত শাখার অন্তর্ব্বর্ত্তী ষ্টেসন, রাণাঘাট, গগনাপুর, গোপালনগর, বনগ্রাম। এবং বনগ্রাম হইতে খুলনা পর্য্যন্ত শাখার অন্তর্ব্বর্ত্তী ষ্টেসন, বনগ্রাম, যাদবপুর, ঝিঁকারগাছা, যশোহর, নওয়াপাড়া, ফুলতলা, দৌলতপুর ও খুলনা।

২২। দক্ষিণবাঙ্গলা রেলওয়ে।—কলিকাতা হইতে সোণারপুর পর্য্যন্ত শাখার অন্তর্ব্বর্ত্তী ষ্টেসন, শিয়ালদহ, বালীগঞ্জ, যাদবপুর, গড়িয়া, সোণারপুর। সোণারপুর হইতে মাতলা পর্য্যন্ত শাখার অন্তর্ব্বর্ত্তী ষ্টেসন, সোণারপুর, চাঁপাহাটী, বাঁসড়া, ক্যানিং বা মাতলা। সোণারপুর হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত শাখার অন্তর্ব্বর্ত্তী ষ্টেসন, সোণারপুর, মল্লিকপুর, বারুইপুর, মোগ্রাহাট, সংগ্রামপুর, বাসলডাঙ্গা ও ডায়মণ্ডহারবার।

২৩। নলহাটী রেলওয়ে।—এই রেলওয়ে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলওয়ের লুপলাইনের নলহাটি ষ্টেসন হইতে পূর্ব্বদিকে গিয়াছে। মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ষ্টেসন, সাগরদীঘি, সাহাপুর ও আজিমগঞ্জ। নলহাটী হইতে আজিমগঞ্জ ২৭ মাইল।

দ্বিতীয় অধ্যায় বর্দ্ধমান বিভাগ।

১। সদর ষ্টেসন ও মহকুমা ভিন্ন অন্যান্য প্রধান নগর।

২৪। হুগলী।—মুসলমানে রাজত্ব সময়ে চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে ইয়ুরোপীয়দিগের কারবারের কুঠী ছিল। চন্দননগর এইক্ষণও ফরাসীদিগের অধিকৃত। বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, বলাগড় ও মগড়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। বালীতে প্রসিদ্ধ কাগজের

১৩৬

কল আছে। বাঁশবাড়ীয়া, বৈদ্যবাটী, গুপ্তিপাড়া, কোংরঙ্গ, মোল্লাই, উত্তরপাড়া, কোন্নগর. প্রভৃতি স্থানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি। সাঁতগা ও ত্রিবেণী অতি প্রাচীন কালে প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থান ছিল। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান—তারকেশ্বর, বন্দেল, বৈঁচি, ডুমুরদহ, হরিপাল প্রভৃতি। রাজবোলহাটে উত্তম কাপড় প্রস্তুত হয়। তারকেশ্বরে শিবের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। পেঁড়ো মুসলমানদিগের তীর্থস্থান।

২৫। হাবড়া, শিবপুর, শালিখা, ঘুসড়ী প্রভৃতি কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে বিস্তর কারখানা আছে। সাঁত্রাগাছি প্রভৃতি স্থানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি। অন্যান্য প্রসিদ্ধস্থান।—মাহেশ, মহেশরেখা, আমতা, প্রভৃতি। মাহেশের রথযাত্রা প্রসিদ্ধ।

২৬। বৰ্দ্ধমান।—কসবা, মানকর প্রভৃতি বাণিজ্যস্থান, রাধাকান্তপুর ও মেমারীতে কাপড় প্রস্তুত হয়। শিয়ারশোল, ইগের, হরিশপুর, চৌকীডাঙ্গা, বাসড়া, মঙ্গলকোট ইত্যাদিতে কয়লার খনি, সীতারামপুরে লোহার ও বেলগণিয়াতে প্রস্তরের খনি আছে। দেওয়ানগঞ্জ ও দিগনগরে পিতলের জিনিস প্রস্তুত হয়। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান।—শ্যামবাজার, বালী, দাঁইহাট-খণ্ডঘোষ, ঘুসকারা, শক্তিগড়, কান্না, ইন্দাস, সাহেবগঞ্জ, বুদবুদ ও সোনামুখী।

২৭। মেদিনীপুর।—চন্দ্রকোণা, খিরপাই, নাড়াজোল, কোয়াপাট প্রভৃতি স্থানে কাপড় প্রস্তুত হয়। দাসপুর ও আনন্দপুর রেশমের কারখানা ও নওয়াদাতে চিনির কারখানা আছে। কাসিয়াড়িতে তসরের কারবার আছে। রঘুনাথপুর ও কাশীজোড়াতে মসলন্দি মাদুর প্রস্তুত হয়। ঘাটাল, দাঁতন, বালিঘাই ও গড়বেতা বাণিজ্য স্থান। দীঘা ও চাঁদপুর সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী স্বাস্থ্যজনক স্থান। অন্যান্য প্রধান স্থান।—রামজীবনপুর প্রতাপপুর, সবঙ্গ, নারায়ণগড়, মুনিবগড, ইত্যাদি।

২৮। বাঁকুড়া।—বারজোয়া ও রাজগ্রাম, বাণিজ্যস্থান। অন্যান্য প্রধান স্থান।—ওলতা, চাঁটনা, গঙ্গাজলঘাটী, খাতরা-কোতলপুর ইত্যাদি।

১৩৭

২৯। বীরভূম। ইলামবাজারে লাক্ষার কারবার; এবং গণুটীয়া, সুরুল ও ময়ূরেশ্বরে রেশমের কারবার হয়। দুবরাজপুর বাণিজ্যস্থান। তাঁতিপাড়াতে কাপড় প্রস্তুত হয়; ইহার নিকটে তুমবকেশ্বর নামক উষ্ণ প্রস্রবণ। কেন্দুলী জয়দেবের জন্মস্থান, এইস্থানে বৃহৎ মেলা হয়। অন্যান্য প্রসিদ্ধস্থান; নাগর, বোলপুর ও নলহাটী।

৩০। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম এই তিন জেলার লোকবসতি অল্প। এখানে বহুসংখ্যক ধাঙ্গর, সাঁওতাল, কোলভিল প্রভৃতি পার্ব্বত্য লোক বাস করে।

২। উপনদীর গতি ও তীরস্থিত নগর।

৩১। ব্রাহ্মণী ও ময়ূরাক্ষী।—সাঁওতাল পরগণার পর্ব্বত হইতে ব্রাহ্মণী ও ময়ূরাক্ষী নদী বীরভূম জেলার মধ্য দিয়া আসিয়া, মুরশিদাবাদ জেলায় একত্রিত হইবার পর ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে।

৩২। অজয়।—ভাগলপুর জেলার দক্ষিণাংশে উৎপন্ন হইয়া প্রথমতঃ সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণাংশ দিয়া দক্ষিণদিকে তৎপর বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার মধ্যদিয়া পূর্ব্বদিকে, প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ার নিকট ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে।

৩৩। দামোদর ও বরাকর।—হাজারীবাগ জেলা হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়া মানভূম জেলার উত্তরাংশে বরাকর নগরের দক্ষিণে একত্রিত হইয়াছে। সেখান হইতে দামোদর নামে বীরভূম ও বাঁকুড়ার সাধারণ সীমা এবং বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। পরে বর্দ্ধমান নগর উত্তর পারে রাখিয়া, হুগলী ও হাবড়া জেলার মধ্যদিয়া শেষোক্ত জেলার দক্ষিণ কোণে ভাগীরথীতে পতিত হইয়াছে।

৩৪। রূপনারায়ণ।—মানভূম জেলা হইতে বাঁকুড়া ও হাবড়া জেলার মধ্যদিয়া পূর্ব্ব ও দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া তমোলুক নগরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ভাগীরথীতে পড়িয়াছে।—তীরস্থিত নগর, বাঁকুড়া ও তমোলুক।

১৩৮

৩৫। কাঁসাই বা কংসাবতী।—মানভূম জেলায় উৎপন্ন হইয়া, মানভূম ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যদিয়া, মেদিনীপুর নগর উত্তর পারে রাখিয়া, ভাগীরথীর মোহানাতে পতিত হইয়াছে।

৩৬। এই সমুদয় নদীর মধ্যে অজয়, দামোদর ও কংসাবতী প্রধান। এই কয়েকটী নদী অধিক প্রশস্ত নহে, কিন্তু বর্ষার সময়ে পশ্চিম দিকস্থ পর্ব্বত সমূহে অধিক বৃষ্টি হইলে অত্যন্ত বেগবতী ও প্রশস্ত হয়। রূপনারায়ণের স্রোতও এই সময়ে অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে। এই সমুদয় নদীর অধিকাংশই পার্ব্বত্য নদীর ধর্ম্ম বিশিষ্ট। ময়ূরাক্ষী নদী ১০০ মাইলের কিছু অধিক, অজয় প্রায় ১৩০ মাইল, দামোদর ২৬০ মাইল, এবং কংসাবতী ১৭০ মাইল।

৩। রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেসন।

৩৭। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে।—হাবড়া হইতে আরম্ভ করিয়া রেলওয়ে গঙ্গার ধার দিয়া কতক দূর উত্তরদিকে গিয়াছে। হাবড়া ও হুগলি জেলার অন্তর্গত গঙ্গার তীরস্থিত ষ্টেসন, হাবড়া, বালী, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী, ভদ্রেশ্বর, চন্দননগর, হুগলি ও ত্রিশবিঘা। তৎপর রেলওয়ে উত্তরপশ্চিম দিকে গিয়াছে। এই অংশে হুগলি জেলাস্থিত ষ্টেসন মগরা, খান্নান, পাণ্ডুয়া, বৈঁচী। বৰ্দ্ধমান জেলাতে মেমারী, শক্তিগড়, বৰ্দ্ধমান, কানু, মানকর, পানিগড়, রাজবন্দ, দুর্গাপুর, আন্দুল, রাণীগঞ্জ, আসেনশোল ও সীতারামপুর।

৩৮। এই (কর্ড) লাইনের একটী ক্ষুদ্রশাখা আন্দুল ষ্টেসন হইতে উত্তরদিকে মঙ্গলপুর ও তপস্বীনগরের কয়লার খাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে। আর একটী শাখা সীতারামপুর ষ্টেসন হইতে পশ্চিম-দিকে বরাকরের নিকটস্থ লোহার ও কয়লার খাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৩৯। এই রেলওয়ের একটী শাখা (অর্থাৎ লুপলাইন) কানু ষ্টেসন হইতে আরম্ভ হইয়া উত্তরদিকে গিয়াছে। এই অংশে বৰ্দ্ধ-মান জেলাস্থিত ষ্টেসন, ঘুসকরা ও ভেদিয়া, বীরভূম জেলাতে

বোলপুর, আহাম্মদপুর, সাঁইথিয়া, মল্লারপুর, রামপুরহাট ও নলহাটী।

৪০। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ের দৈর্ঘ্য, হাবড়া হইতে কান্নুষ্টেসন পর্য্যন্ত ৭৫ মাইল। কান্নু হইতে সীতারামপুর পর্য্যন্ত ১৩৮ মাইল। এবং কান্নু হইতে নলহাটী পর্য্যন্ত ১৪৫ মাইল। সমুদয়ে এই রেলওয়ের দৈর্ঘ্য হাবড়া হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত ৯৫৪ মাইল।

৪১। নলহাটী রেলওয়ে।—এই রেলওয়ের বীরভূম জেলাস্থিত ষ্টেসন, নলহাটী, টাকিপুর, নওয়াদা ও বথরা।

তৃতীয় অধ্যায়। রাজসাহী বিভাগ।

১। সদরষ্টেসন ও মহকুমা ভিন্ন অন্যান্য প্রধান নগর।

৪২। রাজসাহী। গোদাগাড়ী, ভবানীগঞ্জ, তাহেরপুর, আড়ানী, রণবাবা প্রভৃতি বাণিজ্যস্থান। কলম ও লালপুরে অনেক তামা ও পিতলের জিনিস প্রস্তুত হয়। নওগাঁতে ভারতবর্ষের ব্যবহৃত সমস্ত গাঁজা জন্মে। নাটোর, পুটীয়া, দিঘাপতিয়া, ডুবলহাটী, বলিহার স্থানীয় রাজগণের বসতিস্থান। নাটোর প্রসিদ্ধা রাণীভবানীর বাসস্থান ছিল। সরদহ, গালিমপুর, কাজলা, সাহেবগঞ্জ, পানানগর, দুর্গাপুর, প্রভৃতি স্থানে রেশম প্রস্তুত হয়। মান্দা ও খেতুরে বাৎসরিক মেলা হয়। অন্যান্য প্রধান স্থান বাঘা, তানোর, চারঘাট ইত্যাদি।

৪৩। পাবনা।—বেড়া, চাটমোহর, উলাপাড়া, রায়গঞ্জ ইত্যাদি বাণিজ্য স্থান। অন্যান্য প্রধান স্থান; বেলকুচী, সাহাজাদপুর, মথুরা, তাঁতিবন্দ, স্থলবসন্তপুর, পোরজনা, সলপ, ভারাঙ্গা ইত্যাদি। দোগাছি প্রভৃতি স্থানে উত্তম কাপড় প্রস্তুত হয়।

৪৪। বগুড়া।—শিবগঞ্জ, ছপচেঁচিয়া, বুড়ীতলা, চাদাইকোণা প্রভৃতি বাণিজ্যস্থান। মহাস্থানগড়, বাদলগাছি প্রভৃতি প্রাচীন স্থান। মহাস্থানগড়ের করতোয়া স্নান উপলক্ষে অনেক যাত্রীর

সমাগম হয়। অন্যান্য প্রধান নগর, চাঁদনীয়া, দমদমা, জামালপুর, সোণামুখী, নওয়াবগঞ্জ, সেরপুর ইত্যাদি।

৪৫। রঙ্গপুর।—মাহিগঞ্জ, নিসবতগঞ্জ, চিলমাড়ী, ডোমার, ভোটমারী, কালীগঞ্জ, বেতগাড়ী, সুন্দরগঞ্জ, বুড়ীরহাট, বদরগঞ্জ, কুলাঘাট, ঘোড়াঘাট, ভবানীগঞ্জ, সাহেবগঞ্জ, তারাগঞ্জ, গোবিন্দগঞ্জ ইত্যাদি বাণিজ্যস্থান। বড়বাড়ীতে হাতীর দাঁত ও মহিষের শৃঙ্গের জিনিস প্রস্তুত হয়। দরোয়াণীতে বাৎসরিক মেলা হয়। ভাগলি, পানিয়ালাঘাট, দুর্গাপুর ইত্যাদি স্থানে কাগজ প্রস্তুত হয়। অন্যান্য প্রধান স্থান, কাকিনিয়া, তুষভাণ্ডার, ডিমলা; কুরণবাড়ী, উলীপুর, পীড়গঞ্জ, সাদুল্লাপুর, সালমারী, ঘোড়ামারী, বাগডোগরা, পাঁচগাছি ইত্যাদি।

৪৬। দিনাজপুর।—প্রধান বাণিজ্যস্থান; কালীগঞ্জ, বীরগঞ্জ, ভবানীপুর, ইত্যাদি। ভবানীপুরে প্রসিদ্ধ নেকমৰ্দ্দনের মেলা হয়। অন্যান্য বাণিজ্যস্থান; পতিরাম, পত্নীতলা, হবরা, নওয়াবগঞ্জ, চূড়ামন, আটোয়ারী, রাইগঞ্জ, কন্তনগর, নওয়াবাজার, কাঁটানগর, জয়পুর, গঙ্গারামপুর, মহাদেবপুর, রাণীগঞ্জ, ঢাকাইল ইত্যাদি। অন্যান্য নগর; রাজারামপুর, হেমতাবাদ, চিন্তামন। কান্তনগরে কান্তজীর প্রসিদ্ধ মন্দির এবং দমদমার নিকট বাণরাজার বাড়ী ও গড় আছে। এই জেলাতে মহীপালদীঘি প্রভৃতি কতকগুলি প্রসিদ্ধ দীঘি আছে।

৪৭। কোচবিহার।—তারাগঞ্জ, ধবলকুঁড়ী, কড়ইবাড়ী, দিনহাটা ইত্যাদি এই জেলার প্রধান নগর।

৪৮। জলপাইগুড়ী।—হলদীবাড়ী, বক্সারদুয়ার, পাটগ্রাম, দেবীগঞ্জ, তেঁতুলিয়া ইত্যাদি এই জেলার বাণিজ্যস্থান। পচাগড়ে পিতল ও কাঁসার জিনিস প্রস্তুত হয়। অন্যান্য প্রধান নগর, ময়নাগুড়ি, রাজনগর, বোদা, চন্দনবাড়ী ইত্যাদি।

৪৯। দার্জিলিং।—করসিয়ং, ফাঁসিদেওয়া, পাঙ্খাবাড়ী, ডার্লিংকোর্ট ও ঠাকুরগঞ্জ এই জেলার প্রধান নগর। শিলিগুড়ি এবং করসিয়ং অন্য মহকুমা।

২। শাখানদী এবং উপনদীর গতি ও তীরস্থিত নগর।

৫০। মহানন্দা।—দার্জিলিঙ্গের উত্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া, পূর্ণিয়া জেলার পূর্ব্বাংশ ও মালদহ জেলার মধ্য দিয়া, মালদহ ও পুরাতন গৌড়নগরের নিকট দিয়া রামপুরবোয়ালীয়ার পশ্চিমে গোদাগাড়ীর নিকট গঙ্গায় পড়িয়াছে।—তীরস্থিত নগর, তেঁতুলিয়া, ফাঁসিদেওয়া।

৫১। আত্রাই।—কুচবিহারের উত্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলা দিয়া চলনবিলে পড়িয়াছে। তীরস্থিত নগর।—সাহেবগঞ্জ, পতিরাম, পত্নিতলা ইত্যাদি।

৫২। হুরাসাগর।—বেলকুচীর নিকট যমুনা হইতে পশ্চিমদিকে বহির্গত হইয়া, মথুরার নিকট পুনরায় যমুনাতে মিলিত হইয়াছে। তীরস্থিত নগর।—পোরজনা, বেড়া ইত্যাদি।

৫৩। করতোয়া।—কুচবিহারের উত্তর হইতে উৎপন্ন হইয়া জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর এবং বগুড়া জেলার মধ্যদিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া হুরাসাগরে পতিত হইয়াছে।—তীরস্থিত নগর।—কোঁয়রগঞ্জ, বগুড়া, সেরপুর ইত্যাদি।

৫৪। বড়ল।—বোয়ালীয়ার পূর্ব্বদিকে সড়দহ নগরের নিকট পদ্মা হইতে বহির্গত হইয়া রাজসাহী এবং পাবনা জেলার মধ্যদিয়া হুরাসাগরে পতিত হইয়াছে। তীরস্থিত নগর।—জোয়াইড়, ধুপল এবং চাটমোহর।

৫৫। ত্রিস্রোতা বা তিস্তা।—কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের কতকদূর উত্তরে, সিকিমের উত্তর সীমা হইতে উৎপন্ন হইয়া, লাচী নদী সিকিমের মধ্যদিয়া আসিয়া, দার্জ্জিলিঙ্গের পূর্ব্বে কুচবিহারে প্রবেশ করিয়াছে। সেখান হইতে সেই নদী ত্রিস্রোতা বা তিস্তা নামে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, ও রঙ্গপুর জেলার মধ্যদিয়া চিলমারীর নিকটে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। তিস্তার স্রোত অত্যন্ত প্রবল। তীরস্থিত নগর।—জলপাইগুড়ি, মেকলিগঞ্জ।

১৪২

৬। রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেসন।

৫৬। নর্থবেঙ্গল অর্থাৎ উত্তরবাঙ্গলা রেলওয়ে।—এই রেলওয়ে পদ্মার উত্তর পারস্থিত সারা ষ্টেসন হইতে আরম্ভ হইয়া উত্তর দিকে গিয়াছে। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত ষ্টেসন, সারা, গোপালপুর, মালঞ্চী, নাটোর, মাধানগর, আত্রাই, রাণীনগর, ও সুলতানপুর। বগুড়া জেলাতে নবাবগঞ্জ, জয়পুর ও হিলি। দিনাজপুর জেলাতে, ফুলবাড়ী ও পার্ব্বতীপুর। রঙ্গপুরে, সৈদপুর, দরওয়াণী, নীলফামারী, ডোমার ও চিলহাটী। জলপাইগুড়ির অন্তর্গত হলদিবাড়ী, জলপাইগুড়ি ও শিকারপুর। দার্জিলিং জেলাতে শিলিগুড়ি, চুনবতী, করসিয়ং, সোণাদা ও দার্জিলিং।

৫৭। এই রেলওয়ের একটী শাখা পার্ব্বতীপুর ষ্টেসন হইতে পশ্চিমদিকে চিরারবন্দ ও কাউগাঁও হইয়া দিনাজপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে; এবং অন্য একটা শাখা পূর্ব্বদিকে বদরগঞ্জ, শ্যামপুর, রঙ্গপুর, কাউনীয়া ও কুড়ীগ্রাম হইয়া যাত্রাপুর পর্য্যন্ত গিয়াছে। শেষোক্ত লাইনের কাউনীয়া ষ্টেসন হইতে অন্য একটী শাখা উত্তরাভিমুখে মোগলহাট পর্য্যন্ত গিয়াছে।

৫৮। উত্তরবাঙ্গলা রেলওয়ের দৈর্ঘ্য সারা হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত ১৯৬ মাইল; শিলিগুড়ি হইতে দার্জিলিং পর্য্যন্ত অংশের নাম দার্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে। ইহা পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া উঠিয়াছে, এই অংশের দৈর্ঘ্য ৫০ মাইল। পার্ব্বতীপুর হইতে যাত্রাপুর পর্য্যন্ত শাখার দৈর্ঘ্য ৫৪ মাইল।

চতুর্থ অধ্যায়। ঢাকাবিভাগ।

সদরষ্টেশন ও মহকুমা ভিন্ন অন্যান্য প্রধান নগর।

৫৯। ঢাকা।—সিদ্ধিগঞ্জ, মদনগঞ্জ, মিরকাদিম, সাভার,

ঘিওর জাফরগঞ্জ, ইত্যাদি বাণিজ্য স্থান। সোনারগাঁ, অতি প্রাচীন স্থান; রোমাণদিগের সময়ে উৎকৃষ্ট কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। জয়দেবপুর ও তেঁওতা, রাজা উপাধিবিশিষ্ট প্রধান জমীদারদিগের বাসস্থান। ষোলঘর, হাসারা, নারিসা, সোণারঙ্গ, বহর, শ্রীনগর, মালখানগর, মুড়াপাড়া, ধামারাই, মত্ত, বায়রা প্রভৃতি স্থানে অনেক ভদ্র লোকের বসতি। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান, কালীগঞ্জ, কাপাসীয়া, রাজাবাড়ী গোবিন্দপুর, নয়াবাড়ী ফিরিঙ্গিবাজার, রায়পুর, রূপগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ইত্যাদি।

৬০। ফরিদপুর।—সইদপুর, ভাঙ্গা, গোপালগঞ্জ, বোয়ালমারী, মধুখালী, কামারখালী, জামালপুর, কানাইপুর, বেতাঙ্গা ইত্যাদি বাণিজ্যস্থান। রাজনগরে রাজা রাজবল্লভের বাড়ী ও বহুতর কীর্ত্তি ছিল। তৎসমুদয় এক্ষণ পদ্মায় ভাঙ্গিয়াছে। এই নদীতে অনেক কীর্ত্তি ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া ইহার অন্যনাম কীর্ত্তিনাশা। কোটালীপাড়াতে অনেক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের বসতি। সাতোর উৎকৃষ্ট শীতল পাটীর জন্য বিখ্যাত। মুকসুদপুরের নিকট বাৎসরিক মেলা হয়। অন্যান্য নগর গৌড়নদী, মুলফতগঞ্জ, পাঁচচর, ইত্যাদি।

৬১। বাখরগঞ্জ।—নলছিটী, ঝালকাটী, সাহেবগঞ্জ, কালীগঞ্জ, সুবিদখালী, বাউফল, দৌলতখাঁ ইত্যাদি বাণিজ্যের স্থান। পিরোজপুর, ঝালকাটী, কলসকাটী, লাকুটীয়া, ভাণ্ডারিয়া, কালীপুরী, বানড়ীপাড়া, নলচিরা ইত্যাদি স্থানে বাৎসরিক মেলা হয়। ইহার অনেক স্থানে বহুসংখ্যক ভদ্রলোকের বসতি। অন্যান্য নগর নয়ামাটি, কাউখালী, কাঁচাবালিয়া, মেন্দিগঞ্জ, ধনিয়া, মনিয়া ইত্যাদি।

৬২। ময়মনসিংহ।—সেরপুর উন্নত স্থান; স্থানীয় সুশিক্ষিত জমীদার বাবুদের সাহায্যে ইহার অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। সুসঙ্গ দুর্গাপুর, মুক্তাগাছা, রামগোপালপুর ইত্যাদি রাজা উপাধিধারী বিখ্যাত জমীদারদিগের বাসস্থান। প্রধান বাণিজ্যস্থান; ভৈরববাজার, কঠিয়াদী, শম্ভুগঞ্জ, করিমগঞ্জ, ধাপুনীয়া, গোবিন্দগঞ্জ, সুবলখালী, দত্তেরবাজার, কালিয়া, চাপড়া, ললিতবাড়ী ইত্যাদি। বাগুনবাড়ীতে ব্রহ্মপুত্র স্নান উপলক্ষে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। আটিয়া

প্রাচীন মুসলমান জমিদারদিগের বসতিস্থান। কাগমারী অনেক ভদ্রলোকের বসতিস্থান ও তাহা পিতলের জিনিসের জন্য প্রসিদ্ধ। বাজিতপুরে পূর্ব্বে অনেক কাপড়ের কারবার হইত। বড়সীকুড়াতে বিস্তর পনির প্রস্তুত হয়। ভাবখালী নীলের কারবার স্থান। বরসীতে অনেক কাঠের কয়লা প্রস্তুত হয়। অন্যান্য নগর আমতলা, হামজানী, দেওয়ানগঞ্জ, নাগরপুর, মধুপুর, পিঙ্গনা, ঘোবগাঁও, ঈশ্বরগঞ্জ, হোসেনপুর ইত্যাদি।

২। শাখানদীর গতি ও তীরস্থিত নগর।

৬৩। চন্দনা।—ফরিদপুর জেলা দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইয়া গড়ইতে পতিত হইয়াছে।

৬৪। আড়িয়লখাঁ।—ফরিদপুরের পূর্ব্বে পদ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার উত্তরপূর্ব্বাংশ দিয়া তেঁতুলিয়া মোহানাতে পতিত হইয়াছে।—ইহার পারে মাদারিপুর।

৬৫। বিষখালী।—বাখরগঞ্জ জেলাতে, বরিশাল নগরের উত্তরে আড়িয়লখাঁ হইতে পশ্চিমদক্ষিণদিকে, প্রথমতঃ বরিশালের নদী তৎপর বিষখালী নামে, বরিশাল নগর পশ্চিমে রাখিয়া হরিণঘাটা মোহনাতে পতিত হইয়াছে।

৬৬। নলছিটার নদী।—বরিশাল নগরের কিছু দক্ষিণে বিষখালী হইতে পশ্চিমদিকে বহির্গত হইয়া, নলছিটী, ঝালকাঠী, ও পিরোজপুর নগরের নিকট দিয়া গড়ই বা হরিণঘাটা মোহানাতে পতিত হইয়াছে।

৬৭। বুড়ীশ্বর।—বিষখালী হইতে আর এক শাখা দক্ষিণ দিকে বহির্গত হইয়া, বাখরগঞ্জ নগর ও পটুয়াখালীর নিকট দিয়া অন্যান্য শাখা প্রশাখার সহিত মিলিত হইবার পর, বুড়ীশ্বর ও গলাচিপা নামে সমুদ্রে পতিত হইয়াছে।

৬৮। ধলেশ্বরী।—গোয়ালন্দের কতকদূর উত্তরে যমুনার পশ্চিম পারস্থিত সিলিমপুরের নিকট যমুনা হইতে বহির্গত হইয়া,

পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে ঢাকা জেলার মধ্য দিয়া পশ্চিমপারে মাণিকগঞ্জ ও পূর্ব্বপারে সাভার ও ফুলবাড়ীয়া রাখিয়া, মুন্‌সীগঞ্জের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে।

৬৯। বংশাই।—ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাংশস্থিত মধুপুরের গড় হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রথমতঃ ময়মনসিংহ তৎপর ঢাকা জেলা দিয়া ধামরাই গ্রাম পশ্চিম পারে রাখিয়া, সাভারের সম্মুখে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে।

৭০। বুড়ীগঙ্গা।—ফুলবাড়ীয়ার দক্ষিণে ধলেশ্বরী হইতে বাহির হইয়া ঢাকা নগরের দক্ষিণ দিয়া নারায়ণগঞ্জের পশ্চিমে পুনরায় ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে।

৭১। লক্ষা।—মধুপুরের গড়ের পূর্ব্বদিক হইতে বানার নদী ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণসীমা পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তথায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের এক শাখার সহিত মিলিত হইয়া লক্ষা নামে ঢাকা জেলা দিয়া, নারায়ণগঞ্জ পশ্চিমপারে রাখিয়া ধলেশ্বরীতে মিলিত হইয়াছে।

৭২। ধনু।—খাসিয়া পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্যান্য উপনদীর সহিত মিলিত হইবার পর ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্বাংশ দিয়া মেঘনার শিরে মিলিত হইয়াছে।

৩। রেলওয়ের প্রধান প্রধান ষ্টেশন।

৭৩। পূর্ব্ববাঙ্গলা রেলওয়ে।—এই রেলওয়ের ফরিদপুর জেলাস্থিত ষ্টেসন, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী, বেলগাছি, ও পাঙ্গসা।

৭৪। ঢাকা ময়মনসিংহ রেলওয়ে।—ঢাকা হইতে পূর্ব্বদিকে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত, এই অংশের অন্তর্ব্বর্ত্তী ষ্টেসন; ফুলাইগঞ্জ এবং হাজিগঞ্জ। ঢাকা হইতে উত্তরদিকে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত, এই অংশের অন্তর্ব্বর্ত্তী ষ্টেসন, টঙ্গী, জয়দেবপুর, শ্রীপুর, কাওরাইদ, গফরগাঁও, বালিপাড়া, কালিবাজার।

৭৫। এই রেলওয়ের দৈর্ঘ্য, ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত ১০ মাইল, এবং ঢাকা হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত ৭৫ মাইল।

পঞ্চম অধ্যায়। চট্টগ্রাম বিভাগ।

১। সদর ষ্টেসন ও মহকুমা ভিন্ন অন্যান্য নগর।

৭৬। চট্টগ্রাম।—পটীয়া, ভূর্ষি, বলঘাট, সেওড়াতলী, পড়ই-কোড়া, আনোয়ারা নয়াপাড়া, কুইপাড়া, ফতেয়াবাদ প্রভৃতি ভদ্রলোকের বসতিস্থান। মহাজনের হাট, সীতাকুণ্ডু, কুমিরা, নাজিরের হাট, নয়াপাড়া, লেম্বুরহাট প্রভৃতি স্থানের হাটে অনেক বিকিকিনি হয়। চন্দ্রনাথ ও তন্নিকটবর্ত্তী সীতাকুণ্ডু, বাড়বকুণ্ডু ও নবলক্ষ প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মহেশখালী দ্বীপে আদিনাথের মন্দির ও তীর্থস্থান। পাহাড়তলীতে মহামুনি নামক বৌদ্ধদিগের তীর্থ স্থান। কেনুয়া চাঁদপুর, ওয়াগা প্রভৃতি অনেক স্থানে চা বাগিচা আছে। কাক্সবাজার, রামু, হাড়ভাঙ্গা, মহেশখালী প্রভৃতি স্থানে অনেক মঘের বসতি। অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান, জোরোয়ার-গঞ্জ, মীরেশ্বরী, হাটহাজারী, ফটিকছড়ী, রাউজান, সাতকানীয়া প্রভৃতি।

৭৭। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম।—কাচালঙ্গ, মহাপ্রংবরাদম, মাণি-কছড়ী, বান্দরবন, গর্জ্জনী, ত্রিপুরাবাজার, দেমাগিরি, বরকল, চন্দ্রঘোনা, ইত্যাদি এই জেলার প্রধান নগর। মাণিকছড়ীতে মান রাজার ও বান্দরবনে রোমাং রাজার বাড়ী। দেমাগিরি সৈন্য থাকিবার স্থান। বরকলে কর্ণফুলী নদীতে একটী জলপ্রপাত আছে। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম সম্পূর্ণরূপে পর্ব্বতময় ও চাকমা, মঘ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পার্ব্বত্য লোকের বসতিস্থান।

৭৮। নওয়াখালী।—রায়পুরা, লক্ষীপুরা, বালালবাজার ভবানীগঞ্জ, চৌমহনী, দেওয়ানগঞ্জ, সিলনীয়া, নওদোনা ইত্যাদি বাণিজ্যস্থান। খিলপাড়া, দত্তপাড়া, করপাড়া, নন্দীগ্রাম, মঙ্গল-কান্দি প্রভৃতি ভদ্রলোকের বসতিস্থান। অন্যান্য প্রধানস্থান; বেগ-মগঞ্জ, রামগঞ্জ, ফরাসগঞ্জ, বামনী ইত্যাদি। জেলার পূর্ব্বসীমাস্থিত পার্ব্বত্য প্রদেশে, ছাগলনাইয়া, ফুলগাছী। হাতীয়া দ্বীপের প্রধান

নগর নিলক্ষী,বড়থিরী ও নলচিড়া। সন্দীপের প্রধান নগর হরিশপুর মুষাপুর, কালাপানীয়া, গাছুয়া ইত্যাদি।

৭৯। ত্রিপুরা।—নারায়ণপুর, হাজিগঞ্জ, চিতসী, কুঠিরহাট, ভোলাচঙ্গ, রামচন্দ্রপুর, লালপুর, গৌরীপুর, পাঁচপুকুরীয়া, কোম্পানীগঞ্জ, আলিয়ারগঞ্জ, ইত্যাদি বাণিজ্যস্থান। সরাইল, বিদ্যাকুট, কাইতলা, শ্যামগ্রাম, কালীগঞ্জ, চুমটা ইত্যাদি ভদ্রলোকের বসতিস্থান। অন্যান্য প্রধান নগর, বরকমতা, থোল্লা, দাউদকান্দি, নরসিংহপুর, লাকসাম, জগন্নাথদীঘি, চৌদ্দগ্রাম, কসবা, নবিনগর, মুরাদনগর ইত্যাদি।

৮০। পার্ব্বত্য ত্রিপুরা।—বিশালগড়, শ্বষামুখ, মাধবনগর, সবরাং, মকরাং, জস্তিরামপুর, চন্দ্রপুর, বাসাবাড়ী ইত্যাদি এক জেলার প্রধান নগর।

২। শাখানদী এবং উপনদীর গতি ও তীরস্থিত নগর।

৮১। বরাক।—মণিপুর প্রদেশের উত্তরাংশস্থিত পর্ব্বত হইতে বরাকনদী উৎপন্ন হইয়া, তাহার শাখা সুরমাসহ পশ্চিম দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়া, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ এই তিন জেলার সন্ধিস্থলে ভৈরববাজার নগরের নিকটে আসিয়াছে।—তীরস্থিত নগর কাছাড় ও হবিগঞ্জ।

৮২। সুরমা।—কাছাড় নগরের কিছু পশ্চিম হইতে সুরমা নামক শাখা বরাক হইতে উত্তরদিকে বহির্গত হইয়াছে। ইহা উত্তর ও পশ্চিমে ঘুরিয়া, শ্রীহট্ট জেলার মধ্যদিয়া পুনরায় বরাক নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।—উত্তর পারে শ্রীহট্ট, ও দক্ষিণ পারে ছাতক ও সোণামগঞ্জ অবস্থিত।

৮৩। ঘুমতি।—স্বাধীন ত্রিপুরার মধ্যভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া ত্রিপুরা জেলার মধ্যদিয়া পশ্চিমদিকে আসিয়া, দাউদকান্দী নগরের সম্মুখে মেঘনায় পতিত হইয়াছে।—ইহার পারে স্বাধীন, ত্রিপুরার উদয়পুর ও সোণামুড়া এবং ত্রিপুরা জেলায় কুমিল্লা, মুরাদনগর ও গৌরীপুর।

১৪৮

৮৪। তিতাস।—মেঘনার সোতা, ত্রিপুরা জেলার উত্তরাংশে বারংবার ঘুরিয়া মেঘনাতে পতিত হইয়াছে।—তীরস্থিত নগর ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

৮৫। ডাকাতিয়া।—ত্রিপুরা জেলার পূর্ব্বদক্ষিণ হইতে ঐ জেলার দক্ষিণাংশ দিয়া পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হইবার পর, রায়-পুরের নিকট মেঘনাতে পতিত হইয়াছে। ইহার এক শাখা চাঁদপুরের নিকট মেঘনাতে পড়িয়াছে।

৮৬। ধনাগোদা।—দাউদকান্দীর পশ্চিম হইতে দক্ষিণদিকে, চাঁদপুরের কিঞ্চিৎ উত্তরে, মেঘনাতে পড়িয়াছে।

৮৭। বড় ফেণী ও ছোট ফেণী।—পার্ব্বত্য ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ হইতে, বড়ফেণী নওয়াখালী ও চট্টগ্রামের সাধারণ সীমা দিয়া আসিয়া, এবং ছোটফেণী নওয়াখালী জেলার পূর্ব্বাংশ দিয়া আসিয়া, একত্র হইবার পর সন্দ্বীপ প্রণালী বা বামণী নদীর মোহানাতে পতিত হইয়াছে।

৮৮। কর্ণফুলী। পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলার পূর্ব্বস্থিত পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, উত্তর ও দক্ষিণ হইতে আগত অন্যান্য পার্ব্বত্য নদীর সহিত মিলিত হইবার পর, পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম জেলাতে রাঙ্গামাটী নগর, ও চট্টগ্রাম জেলাতে চট্টগ্রাম নগর, উত্তর পারে রাখিয়া, বঙ্গীয় অখাতে পতিত হইয়াছে।

৮৯। সংখ্য ও মাতামুহুরী।—পার্ব্বত্যচট্টগ্রামের পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাংশ দিয়া, বঙ্গীয় অখাতে পড়িয়াছে।

৩। রেলওয়ে।

৯০। নারায়ণগঞ্জ হইতে পূর্ব্বদক্ষিণদিকে কুমিল্লা হইয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত, এবং উত্তরপূর্ব্বদিকে শ্রীহট্ট. কাছাড় পর্য্যন্ত রেল-ওয়ে হওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। সম্প্রতি চাঁদপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত রেলওয়ে লাইন প্রস্তুত হইবার কথা চলিতেছে।

সম্পূর্ণ।

260

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মাহাত্ম্য

ও

শ্রীক্ষেত্র-তত্ত্ব-সুধা।

অর্থাৎ

পুরি, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল, কোনারকাদি মাহাত্ম্য।

আদি, মধ্য ও শেষ প্রকরণ।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত ও প্রকাশিত।

[পঞ্চম সংস্করণ]

শ্রীশ্রীজগন্নাথধাম।

 মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।



শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিমূর্ত্তি।

যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিবার জন্য কোটী মানব পথের ভিখারী, তাঁহাকে স্বরূপে দেখিয়া কোটী কোটী প্রণাম করি। তিনি যেমন আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন না, আমরাও যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি, ইহাই আমাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ঠাকুরবাড়ী।

"বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে জাবজ্জীবং বসেন্নরঃ।
প্রাপ্নোতি যৎ ফলং রাজন্ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥
দিনমেকং বসেৎ যস্তু সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত।
তৎফলং সমবাপ্নোতি ন কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে যদি॥
যা গতির্যোগযুক্তস্য বারাণস্যাং মৃতস্য চ।
সা গতির্ঘটিকার্দ্ধেন পুরুষোত্তম দক্ষিণে॥"

শাস্ত্রের উক্তি এই যে, কাশী, কুরুক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রে এক বৎসর বাস করিলে যে ফল হইবে, শ্রীক্ষেত্রে একদিন থাকিলে সেইফল হয়। "শ্রীক্ষেত্র" এই নাম একবার ভক্তিভরে উচ্চারণ করিলে সকল পাপ যায়।

শ্রীক্ষেত্রকে আমরা ঠাকুরবাড়ী বলি। প্রিয় পাঠক পাঠিকা, আজ তুমি ঠাকুরবাড়ী আসিয়াছ। আজ তোমার প্রাণ আশা ও আনন্দে ভরা—চির-সঞ্চিত পাপরাশি পরিষ্কৃত হইয়া প্রাণ পুণ্যে পূর্ণ হইবে। এক্ষণে সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য এই যে, কোথায় কি আছেন এবং কিরূপ করিয়া ঠাকুর দর্শন করিতে হয়, তাহা জানা। এই

মহদুদ্দেশে তোমাকে সাহায্যার্থ এই পুস্তকখানি তোমার হস্তে অর্পণ করিতেছি। তিন দিন বা চারি দিন দূরের কথা, দশ বৎসর এখানে থাকিয়া তুমি যাহা না জানিতে পারিতে, একবার মাত্র ইহা পাঠ করিলে তাহা জানিতে পারিবে। আর যাঁহারা এখানে আসিতে পান নাই, তাঁহাদিগকেও এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে বলি, কেননা, দেবদর্শনে যেরূপ পুণ্য হয় তাঁহার গুণানুবাদ শ্রবণ, পাঠ ও কীর্ত্তন তদনুরূপ পুণ্যপ্রদ। দেবদর্শনের প্রকৃত প্রণালী অবগত হইলে সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব অবস্থায় দেব-দর্শন সহজ হয়। বেদ বেদান্ত রামায়ণ মহাভারত গীতাভাষ্য প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় শ্রীশ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্য ও শ্রীক্ষেত্র-তত্ত্বসুধা জ্ঞান ও ভক্তিসহকারে যতই পাঠ করিবে, ততই পুণ্যলাভ হইবে। এই পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়াতে ভক্তিপরায়ণ ধার্ম্মিকের প্রাণে এক অভিনব জ্ঞান ভক্তির সম্মিলন সংঘটনে সক্ষম হইবে বুঝিতে পারিয়া কে না আনন্দিত হইবেন।

আমার প্রিয় অমরধামের যাত্রিগণ! এতদিন এখান হইতে প্রতিগমনকালীন আত্মীয় বন্ধুদের নিমিত্ত সামান্য অকিঞ্চিৎকর নশ্বর জিনিষ লইয়া

যাইতেছিলে আজ সমস্ত শ্রীক্ষেত্রকে এক নব আলোকে আলোকিত করিয়া নববেশে বিভূষিত করিয়া নব ভাবে গলাইয়া দিয়া সুধারূপে তোমার হস্তে দিতেছি। এই "শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মাহাত্ম্য ও শ্রীক্ষেত্র-তত্ত্ব-সুধা" প্রত্যেকে পান করিয়া এবং প্রত্যেককে পান করাইয়া—নূতন মানুষ হইয়া যাও, এই প্রাণের প্রার্থনা।

১লা বৈশাখ ১৩১৬ সাল।
৮৩ নং বড় ডাণ্ড
পুরী।

বিনীত,—
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

১৫৬

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মাহাত্ম্য

ও

শ্রীক্ষেত্র-তত্ত্ব-সুধা।

———:o:———

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্তব।

"ওঁ পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
মহোরসং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পাণিং মুকুটাঙ্গদভূষিতম্।
সর্ব্বলক্ষণসংযুক্তং বনমালাবিভূষিতম্॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বযক্ষ বিদ্যাধরোরগৈঃ।
সেব্যমানং সদাচারু কোটীসূর্য্যসমপ্রভম্॥
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম
মন্ত্র। ওঁ জগন্নাথ দেবায় নমঃ।"

নীলেন্দ্রমণিময় নীলমাধব মূর্ত্তি ও দারুময়মূর্ত্তি মাহাত্ম্য।

প্রথম এক পরার্দ্ধ কাল ভগবান্, নীলমণিময় নীলমাধব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শ্রীক্ষেত্রমধ্যস্থ নীলাচলে অক্ষয়বটের শীতল ছায়ায় নিকুঞ্জনিলয়ে মণিময় বেদিকোপরি স্বর্ণপদ্মাসনে অবস্থান করিতেছিলেন।

ভগবান্ সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সেই নিভৃত নিবাসে কেবল কমলাদেবীসহ অবস্থান করিতেন। কমলাদেবী কখন ভগবানের বক্ষঃসংলগ্না হইয়া কখন বীণাধ্বনি করিয়া পরম সুখে অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। তদনন্তর যমের স্তব-স্তুতি ও প্রার্থনায় যে দিন বিদ্যাপতি নীলাচল হইতে অবন্তী নগরে প্রত্যাগমন করেন, সেই দিন অপরাহ্নে প্রবল ঝটিকাযোগে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকা দ্বারা নীলাচল আচ্ছাদিত ও নীলমাধব মূর্ত্তি প্রোথিত হইয়া গেলে ভগবান্ পাতালে গমনপূর্ব্বক অন্তর্হিত হন।

তৎপরে দ্বিতীয় পরার্দ্ধ কাল ভগবান্, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা সুদর্শনচক্র এই চারি দারুময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নীলাচলে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত শ্রীমন্দিরে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

সমুদ্রের উত্তর কূলে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে পূর্ণানন্দময় ব্রহ্ম দারু শরীরে স্থিতি করিতেছেন। দক্ষিণে জগন্নাথ, বামে বলরাম, মধ্যে সুভদ্রা ও জগন্নাথদেবের বামপার্শ্বে সুদর্শনচক্র দৃষ্ট হইবে। ইঁহা-দিগকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া তিনবার বেদী প্রদক্ষিণ করিবে। পরে মন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে নিষ্ক্রান্ত হইবে। জগন্নাথদেবের ললাটে হীরকজ্যোতিঃ দেখিতে হইবে।

শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য।

"উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরব॥"

উৎকলে ভগবতীর নাভী পতিত হয়। ইহাকে বিরজাক্ষেত্র বলে। এখানে বিমলাদেবী ও জগন্নাথ নামে ভৈরব আছেন।

১৫৭

পুরাণে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য যেরূপ বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে, অন্য কোন তীর্থের মাহাত্ম্য সেরূপভাবে নাই। জীবের ভববন্ধন বিমোচন জন্য পুরুষোত্তমক্ষেত্র অপেক্ষা আর অন্য কোন শ্রেষ্ঠতম ক্ষেত্র নাই। কেননা, শ্রীক্ষেত্রে সাক্ষাৎ ভগবান্ দারুময় রূপ ধারণ করিয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। এইজন্য পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রকে ভূস্বর্গ বলা হইয়া থাকে। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের অপর একটী নাম দশাবতারক্ষেত্র। এই নাম হইবার তাৎপর্য্য এই যে, এইস্থানেই ভগবান্ পর্য্যায়ক্রমে দশবিধ অবতার হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে লীলা করিয়াছিলেন। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যে কোন জীব হউক না কেন, এখানে মৃত্যু হইলে তাহার মুক্তি-লাভ হইয়া থাকে। মরণের সঙ্গে সঙ্গে নবজীবন পায়।

বিরাজমণ্ডল হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত পুরুষোত্তমক্ষেত্রের আয়তন দশ যোজন। ইহা চারি মণ্ডলে বিভক্ত। নীলাচলের সহিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান পাঁচ ক্রোশ শঙ্খমণ্ডল। মহানদী তীরস্থ ভুবনেশ্বর চক্রমণ্ডল। বৈতরণী তীরবর্ত্তী যাজপুর গদামণ্ডল। চন্দ্রভাগা নদীতীরবর্ত্তী অর্কক্ষেত্র পদ্মমণ্ডল।

মহাপ্রসাদ ও নির্ম্মাল্যমাহাত্ম্য।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দিবারাত্রিতে ৫৬ ভোগ হয় এবং প্রধানতঃ তিন ধুপ ও পাঁচ বিশ্রাম নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রত্যেক ভোগই প্রথমে পুরীর রাজার রাজভোগ, তৎপরে প্রসাদ বিক্রেতাদিগের সাধারণ ভোগ হয়। কানিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সকল প্রকার উত্তম ভোগই ক্রয় করিতে পারা যায়। আবার দুই চারি পয়সায়ও প্রসাদ পাওয়া যায়।

এখানে জাতিভেদ না থাকাতে মহাপ্রসাদ নীচ জাতিতে স্পর্শ করিলেও তাহা অপবিত্র হয় না। চণ্ডাল স্পর্শিত মহাপ্রসাদ ব্রাহ্মণে স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিতে পারেন।

এই প্রসাদকে সাধারণ অন্ন বোধে অবজ্ঞা করিলে কোটীকল্প পর্য্যন্ত নরকে থাকিতে হয়।

মহাপ্রসাদ ভক্ষণের পূর্ব্বে মস্তকে ধারণ করিতে হয়। মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি করিবে ও দরিদ্রদিগকে দান করিবে।

দূরদেশে লইয়া যাইবার জন্য এই প্রসাদ শুষ্ক করিয়া বিক্রয় হয়। শুষ্ক মহাপ্রসাদ যাত্রিগণকে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। মহাপ্রসাদ শুষ্ক হইলেও তাহার মাহাত্ম্য নষ্ট হয় না।

এখানে বলি দিবার নিয়ম নাই, কেবল বিমলাদেবীর নিকট বৎসরান্তে একটী মাত্র বলি হয়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্য পূজা-পদ্ধতি।

১। দুন্দভিধ্বনি ও আরতি দ্বারা জাগরণ।

২। দন্ত ধাবন জন্য কাষ্ঠ প্রদান। ৩। বস্ত্র পরিধান।

৪। সকাল ধূপ বা বাল্যভোগ। ইহাতে ক্ষীর, নবনীত, দধি ও নারিকেল প্রদত্ত হয়।

৫। পূর্ব্বাহ্ণ ভোগ—দশটায় ক্ষেচরান্ন ও পিষ্টক।

৬। দ্বিপ্রহর ধূপ বা মধ্যাহ্ণ ভোগ। ইহাতে অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হইয়া আরতি হয় তৎপরে ৪টা পর্য্যন্ত দ্বার বন্ধ থাকে, পরে

৭। নিদ্রাভঙ্গ ও জিলাপী ভোগ।

৮। সান্ধ্য ধূপ বা বৈকাল ভোগ। ইহাতে খাজা, গজা, মতিচুর, দধি প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হয়।

৯। বড় শৃঙ্গার ভোগ বা নৈশ ভোগ। ইহাতে নানাবিধ দ্রব্য দেওয়া হয়।

প্রত্যেক বার ভোগের সময় ১ ঘণ্টা মন্দির দ্বার বন্ধ থাকে এবং নাট মন্দিরে নৃত্য গীত ও বাদ্য হইতে থাকে।

রাজবাড়ী হইতে প্রস্তুত হইয়া যে ভোগ আসে, তাহাকে "গোপাল-বল্লভ" বলে। গোপাল ভোগ বড় মিষ্ট।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বেশ-মাহাত্ম্য।

সকালে মঙ্গল আরতি বেশ। অপরাহ্ণে প্রহর-বেশ। বিশেষ কার্য্য না থাকিলে আরাম-বেশ। সন্ধ্যার পর বড়-শৃঙ্গার-বেশ। তদ্ব্যতীত বুদ্ধবেশ, দামোদর-বেশ, পাবন্দি-বেশ, বামন বেশ, গণেশ-বেশ হয়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উৎসব।

১। চন্দন যাত্রা—অক্ষয় তৃতীয়ায় আরম্ভ হইয়া ২২ দিন থাকে। মদনমোহনকে চন্দনে লিপ্ত করিয়া নরেন্দ্র সরোবরে নৌকায় আরোহণ করাইয়া ভ্রমণ করান হয়।

২। রুক্মিণী-হরণ একাদশী—এই দিন মদনমোহন গুণ্ডিচা উদ্যানে রুক্মিণীকে হরণ করিয়া অক্ষয়বটমূলে বিবাহ করেন।

৩। স্নানযাত্রা—জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে স্নান-বেদীর উপর বিগ্রহ সকলকে রোহিণীকুণ্ডের জল দ্বারা স্নান করান হয়। লক্ষ্মীদেবী তখন চাহনি-মণ্ডপ হইতে দর্শন করিতে থাকেন। তৎপরে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে পক্ষকাল অবস্থিতি করেন। এই সময় দেবতার জ্বর হওয়ায় একপক্ষকাল দরজা ও পাকশালা বন্ধ থাকে।

৪। রথযাত্রা—ইহার বিশেষ বিবরণ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

৫। শয়ন একাদশী—আষাঢ় মাসে শুক্লএকাদশীতে হয়।

৬। ঝুলনযাত্রা—শ্রাবণ মাসের শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত উৎসব হয়। ইহা একটী চিরস্মরণীয় বিষয়।

৭। জন্মাষ্টমী—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে হয়।

৮। পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন একাদশী—ভাদ্র-শুক্ল একাদশীতে হয়।

৯। বামনজনম—ভাদ্র-শুক্ল একাদশীতে হরিবাসরে হয়।

১০। কুমার পুনৈ বা কোজাগর পূর্ণিমা—কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে হয়। ইহা রাসযাত্রা। এ সময় বহু যাত্রী সমাগম হয়।

১১। উত্থাপন একাদশী—কার্ত্তিকী শুক্ল একাদশীতে হয়।

১২। ঘর লাগি—অগ্রহায়ণ মাসে অরুণ ষষ্টির দিনে হয়।

১৩। অভিষেক—পৌষ পূর্ণিমাতে উত্তম শৃঙ্গার বেশ হয়।

১৫। মকর-সংক্রান্তি—নূতন দ্রব্যের ভোগ প্রদত্ত হয়।

১৫। দোলযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে হয়। এই সময় বহু লোকের সমাগম হয়। দোলে বিধবার সংখ্যা বেশী হয়।

১৬। শ্রীরামনবমী—উক্ত দিন রামবেশে পূজা করা হয়।

১৭। দমন-ভঞ্জিকা-যাত্রা—জগন্নাথবল্লভে হয়।

শ্রীমন্দির-মাহাত্ম্য।

শ্রীমন্দির সমুদ্র হইতে এক মাইল দূরস্থ নীলাচলে অবস্থিত। মন্দিরের চারি দ্বার। পূর্ব্বে—প্রধান বা সিংহদ্বার; উত্তরে—হস্তি-দ্বার; পশ্চিমে—খাঞ্জা দ্বার; দক্ষিণে—অশ্ব দ্বার। মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরকে মেঘনাদ কহে। মেঘনাদ ২৪ ফিট উচ্চ, ২২ ফিট প্রস্থ। ইহা উত্তর দক্ষিণে ৬৭৬ ফিট ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭৮৭ ফিট। মন্দির ৪ ভাগে বিভক্ত :—মূলমন্দির, নাটমন্দির, ভোগ-

মন্দির, জগমোহন। ইহার ২ প্রাঙ্গণ:—অন্তঃপ্রাঙ্গণ ও বহিঃপ্রাঙ্গণ।

বহিঃপ্রাঙ্গণে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য আছে ঃ—

পশ্চিমদিকে—১। নূতন রন্ধন শালা ; ২। ভাণ্ডার-গৃহ ; ৩। একাদশী-গৃহ ; ৪। গঙ্গা-যমুনা কূপদ্বয় ; ৫। ময়দার কল ; ৬। ভেন্তমণ্ডপ ; ৭। কুঞ্জ। উত্তর দিকে—৮। মহাদেব ; ৯। ঈশানপুর ; ১০। লোকনাথ ; ১১। শীতলা ; ১২। উত্তরায়ণ, ১৩। মহাবীর ; ১৪। রাধাকৃষ্ণ ; ১৫। মহাদেব ; ১৬। বৈকুণ্ঠ-পুরী ; কূপ। পূর্ব্বদিকে—১৮। শিব। দক্ষিণদিকে—১৯। আনন্দ-বাজার; ২০। স্নানবেদী ; ২১। চাহনিমণ্ডপ।

অন্তঃপ্রাঙ্গণে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য আছে ঃ—

পশ্চিমদিকে—১। লক্ষ্মী, ২। সরস্বতী, ৩। মাখনচোরা, ৪। গোপীনাথ, ৫। বড় গণেশ, ৬। রথযাত্রার আসবাব-গৃহ, ৭। রাধাকৃষ্ণ। উত্তরদিকে—৮। কৃষ্ণ, ৯। পটলেশ্বর, ১০। জগন্নাথ, ১১। সূর্য্য নারায়ণ, ১২। রাধাকৃষ্ণ। পূর্ব্বে—১৩। চৈতন্য, ১৪। রাধাশ্যাম, ১৫। ভাণ্ডার, ১৬। পুরাতন রন্ধনশালা, ১৭। রাধাকৃষ্ণ, ১৮। বদরি নারায়ণ। দক্ষিণে—১৯। রৌহিণীকুণ্ড, ২০। বিমলা, ২১। ভূষণ্ডিকাক, ২২। গণেশ, ২৩। চন্দনগৃহ, ২৪। নৃসিংহ, ২৫। মুক্তিমণ্ডপ, ২৬। ক্ষেত্রপাল, ২৭। সূর্য্য, ২৮। বটেশ্বর, ২৯। মার্কণ্ডেয়, ৩০। মঙ্গলা, ৩১। বটকৃষ্ণ।

এখানে ১২০টি মন্দির আছে। জগন্নাথদেবের সর্ব্বপ্রধান মন্দিরের অগ্রভাগ ১৯২ ফিট উচ্চ। ইহা বিষ্ণুচক্র ও ধ্বজা দ্বারা শোভিত। উৎকলের রাজা গজপতিবংশীয় অনঙ্গ ভীমদেবের

অধিকারকালে ১১১৯ শকাব্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রধান দেউল নির্ম্মিত হয়। এই দেউল নির্ম্মাণে ৩০।৪০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় হয়। মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল দেশবাসীদিগের স্থপতি-বিদ্যার পরাকাষ্ঠার পরিচায়ক। পরমহংস রাজপেরী সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন। অনঙ্গভীমদেব পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দির মধ্যে ১২০ জন নর্ত্তকী আছেন। ইহারা ভোগের সময়ে ও অন্য সময়েও কীর্ত্তণ করিয়া থাকেন। শিখ সম্রাট রণজিৎ সিংহ মন্দিরে "কহিনুর" দিয়াছিলেন। ইহার মূল্য ৩৫০০০০০০ তিন কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। এই কহিনুর এক্ষণে বিলাতে রাজার নিকটে আছে। ভোগের সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। মন্দিরের পৌরাণিকাখ্যান অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

রত্নবেদি-মাহাত্ম্য।

ইহা মূল মন্দিরে স্থিত। ইহা ১৬ ফিট দীর্ঘ ১৩ ফিট প্রস্থ ও ৪ ফিট উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাতে লক্ষ শালগ্রাম শীলা আছেন। ইহার উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম, শ্রীশ্রীমতি সুভদ্রা, শ্রীশ্রীসুদর্শন-চক্র আছেন ও স্বর্ণ নির্ম্মিত ভূদেবী এবং পিত্তলাদি নির্ম্মিত অন্য দেবী বিদ্যমান আছেন।

তীর্থরাজ সমুদ্র।

ইহার উত্তর কূলে শ্রীক্ষেত্র বিরাজিত। পুরুষোত্তমক্ষেত্রের আকৃতি শঙ্খের ন্যায়। এই শঙ্খের—পুরুষোত্তমক্ষেত্রের উদরভাগ সমুদ্র জলে নিমগ্ন। ইহার সংস্পর্শে সমুদ্র সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ তীর্থরাজ নামে অভিহিত। মন্দির প্রবেশের পূর্ব্বে যাত্রিগণকে প্রথমে এই সমুদ্রে স্নান করিতে হয়।

অরুণস্তম্ভ।

ইহা মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে সুবিশাল অঙ্গন মধ্যে কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত দ্বাবিংশ হস্ত উচ্চ একটী স্তম্ভ। ইহা একটী প্রস্তর কাটিয়া খোদা হইয়াছে।

গরুড়স্তম্ভ।

ভোগ মন্দিরে অবস্থিত। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া প্রথমে ইঁহাকে প্রণাম ও আলিঙ্গন করিতে হয়।

অক্ষয়বট।

শঙ্খের নাভিদেশে অবস্থিত। অক্ষয়বট ভগবানের বপুস্বরূপ। মহাপ্রলয়ের সময় চরাচর বিনাশ প্রাপ্ত হইবে জানিয়া মহাবিষ্ণুর সুখশয্যারূপী অনন্তদেব পাতাল হইতে উত্থিত হইয়া বটবৃক্ষরূপে স্থিতি করিতেছেন। মন্দির প্রদক্ষিণ কালীন অক্ষয়বট স্পর্শ করিতে হয়। এই কল্পপাদপ অতি আশ্চর্য্যজনক। এই কল্পপাদপ স্পর্শ করিলে এবং ইহার শীতল ছায়ায় অবস্থান করিলে মুক্তি হয়। ধন, মান, পতি, পত্নী, পুত্র, কন্যা যিনি যে কামনা করিয়া অক্ষয় বটের পূজা করেন, কল্পতরু তাঁহাকে তাহাই দান করেন। এজন্য স্ত্রীলোকেরা অঞ্চল পাতিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া থাকেন। কল্পতরু ফলরূপে বর দান করিলে সেই ফল ভক্ষণ ও মাদুলি করিয়া গল-দেশে ধারণ করিয়া রাখেন। পরে তথায় গণেশমূর্ত্তি, সত্যনারায়ণ, সত্যভামা, লক্ষ্মীদেবী প্রভৃতি দর্শন ও প্রণাম করিবে।

কপালমোচন শিব—রুদ্রদেব ব্রহ্মার পঞ্চম মুণ্ড ছেদন করিয়া ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোথাও সেই ব্রহ্মকপাল রাখিবার উপযুক্ত স্থান না

পাইয়া পরিশেষে পুরুষোত্তমে শঙ্খের দ্বিতীয়াবর্ত্ত স্থানে রাখিয়া দিলেন। তদবধি সেই ব্রহ্মকপাল কপালমোচন শিবরূপে অবস্থিত আছেন, ইহাকে দর্শন ও পূজা করিলে, ব্রহ্মহত্যার পাপ নাশ হয়।

অর্দ্ধাশনী শক্তি—কপালমোচন শিব ও কল্পতরু মধ্যস্থলে অবস্থিতা। সৃষ্টির আদিতে মহাপ্রলয়কালীন প্রলয়ের অর্দ্ধাংশ জল অশন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম অর্দ্ধাশনী। ইহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলে শাশ্বত সুখ লাভ হয়।

অন্তর্ব্বেদী—সমুদ্রতীর হইতে অক্ষয়বটের মূল পর্য্যন্ত স্থানকে ভগবানের অন্তর্ব্বেদী বলে। অন্তর্ব্বেদীর যে কোন স্থানে মৃত্যু হইলে জীব মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

নৃসিংহদেব—বিমলাদেবী ও অক্ষয়বটের মধ্যস্থলে স্থিত। তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে সকল পাপ ক্ষয় হয়। এই নৃসিংহদেব নখর দ্বারা হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন।

যমেশ্বর বিশ্বেশ্বর—মহাদেব চতুঃষষ্টিতম বাসনা সংযত দ্বারা যমের সংযম নষ্ট করিয়া যমভয় নিবারক নামে সমুদ্রতটে স্থিতি করিতেছেন। ইহার দর্শন ও পূজা দ্বারা কোটী শিবলিঙ্গের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হরিরখাত বা মার্কণ্ডেশ্বর সরোবর।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভগবান্ কর্ত্তৃক তীর্থ নির্ম্মাণে আদিষ্ট হইয়া অক্ষয়বটের বায়ুকোণে সুদর্শন চক্র দ্বারা এক সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা হরিরখাত নামে অভিহিত। প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে তথায় স্নান করিতে হয়।

মৃত্যুঞ্জয় লিঙ্গ।

হরিরথাতের তীরে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক ভগবানের দ্বিতীয়া মূর্ত্তি মৃত্যুঞ্জয় লিঙ্গ প্রতিষ্টিত হয়। তিনি এই বিগ্রহ পূজা দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়া অন্তিমে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। এই লিঙ্গ দর্শনে ও পূজনে মানব মৃত্যুকে জয় করতঃ অনন্তকাল চরম শান্তিলাভ করে।

মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেব।

ইনি মার্কণ্ডেয় সরোবর তীরে প্রতিষ্টিত। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ইহার পাষাণময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাকে দর্শনাদি দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়।

বটকৃষ্ণ।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বটবৃক্ষোপরি যে বালকমূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন এবং যাঁহার উদরমধ্যে প্রবেশ ও পুনঃবহির্গত হইয়াছিলেন, তিনিই বটকৃষ্ণ। বটকৃষ্ণ পাষাণ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অক্ষয়বটের নিম্নে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার দর্শনে কালভয় দূর হয়।

রৌহিণ কুণ্ড।

শঙ্খের নাভিদেশে এই কুণ্ড অতি পবিত্র কারণবারি পূর্ণ। প্রলয়কালে সমুদ্রের জল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে রৌহিণ কুণ্ডের কারণ সলিলও বর্দ্ধিত হইয়া শেষে কুণ্ডেই বিলীন হইয়াছিল। এই জন্য এই পবিত্র কুণ্ডের নাম রৌহিণ কুণ্ড হইয়াছে। এক্ষণে রৌহিণ কুণ্ডে স্নান করিবার উপায় নাই। উহার জল স্পর্শ, পান ও মস্তকে অর্পণ করিতে হয়। ইহার জল পান করিয়া বৃদ্ধ কাকপক্ষী শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ হইয়াছিলেন।

১৫১

কপোতেশ্বর।

বিরাজমণ্ডল ও নীলাচলের মধ্যে কুশস্থলী নামে এক সুবিস্তৃত স্থান ছিল। তথায় জলাশয় বা বৃক্ষাদি না থাকাতে অতি ভীষণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। মহাদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথের তপস্যাদি দ্বারা জগতে পূজ্য হইতে অভিলাষী হইয়া তথায় জলাশয়াদি খনন করিয়া ও নানাপ্রকার বৃক্ষ লতাদির উদ্যান করিয়া, সেই কুশস্থলীকে অতি সুন্দরস্থান করিয়া তুলেন, পরে কঠোর তপঃক্লেশে কপোতাকার ধারণ করিয়াছিলেন। এজন্য ভগবানের প্রসাদে তিনি কপোতেশ্বর নামে পূজিত হন। সংসার-তাপ-তপ্ত প্রাণের ইহাই একমাত্র শান্তি-নিকেতন।

বিল্বেশ্বর।

বিল্বেশ্বর নীলাচল সমীপে বিদ্যমান। যে সময়ে দৈত্যগণ মহীতল ভেদ করিয়া দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া পাতাল হইতে ভূলোকে আসিয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিতেছিল, সে সময়ে ভগবান্ দুঃখ-ক্লেশ দূরীকরণার্থ দৈবকীউদরে জন্মগ্রহণ করিয়া জগৎ পালন করিতেছিলেন। এক সময়ে তিনি যাদব ও পাণ্ডবগণসহ শ্রীক্ষেত্রে আগমন করিয়া সমুদ্রে স্নান ও নীলমাধব মূর্ত্তি দর্শনান্তর একটী বিল্বফল দ্বারা মহাদেবের পূজা করিয়া সেই দৈত্য-দ্বার দিয়া পাতালে প্রবেশ করতঃ দৈত্যাদিগকে নিধন করিয়া পুনরাগমন করিলেন। দ্বারের উপরিভাগে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে মহাদেবকে দৈত্যাদিগের অবরোধের নিমিত্ত স্থাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলেন। তদবধি সেই বিল্বফল দ্বারা পূজিত মহাদেব বিল্বেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ আছেন। ইহার দর্শনে মহা পুণ্য হয়।

স্বর্গদ্বার।

মন্দিরের সম্মুখ দিয়া দক্ষিণদিকে যে পথটী ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে গিয়াছে। তাহা দিয়া অল্পদূর যাইলে স্বর্গদ্বার যাওয়া যায়।

স্বর্গদ্বারে যাহা যাহা দেখিবার আছে নিম্নে লেখা হইল :—

(১) নিমাই চৈতন্যের মঠ। (২) বিদুরাশ্রম বা মুলুক দাস বাবাজীর মঠ।—এখানে খুদের ভাত ও শাক ভাজা বিতরিত হয়। (৩) স্বর্গদ্বার সাক্ষী। (৪) কানপাতা হনুমান। (৫) সুদামাপুরি। (৬) নানক-পন্থির মঠ।—এই স্থানে পাতাল-গঙ্গা নামে মঠ আছে। শ্মশ্রুধারী গুরুনানককে যবন মনে করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত করিয়া দেওয়া হইলে তিনি এই স্থানে আসিয়া ভগবানের ধ্যান করেন। ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে স্বর্ণথালে প্রসাদ আনিয়া দেন ও পদদ্বারা কূপ খনন করিয়া গঙ্গাদেবীকে আনেন, ইহাকে গুপ্ত-গঙ্গা বলে। যাত্রিগণ এই পবিত্র জল স্পর্শ করে। পঞ্জাবের রাজা মহাসিংহ ইহার কপাট করিয়া দিয়াছেন। (৭) কবির-পন্থি-মঠ।—কবিরের কাষ্ঠ-পাদুকা ও জপমালা পূজিত ও প্রদর্শিত হয়, এখানে আমানি প্রসাদের ব্যবস্থা আছে।

গোবর্দ্ধন বা শঙ্কর মঠ।—স্বর্গদ্বারের অর্দ্ধ মাইল অন্তরে বালুসাহিয়ে অবস্থিত। মন্দিরের ভিতর শঙ্করাচার্য্যের একটী প্রস্তরমূর্ত্তি আছে। এখানে বেদাধ্যয়ন হয়।

এখানে ব্রাহ্মীমূর্ত্তি, বৈষ্ণবী, বারাহি, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা, চণ্ডিকা, রুদ্রা প্রভৃতি মূর্ত্তি আছেন।

১৬৮—

শ্বেত-মাধব।

শ্বেতরাজ ত্রেতাযুগে শত বৎসর অনশন থাকিয়া মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নসহ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজার্চ্চনা দ্বারা বর প্রসাদে ভগবানের সারূপ্য প্রাপ্তে তদীয় আদি অবতার মৎস্য মূর্ত্তির সহিত নির্ম্মল স্ফটিকবৎ শ্বেত-রূপে শ্বেত-গঙ্গা সরোবর সন্নিধানে স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার দর্শনে মহা পুণ্যলাভ হয়।

শ্বেতগঙ্গা।

অক্ষয়বট ও সমুদ্রতট মধ্যে যে সরোবর আছে, তাহাকে শ্বেতগঙ্গা কহে। শ্বেতমাধবের নামানুসারে ইহা খ্যাত। শ্বেত-গঙ্গাতে স্নান করিয়া ভগবানের মৎস্যরূপ ও শ্বেত-মাধব মূর্ত্তি দর্শনে মানব মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

মুক্তি-মণ্ডপ—নৃসিংহদেবের নিকট অবস্থিত। এইস্থানে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ হয়। এই স্থানে অনুষ্ঠিত পুণ্য কার্য্য কোটী গুণ ফল দান করে। এখানে পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালোচনা করেন।

মঙ্গলা, সর্ব্বমঙ্গলা, লম্বা, কালরাত্রি, মরীচিকা, চণ্ডরূপা ইহারা অন্তর্ব্বেদীর চতুর্দ্দিকে অবস্থিত। ইহাদিগকে প্রণাম করিবে।

লোকনাথ।

শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাদেবীকে উদ্ধারার্থে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে করিতে নীলাচলের পশ্চিম শবর দীপকের বনমধ্যে উপস্থিত হন, তখন তথায় অন্য শিবলিঙ্গ না পাইয়া শবরদিগের দত্ত লাউ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার্চ্চনা করিয়াছিলেন। লাউ দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া লাউকানাথ বা লোকনাথ বলে। প্রতি বৎসর শিবরাত্রিতে এখানে মহামেলা হয়। উড়িয়াগণ

জগন্নাথ অপেক্ষা লোকনাথকে অধিক ভয় করে। কাহাকে শপথ করাইবার সময় জগন্নাথের শপথ না করাইয়া লোকনাথের শপথ করায়, তাহাদের বিশ্বাস জগন্নাথ অধিক দয়ালু বলিয়া অন্যায়কারীর শাস্তি প্রায় দেন না কিন্তু লোকনাথের কাছে তাহা হইবার উপায় নাই। লোকনাথ অন্যায়কারীকে সমুচিত শাস্তি সত্বর প্রদান করেন। শিবরাত্রির সময় ২।৩ লক্ষ উড়িয়া লোকনাথের পূজার জন্য একত্রিত হয় ও ভয়জ ভক্তিতে গদ-গদ হইতে থাকে।

জগন্নাথবল্লভ।

নরেন্দ্র সরোবরের নিকট জগন্নাথদেবের একটী সুবিস্তৃত মনোহর উদ্যান আছে। এই বাগান জগন্নাথবল্লভ নামে প্রসিদ্ধ। পুরীর এক রাজা ভ্রমক্রমে বামহস্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া দুঃখে আপনার হস্ত কাটিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। ভগবানের কৃপায় ঐ কর্ত্তিত হস্ত সোনার আকৃতি ধারণ করিয়া বৃক্ষরূপে এই উদ্যানে স্থিতি করিতেছে।

নরেন্দ্র সরোবর—মন্দির ও গুণ্ডিচা বাড়ীর মধ্যস্থলে বর্ত্তমান। ইহা সোপান-বেষ্টিত একটী সুবৃহৎ সরোবর। ইহার মধ্যস্থলে জগন্নাথদেবের স্নান করিবার জন্য মঞ্চ আছে। এখানে চন্দন যাত্রা ও স্নান যাত্রার সময় বহুলোকের সমাগম হয়। ইহাকে চন্দন পুকুরও বলে।

ভাস্কর-কূপ—ইহা একটী প্রকাণ্ড কূপ। এই কূপ এইরূপ ভাবে নির্ম্মিত আছে যাহাতে ভাস্কর-ভাদ্রবধূ উভয়ে এক সময়ে এই কূপ হইতে জলোত্তলন করিলেও কেহ কাহাকেও দেখিতে পায় না। ইহার জল স্পর্শে মহাপুণ্য লাভ হয়।

গোস্বামী-মঠ—নরেন্দ্র সরোবরের তীরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর এক মঠ আছে।

সিদ্ধবকুল।

মন্দিরের পশ্চিম দক্ষিণ কোনে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে অনেক দেব দেবীর মন্দির আছে। এখানে মঠের মধ্যে একটী বকুল বৃক্ষ শায়িত অবস্থায় আছে। একদা কতকগুলি সন্ন্যাসী রৌদ্র যাহাতে না লাগে তজ্জন্য চৈতন্যদেবকে বলিয়াছিলেন, তখন চৈতন্যদেব যে দাঁতনে দন্তধাবন করিতে ছিলেন তাহা তথায় পুঁতিয়া দেওয়ায় শীঘ্রই এই বৃক্ষ জন্মে। এক সময়ে সিদ্ধবকুল কাটিতে যাওয়া হয়, গাছের নিকট যাইবা মাত্র গাছের কাষ্ঠ ভাগ সব পড়িয়া যায় কিন্তু ছালের দ্বারা গাছটি অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় থাকে। এখনও উহা তদবস্থায় জীবিত আছে। ইহার দর্শন বিশেষ পুণ্যপ্রদ।

চক্রতীর্থ।

ইহা পুরি ষ্টেশনের নিকট। এখানে শ্রীচক্রনারায়ণ মূর্ত্তি বিরাজিত। এখানে শ্রাদ্ধান্তে বালুকাপিণ্ড দিতে হয়। এখানে একটী পঞ্চবটী নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর।

ইহা গুণ্ডিচাবাড়ীর নিকট স্থিত। সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী অশ্বমেধযজ্ঞকালীন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণদিগকে কোটী কোটী গাভী দান করিয়াছিলেন, সেই সকল গাভী যে স্থানে রাখা হইয়াছিল, তথায় তাহাদিগের খুরের দ্বারা মৃত্তিকা খনন হইতে

হইতে এক বৃহৎ খাত নির্ম্মিত হয়। পরে গাভী সকল যখন উৎসর্গীকৃত হয়, তখন হস্তচ্যুত সংকল্প জল সেই খাতে পড়িতে থাকে, এইরূপে অল্প অল্প করিয়া সেই খাত, জলে পূর্ণ হইয়া এক বৃহৎ সরোবরে পরিণত হয়। ইহার নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। ইহা দীর্ঘে ৫৮৬ ফিট, প্রস্থে ৩৯৬ ফিট। পৃথিবীতে ইহার ন্যায় পবিত্র তীর্থ দ্বিতীয় নাই। ইহাতে স্নান করিলে সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায়।

আটকিয়া।

যাঁহার ইচ্ছা তিনি আটকিয়া বন্ধন করিতে পারেন। আটকিয়া বন্ধন একটি প্রধান কার্য্য।

আটকিয়া বন্ধনকারী প্রদত্ত অর্থ দ্বারা অর্থের পরিমানানুযায়ী এক বা ততোধিক ব্রাহ্মণ, সাধুভক্ত বা দীন দুঃখীকে আটকিয়া বন্ধনের পর হইতে যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য রহিবে তাবৎ প্রতিদিন আহার দানে পরিতৃপ্ত করা আটকিয়া বন্ধনের উদ্দেশ্য।

আটকিয়া বন্ধনকারী পুরুষকে পাণ্ডার সাক্ষাতে ও পঞ্চায়েতের উপস্থিতিতে চারি পুরুষের নাম ধাম ও রমণীকে স্বামী ও শ্বশুরের নাম ধাম আটকিয়া পুস্তকে লেখাইতে হয়।

আটকিয়া প্রধাণতঃ সাত প্রকার :—

১ম। ৫৬০০৲ টাকা। ইহাতে ৫৬ প্রকার খাদ্যাদি দ্রব্য দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়।

২য়। ১৫৫০৲ টাকা ইহাতে মোহন ভোগ প্রদত্ত হয়।

৩য়। ৭৫০৲ ,, ইহাতে মালপুয়া ভোগের বন্দোবস্ত।

৪র্থ। ৫৫০৲ ,, ইহাতে পুরি ও ক্ষীর ভোগ হয়।

৫ম। ৪৩৪৲ ,, ইহাতে মসলাযুক্ত খেচরান্ন দত্ত হয়।

১৭৮

৬ষ্ঠ। ৩৬০৲ টাকা ইহাতে সাদা খেচরান্নের ব্যবস্থা হয়।
৭ম। ১৩২৲ ,, ইহাতে ডাল-ভাত-তরকারী দত্ত হয়।

কোন কোন পাণ্ডা অজ্ঞ যাত্রীর নিকট ১০৲, ৫৲, ৪৲, ৩৲ যাহা টাকা পায় আটকিয়া বন্ধন স্বরূপ ঠকাইয়া লয়। কেননা ৫।৭ টাকার সুদে একজনকে আহার দিবার বন্দোবস্ত করা যায় না।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহোৎসব।

১। জন্মাষ্টমী-যাত্রা—অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাষ্টমীতে হয়।
২। পার্ব্বণষষ্ঠী যাত্রা—অগ্রহায়ণ-শুক্ল-ষষ্ঠীতে হয়।
৩। পুষ্যাভিষেক-যাত্রা—পৌষ-পূর্ণিমাতে হয়।
৪। মকর সংক্রান্তি—পৌষ মাসে হয়।
৫। মাঘ সপ্তমী যাত্রা—মাঘ মাসে হয়।
৬। শিবরাত্রি যাত্রা—ফাল্গুন মাসে হয়।
৭। অশোকাষ্টমী-যাত্রা—চৈত্র-শুক্লাষ্টমীতে হয়।
৮। দমন-ভঞ্জিকা-যাত্রা—চৈত্র-শুক্ল-চতুর্দ্দশীতে হয়।
৯। চন্দন-যাত্রা—বৈশাখ-অক্ষয়-তৃতীয়াতে হয়।
১০। পরশুরামাষ্টমী-যাত্রা—আষাঢ়-শুক্ল-অষ্টমীতে হয়।
১১। শয়ন-চতুর্দ্দশী-যাত্রা—আষাঢ়-চতুর্দ্দশীতে হয়।
১২। পবিত্রারোপণ-যাত্রা—শ্রাবণ-শুক্ল-চতুর্দ্দশীতে হয়।
১৩। যম-দ্বিতীয়া-যাত্রা—কার্ত্তিক-শুক্ল-দ্বিতীয়াতে হয়।
১৪। উত্থান-চতুর্দ্দশী-যাত্রা—কার্ত্তিক-শুক্ল-চতুর্দ্দশীতে হয়।
১৫। বহ্নু-সংক্রান্তি। ১৬। বসন্ত-পঞ্চমী, ১৭। ভীম-একাদশী।
১৮। কপিল-যাত্রা। ১৯। দোলযাত্রা। ২০। নবপত্রিকা।

৭৭২

২১। শীতলাষ্টমী। ২২। জন্মাষ্টমী। ২৩। গণেশ-চতুর্থী। ২৪। বিজয়া-দশমী। ২৫। কুমারাষ্টমী।

রথ-মাহাত্ম্য।

জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা প্রত্যেকের জন্য তিনটি রথ প্রতি বৎসর নূতন করিয়া নির্ম্মিত হয়। রথযাত্রার সময় জগন্নাথ ও তাঁহার ভ্রাতা-ভগ্নীকে রথারোহণে মন্দির হইতে এক মাইল দূরস্থিত উদ্যান-গৃহ-মন্দিরে আনা হয়। রথযাত্রার চতুর্থ রজনীতে লক্ষ্মীদেবীকে জগন্নাথ দর্শনার্থ এই স্থানে লইয়া যাওয়া হয়। ইহাকে "হরপঞ্চমী" কহে। এই উদ্যান বৃক্ষলতাদি দ্বারা শোভিত এবং ১৫ ফুট উচ্চ প্রাচীর দ্বারা চতুর্দ্দিক বেষ্টিত। রথের প্রথম দিবস বহুসংখ্যক অত্রত্য আদিম অধিবাসীদিগের সাহায্যে রজ্জু বন্ধনে জগন্নাথ ও বলরামকে রথে উত্তোলন করা হয়। ভগ্নী সুভদ্রাদেবীকে পাণ্ডাগণ ক্রোড়ে করিয়া রথে আরোহণ করেন। যে সকল লোক দ্বারা জগন্নাথ ও বলরামকে তোলা হয় ও রথ টানা হয় তাহাদিগকে "দৈত্য" বলে। দৈত্যগণ নানাপ্রকার কার্য্যের জন্য স্থায়ী ভৃত্যরূপে নিযুক্ত। সেবার জন্য ৪০০০ দৈত্য বা ভৃত্য আছে। রথ ৩৫ ফুট প্রস্থ ও ৪৮ ফুট উচ্চ। ৭ফুট ব্যাসবিশিষ্ট ১৬ খানি চাকা আছে। ৪২০০ লোক কর্ত্তৃক রাজার উপস্থিতে রথ টানা হয়। শ্রীমূর্ত্তি ৭ দিন পরে মন্দিরে পুনরায় আনা হয়। ইহাকে "পুনর্যাত্রা" কহে। সঙ্গে বড় ভাই বলরাম ছিলেন বলিয়া জগন্নাথ স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীকে না লইয়া আপন ভগ্নী সুভদ্রাকে গুণ্ডিচা-বাড়ী লইয়া গিয়াছিলেন। এই কারণে ও কয়দিনের স্বামী বিরহে লক্ষ্মীদেবী অত্যন্ত অধীরা হইয়া দ্বার বন্ধ করিয়া পড়িয়াছিলেন।

রথোপলক্ষে ১৫ দিন মেলা হয় ও প্রায় দশলক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়।

মঠ-মাহাত্ম্য।

পুরীতে ৭৫২টি মঠ আছে। এত অধিকসংখ্যক মঠ ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। এই সকল উড়িষ্যাবাসীদের ধর্ম্মপরায়ণতা ও দানশীলতার পরিচয় দেয়। এই মঠগুলি নিয়মিতরূপে ঠাকুর সেবা, অতিথিসৎকার ও অন্যান্য সাধুসন্ন্যাসিগণকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল মঠ মধ্যে জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি আছে। প্রতি মঠে মহান্ত পূজারী প্রভৃতি আছেন। মহান্তগণ চিরকুমার। এই সকল মঠের খরচের জন্য স্বতন্ত্র জমি নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল জমি হইতে মঠের জন্য বৎসরে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা আয় হয়।

মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ।

যে সকল জাতিকে মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না, নিম্নে তাহাদের নামোল্লেখ করা গেল।

খৃষ্টান, মুসলমান, পার্ব্বত্যজাতিসমুদায়, বাউরী, শবর, পান, হাড়ি, চামার, ডোম, চণ্ডাল, পাকমারা, শুঁড়ি, ধীবর, ভুলিয়া, কাণ্ডার, সাধারণ বারবণিতা, রজক, কুম্ভকার। শেষোক্ত জাতিদ্বয় প্রাঙ্গণের মধ্যে যাইতে পারেন। কিন্তু এই নিয়ম বিদেশীয় যাত্রীদিগের পক্ষে খাটে না।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়।

মহর্ষি মার্কণ্ড কঠোর তপস্যা দ্বারা সপ্তকল্প পরিমিত পরমায়ু লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য যখন মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীবজন্তু

বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। যখন সমস্ত পৃথিবী জলমগ্ন হইল তখন তিনি অতি ক্লিষ্ট হইয়া নিখিল জলরাশির অত্যুচ্চ উর্ম্মিমালাসহ ভাসিতে ভাসিতে শ্রীক্ষেত্র-সন্নিকটবর্ত্তী হইলে নীলপর্ব্বতোপরি অক্ষয়বট তাঁহার নেত্রগোচর হইল। তিনি আশ্রয়লাভের আশায় আশ্বাসিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কেনই বা এই বটবৃক্ষ সমুদ্রজলে নিমগ্ন হয় নাই এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সেই নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়া এক বালকণ্ঠোচ্চারিত শব্দ তাঁহার কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইল; তিনি সবিস্ময়ে শুনিলেন, বৃক্ষোপরি হইতে কে যেন বলিতেছে, "হে মার্কণ্ডেয়! শোক করিও না, আমার নিকট আসিয়া তোমার ক্লেশাপনয়ন কর।" ক্ষণকাল পরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ স্বর শ্রুত হইল, তখন তিনি বৃক্ষসন্নিকটে অধিকতর অগ্রসর হইলে তন্মূলদেশে ভগবানের নীলেন্দ্রমণিময় নীলমাধব-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ও বহু স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন, বৎস, বৃক্ষোপরি যে সর্ব্বকালাত্মা বালকমূর্ত্তি শায়িত আছেন, তুমি তাঁহার বদন-যোগে উদর মধ্যে গমন করিয়া তথায় অবস্থান কর। মার্কণ্ডেয় ইহাতে অধিকতর চমৎকৃত ও কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া বৃক্ষোপরি আরোহণপূর্ব্বক পত্র-সম্পুটস্থ এক অতি সুন্দর বালকমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম ও স্তবস্তুতি করিয়া তাঁহার বহ্বায়তনবিশিষ্ট বদন-ব্যাদান-যোগে উদরে প্রবেশ করিলেন। তদনন্তর তথায় তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-দেব-দানব-মানব-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-জীব-জন্তু-পর্ব্বত-পাহাড়-সরিৎ-সিন্ধু-বৃক্ষ-লতা প্রভৃতি দেখিতে পাইলেন। বহুকাল মার্কণ্ডেয় বালকের উদরমধ্যে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিলেন কিন্তু

কিছুতেই কুক্ষিসীমা প্রাপ্ত হইলেন না। পরিশেষে উদর হইতে বহির্গত হইয়া নিম্নে অবতরণপূর্ব্বক ভগবানের আদেশমতে তথায় চিরকাল অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বিবরণ।

ব্রহ্মার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ পরম ভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগে সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মালব দেশে অবন্তী নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। এক সময়ে এক পরিব্রাজক প্রমুখাৎ নীলাচলস্থিত অক্ষয়বটমূলে নীলেন্দ্রমণিময় ভগবান্ নীলমাধবের স্থিতি-সন্দেশ-শ্রবণে শ্রীক্ষেত্রে সন্দর্শনার্থ স্বীয় পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতিকে সানুচর তথায় প্রেরণ করেন। তিনি বসু নামক এক শবর কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার যত্নে ও কৌশলে বহুক্লেশে নীলমাধব দর্শন করিয়া প্রত্যাগত হইলে মহারাজ স্বীয় পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, অমাত্য-পারিষদ, প্রজাবর্গ ও সৈন্তসামন্ত সমভিব্যাহারে শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া চিরজীবন তথায় বাস করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। নারদও তাঁহাদের সাহায্যার্থ গমন করিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে একাম্রকাননে ভুবনেশ্বরমহাদেব ও কপোতেশ্বরমহাদেব দর্শন করিয়া বিল্বেশ্বর মহাদেবের নিকট শিবির সংস্থাপন করিলেন। এমন সময় তাঁহার বামাঙ্গ বারংবার স্পন্দিত হইতে দেখিয়া, বিপদাশঙ্কায় ভীত হইয়া নারদকে তদ্বিষয় জানাইলেন। নারদ কহিলেন, সকল শুভকার্য্যই বাধা-বিঘ্ন-পরিপূর্ণ। আমাদের এই সদনুষ্ঠানেও বিষম বিঘ্ন ঘটিয়াছে; যে দিন বিদ্যাপতি নীলেন্দ্রমণিময় ভগবান্ নীলমাধব মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রতিগমন করেন, সেই দিন দিবাশেষে প্রবল ঝটিকাযোগে সমুদ্রের বালুকারাশি

দ্বারা নীলাচল আবৃত ও নীলমাধব প্রোথিত হইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছেন। সুতরাং আপনার অদৃষ্টে তাঁহার দর্শনলাভ হইল না। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদমুখে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র মূলোৎপাটিত মহীরুহ সদৃশ শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহর্ষি নারদ বহুযত্নে ইন্দ্রদ্যুম্নের চৈতন্য সম্পাদনান্তর নানা প্রকারে সান্ত্বনা ও প্রবোধ দিতে দিতে কহিলেন, যদিও আপনি নীলমাধব মূর্ত্তি দর্শন করিতে পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার দারুময় চারি মূর্ত্তি দর্শনে আপনার মনস্কাম পূর্ণ হইবে। এক্ষণে সেই বিশ্বপতির প্রীত্যর্থে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন। যজ্ঞ সমাপনান্তে আপনি সফলমনোরথ হইবেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ক্রমে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া সদলে দেবর্ষির সহিত নীলকণ্ঠ মহাদেবকে দর্শন করিয়া তৎসন্নিহিত সমতল ক্ষেত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞের স্থান নিরূপিত করিলেন। পরে দেবর্ষির দৈবশক্তিবলে সকলে নীলপর্ব্বত অধিরোহণ করিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে নৃসিংহদেবকে ও জগন্নাথদেবের পূর্ব্ব অবস্থানস্থল দেখিয়া তদোদ্দেশে ভক্তি-বিগলিত-চিত্তে বারংবার প্রণাম ও স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন; এমন সময়ে আকাশবাণী হইল "হে নরপতি! তুমি চিন্তিত হইও না, আমি যথাসময়ে তোমায় দর্শন দিব, নারদ তোমাকে যে ব্রহ্মবাক্য বলিয়াছেন, এক্ষণে তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও।"

অনন্তর মহারাজ, ইন্দ্রাদি দেবগণ সাহায্যে সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। ইহা সহস্র বৎসর ধরিয়া মহা-সমারোহের সহিত সমাধা হইয়াছিল। যজ্ঞ সমাপনান্তে একদা রাত্রিশেষে তিনি স্বপ্নে এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করি-

লেন—দেখিলেন ক্ষীর সমুদ্র মধ্যস্থ স্ফটিক নির্ম্মিত শ্বেতদ্বীপে শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নিত বহুসংখ্যক কল্পবৃক্ষ এবং রত্ন সিংহাসনোপরি অক্ষয়বিষ্ণু মূর্ত্তি। ভগবানের দক্ষিণ পার্শ্বে লক্ষীদেবী, সম্মুখে পিতামহ ব্রহ্মা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান দেখিয়া মহারাজ স্বপ্নাবস্থাই ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। রজনী প্রভাতে সানন্দে স্বপ্নবৃত্তান্ত নারদ সমীপে ব্যক্ত করিলেন। ইহাতে নারদ বলিলেন, সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞজনিত পুণ্য-ফলে স্বপ্নে ভগবদ্দর্শন করিতে পারিয়াছেন। শেষরাত্রে এইরূপ স্বপ্ন দেখাতে দশাহ মধ্যে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইবে।

একদিন কতিপয় রক্ষ মহারাজ-সমীপে নিবেদন করিল যে, সমুদ্রের তটে একটী অদ্ভুত বৃক্ষ দেখা গিয়াছে, উহার অগ্রভাগ সমুদ্রজলে নিহিত, কিন্তু মূলদেশ স্নান-গৃহ-সন্নিকটে আসিয়াছে, উহা রক্তবর্ণ ও শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্নে চিহ্নিত। ইহার তেজে ও সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আলোকিত ও আমোদিত হইয়াছে।

মহারাজ এতচ্ছ্রবণে অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া দেবর্ষি নারদকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষি বলিলেন, স্বপ্নে আপনি যে বিষ্ণুরূপ দর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারই অঙ্গচ্যুত রোম বৃক্ষরূপে আসিয়াছেন। ইহা দ্বারা স্বপ্নে যেরূপ মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন সেইরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া ভগবান দেখা দিবেন। পরে উভয়ে সমুদ্রতীরে গমন করিয়া দারুব্রহ্মের অর্চ্চনা পূজাদি করিয়া বেদীর উপর বহুসমারোহে স্থাপন করিলেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে বিষ্ণুমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে! এমন সময় এক আকাশবাণী হইল, "সেই ভগবান্ নিজেই আপনার প্রতিমূর্ত্তির বিষয় বিচারপূর্ব্বক আবৃত ও

নিভৃত মহাবেদীতে আবিভূ্র্ত হইবেন। তোমরা একপক্ষ কাল বেদি-গৃহ সম্পূর্ণরূপে আবৃত করিয়া রাখ। যে দীর্ঘ হস্ত কৃষ্ণ পুরুষ আসিতেছেন, তাঁহাকে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাইয়া উত্তমরূপে দ্বার বন্ধ করিয়া দাও। গৃহমধ্যে অন্ত কেহ প্রবেশ করিও না। যাবৎ এই ঘটনা সম্পন্ন না হয় তাবৎ বাহিরে নানাপ্রকার বাদ্য বাজনা করিতে থাক। যেহেতু এই ঘটনার শব্দ শ্রবণ অথবা দর্শন করিলে মহানিষ্ট হইবে।"

পরে বৃদ্ধ পুরুষের রূপধারী নারায়ণ আগমন করিয়া মহারাজকে কহিলেন, আপনি স্বপ্নে যে সকল মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, আমি এই দিব্যরূপ দারু দ্বারা তাহার নির্ম্মাণ করিব। তদনন্তর তিনি বেদীমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পরে আকাশবাণীর নির্দ্দেশানুসারে দ্বার বন্ধন ও বাদ্য বাজনা হইতে লাগিল। কিয়দ্দিবস এইরূপে অতিবাহিত হইলে এক আশ্চর্য্য দিব্য গন্ধ অনুভূত হইল। মন্দার কুসুম বৃষ্টি ও দিব্য সঙ্গীত হইতে লাগিল। দেবগণ বেদীর সম্মুখে আসিয়া ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ দিন আগত হইলে গৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। রত্নময় বেদীর উপর জগন্নাথ বলরাম মধ্যে সুভদ্রা ও বাম পার্শ্বে সুদর্শনচক্র এই চারি মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। জগন্নাথদেবকে নীলবর্ণে, বলরামকে শুভ্রবর্ণে ও সুভদ্রাদেবীকে কুঙ্কুমবর্ণে রঞ্জিত ও পট্টবস্ত্রে আচ্ছাদিত করা হইল।

তদনন্তর নীলপর্ব্বতের শিখরে অক্ষয়বটের বায়ুকোণে সিংহদেবের শত হস্ত অন্তরে বিস্তৃত ভূমিতে এক মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। সহস্র হস্ত উচ্চ ও সহস্র হস্ত আয়তন-

বিশিষ্ট মন্দির নির্ম্মাণকার্য্যে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সহস্র সহস্র শিল্পি নিযুক্ত করিলেন। যখন দেখিলেন মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন অবশিষ্ট কার্য্যের ভার অমাত্যবর্গের উপর অর্পণ করিয়া মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবর্ষি নারদের উপদেশে প্রতিষ্ঠার্থ ব্রহ্মাকে আনয়ন জন্য মুনিসহ রথারোহণে ইন্দ্রলোকে যাত্রা করিলেন। পরে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যলোকে স্বর্গ-প্রাসাদের দ্বারে সমুপস্থিত হইলে দেবর্ষি নারদ পিতার অনুমতিক্রমে নৃপতিকে তৎসন্নিধানে আনয়ন করিলে রাজা ব্রহ্মার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন তথায় হরি-সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। কীর্ত্তন শেষ হইলে ব্রহ্মা ইন্দ্রদ্যুম্নের আগমনকারণ অবগত হইয়া কহিলেন, হে নৃপতে! তুমি যে অল্পকাল এখানে রহিয়াছ, ইহা এখানে অল্প হইলেও পৃথিবীতে শত শত বৎসর। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে মহাপ্রলয় ঘটিয়া গিয়াছে। তোমার রাজ্য, পরিবার, সৈন্যসামন্ত সমস্ত নষ্ট হইয়াছে। কেবল তোমার নির্ম্মিত মন্দির ও চারি মূর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। তুমি দেবগণসহ তথায় যাইয়া প্রতিষ্ঠার উপকরণাদি সংগ্রহ কর। আমি শীঘ্রই তথায় গমন করিতেছি।

এদিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবগণ প্রতিষ্ঠার উপযোগী সকল বিষয় লইয়া নীলাচলে আসিয়া দেখিলেন যে, মন্দিরে মাধবমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছেন। ইহার কারণ অবধারণে অসমর্থ হইয়া তিনি অক্ষয়বটের সন্নিধানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে সেই মূর্ত্তি রক্ষা করিলেন। পরে গালরাজা শ্রীমন্দির হইতে মাধবমূর্ত্তি অপসারণ সংবাদ লোকমুখে শ্রবণ করিয়া অতীব

ক্রোধান্বিত হইয়া সসৈন্য যুদ্ধার্থ নীলপর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু যখন মন্দিরাদি সংক্রান্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইলেন, তখন ক্রোধের পরিবর্ত্তে আনন্দিত হইয়া মহারাজের আশ্রিত সেবকের ন্যায় প্রতিষ্ঠাদি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার বহুসংখ্যক লোকজন ছিল, তিনি তাহাদিগকে এই মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে প্রতিষ্ঠার আয়োজনাদি সমস্ত সংগৃহীত হইলে এবং দেবতাগণ নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলে ব্রহ্মা হংসরথে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভগবানের চারি দারুময় মূর্ত্তি গুণ্ডিচাবাড়ীতে ছিল। ব্রহ্মা সেই মূর্ত্তি চতুষ্টয়কে প্রথমতঃ পরিমার্জ্জিত ও রঞ্জিত করিয়া পট্টবস্ত্র ও নানাপ্রকার অলঙ্কারাদিতে বিভূষিত করনান্তর শ্রীমন্দিরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তিনটি রথ প্রস্তুত করাইলেন। ভগবানের রথ গরুড়ধ্বজরূপে বলরামের রথ তালধ্বজরূপে ও সুভদ্রার রথ পদ্মধ্বজরূপে চিহ্নিত করা হইল। পরে রথারোহণে তাঁহাদিগকে মন্দিরে আনয়ন করিয়া সমুদ্রজলে অভিষেক করাইয়া ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত করা হইল।

গাল রাজার বিবরণ।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য প্রায়শঃ শেষ করিয়া প্রতিষ্ঠার্থ ব্রহ্মাকে আনিবার জন্য ব্রহ্মলোকে যাইবার পর প্রলয় সংঘটনে সমুদ্রের বালুকা দ্বারা নীলাচল আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। কালসহকারে তথায় বৃক্ষলতাদি হিংস্র শ্বাপদদিগের আবাসস্থল হইয়া উঠিল। অনন্তর একদা গাল নামক এক রাজা

মৃগয়ার্থ শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সমুদ্রতটে বালুকোপরি অশ্বারোহণে গমন করিতেছেন এমন সময়ে এক রন্ধ্রে অশ্বের এক পদ প্রবিষ্ট হওয়াতে অশ্ব উহা উত্তোলন করিতে পারিল না। রাজা অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া বালুকা খনন করিয়া দেখিলেন লৌহনির্ম্মিত চক্রবৎ একটী বৃহৎ পদার্থের রন্ধ্রে অশ্বের এক পদ প্রবিষ্ট হইয়াছে। তিনি বহু কষ্টে অশ্বের পদ বাহির করিয়া দিলেন। পরে কৌতূহলপরবশ হইয়া সেই লৌহচক্র উত্তোলনে অনুচরবর্গ নিযুক্ত করিয়া অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন সেই চক্র কোন মন্দিরের মস্তকস্থিত বিষ্ণুর চক্র। ইহাতে তিনি মন্দির উদ্ধারার্থ বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিলেন। যতই বালুকা অপসৃত হইতে লাগিল ততই এক প্রকাণ্ড মন্দির দৃষ্ট হইতে লাগিল। পরিশেষে যখন সম্পূর্ণরূপে মন্দির নির্ম্মুক্ত হইল তখন তিনি দেখিলেন সেই অত্যুচ্চ বিশাল মন্দির মধ্যে কোন বিগ্রহ নাই। মন্দির সংক্রান্ত বিষয় এবং ইহার ভিতর কোন মূর্ত্তি না থাকার কারণ বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই কোন তথ্য অবগত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি মন্দিরে মাধব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

এদিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মন্দির মধ্যে মাধব-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া উহা স্বতন্ত্র মন্দিরে স্থাপন করিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াই গালরাজা প্রথমতঃ ক্রোধান্বিত হইয়া তথায় আগমন করিয়াছিলেন পরে তিনিই আবার প্রতিষ্ঠা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জগন্নাথদেবের প্রতি অত্যাচার।

খৃষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী উড়িষ্যা পরাজয়কারী কালাপাহাড় পুরী আক্রমণ করেন। পরে তিনি যখন অত্যাচারার্থ মন্দির সমীপবর্ত্তী হন তখন তাঁহার শরীর বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ে।

সাক্ষীগোপাল।

এক সময়ে শ্রীক্ষেত্রবাসী জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একজন প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ যুবকসহ বৃন্দাবনে গমন করিয়া সঙ্কটাপন্ন রোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গী যুবকের সেবা শুশ্রূষার গুণে আরোগ্য লাভ করিয়া প্রীত হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ যুবকের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হন। পরে উভয়ে শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাগত হইলে আত্মীয়দিগের পরামর্শে বৃদ্ধ, যুবককে কন্যাদানে অসম্মত হইলেন। ইহাতে যুবক গ্রামস্থ ভদ্রলোকদিগকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, তোমার কথার সত্যতা যদি কোন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করিতে পার, তবে আমরা ইহার বিচার করিব। যুবক বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবনের ৺গোপাল জীউর সমক্ষে এই বিষয়ের কথাবার্ত্তা হইয়াছে; সুতরাং আমি পুনর্ব্বার তথায় গিয়া গোপাল জীউকে সাক্ষ দিবার জন্য অনুরোধ করিতে প্রস্তুত আছি।

তৎপরে যুবক কালবিলম্ব না করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং গোপাল জীউর সমীপে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিয়া তাঁহাকে সাক্ষ্য দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গোপালজীউ ইহাতে সম্মত হইয়া যুবককে কহিলেন, "হে

যুবক! তুমি অগ্রে অগ্রে গমন কর আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি; কিন্তু সাবধান পথিমধ্যে যদি কোন স্থানে পশ্চাৎ ফিরিয়া আমাকে দর্শন কর, তাহা হইলে আমি আর তোমার সহিত গমন না করিয়া তথায় অবস্থান করিব।" পরে ব্রাহ্মণযুবক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, ভগবান্ নূপুর পদে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। যুবক গোপাল-জীউর নূপুর-ধ্বনি শুনিয়া তিনি আসিতেছেন বুঝিতে পারিয়া আনন্দমনে গমন করিতে লাগিলেন। পরে শ্রীক্ষেত্রে যখন আসিলেন তখন তথাকার বালুকাময় স্থানে নূপুরধ্বনি না হওয়াতে যুবক গোপালজীউর অনুগমনে সন্দিগ্ধ হইয়া যেমন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন অমনি গোপালজীউ ঐ স্থানে চির-কালের মত রহিয়া গেলেন। যুবক গত্যন্তর না দেখিয়া নিজ গ্রামে গেলেন, এবং সেই সকল ভদ্রলোকদিগকে এই কথা বলিয়া তথায় আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা তথায় আসিয়া গোপালজীউর নিকট বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অঙ্গীকার-বার্ত্তা অবগত হইলে সেই স্থানেই যুবকের সহিত ব্রাহ্মণ-কন্যার বিবাহ দিলেন। যুবক গোপালজীউর জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া সস্ত্রীক তথায় বাস করিতে লাগিলেন। সত্যবাদী যুবকের এই ঘটনা হইতে এই স্থানের নাম সত্যবাদী হইয়াছে। সত্যবাদীর অপর নাম সাক্ষী-গোপাল। সাক্ষীগোপাল পুরী হইতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত।

মন্দিরের চিত্রাবলী।

মন্দিরের দেওয়ালে কতকগুলি নরনারীর নানা ভাবের

মিলনের চিত্র আছে। ইহা দেখিয়া অনেকে মহা আন্দোলন ও বিরুদ্ধ দোষারোপ করিয়া বলেন, এইরূপ কুৎসিত অপবিত্র চিত্র এরূপ স্থলে রাখা অতীব অন্যায়। এতদুত্তরে এই বলি, যাঁহাদের মন রক্ত-মাংসে আবদ্ধ তাঁহারাই এই সকল চিত্রকে অপবিত্র বলেন, নচেৎ যে মিলনের মূলে দর্শন, বিজ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতার পরাকাষ্ঠা প্রকটিত, যে মিলন জীব প্রবাহের মূল, তাহা কিরূপে অপবিত্র হইবে? অধিকন্তু, পবিত্রোদ্দেশ্যে, পবিত্র স্থানে আসিয়া, পবিত্র লোকদিগের সহবাসে থাকিয়া, নিজ্জিব, নিস্পন্দ, নিরবয়ব চিত্র ক্ষণেকের জন্য দেখিয়া, যাঁহার চিত্ত কুভাবাপন্ন হয়, সাধারণ স্থানের মধ্যে—সাধারণ লোকের সহবাসে—প্রাণবন্ত-ক্রীড়া-কৌতুক-পরায়ণ পশুপক্ষী, নরনারীর মধ্যে সর্ব্বদা অবস্থান, তাঁহার পক্ষে কতই বিপদসঙ্কুল তাহা শিক্ষা ও স্মরণ করিয়া তাঁহার সাবধান হওয়া উচিত। মন্দির মানে যাহার ভিতর পরমেশ্বর আছেন; এখন, সকলেতেই পরমেশ্বর আছেন। সুতরাং সকল বিষয়ের যথাসম্ভব নমুনাস্বরূপ মন্দিরে এরূপ চিত্র থাকা আবশ্যক।

শ্রীক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত ভূবিবরণ।

ইহা কলিকাতা হইতে ৩১১ মাইল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের উত্তর কূলে অবস্থিতা। ইহাকে প্রকৃতপক্ষে জেলা বা মহকুমা বলা যায় না। স্মরণাতীত কাল হইতে এই স্থান হিন্দুদিগের একটী পরম তীর্থক্ষেত্র। ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান হইতে প্রতি-দিন শতসহস্র নরনারী—বালক বালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ, বৃদ্ধা দলে দলে এখানে আসিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এখানে আসিতে

হইলে পদব্রজে আসিতে হইত। পরে জাহাজ হওয়াতে কটক পর্য্যন্ত জাহাজে আসিয়া তথা হইতে ৫৬ মাইল পদব্রজে, শকটারোহণে বা শিবিকারোহণে আসিতে হইত। এক্ষণে বেঙ্গল নাগপুর রেলযোগে কলিকাতা হইতে ১৪ ঘণ্টার মধ্যে একেবারে পুরী আসা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া মেলে ৪৮৵০; প্যাসেঞ্জারে ৪৴০। মেলে খড়দারোডে গাড়ী বদল করিতে হয়। গাড়িতে যাওয়া স্বত্বেও সহস্র মাইল দূরবর্ত্তী শত শত পশ্চিমদেশবাসীদিগকে প্রতিদিন পদব্রজেও যাইতে দেখা যায়। পুরীর ষ্টেশন হইতে জগন্নাথদেবের মন্দির এক মাইল দূরে অবস্থিত। পুরী সহর অত্যন্ত বৃহৎ না হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে—দীর্ঘে ৬ মাইল ও প্রস্থে ৪ মাইল হইবে। পুরীর প্রকাণ্ড বিশাল কারুকার্য্য-বিশিষ্ট মন্দির ও সুবিস্তৃত সমুদ্র দর্শনমাত্রেই দর্শকের প্রাণ এক অভিনব বিস্ময় ও আনন্দরসে নিমগ্ন হয়। অধিবাসী-দিগের মধ্যে হিন্দু সংখ্যাই অধিক। পুরীধাম প্রধানতঃ ৭টী সাহী বা পল্লীতে বিভক্ত :—গৌরবাতসাহী, হরচণ্ডী সাহী, বালি সাহি, কুচইবেণ্ট সাহী, দোলমণ্ডই সাহী, মাটিমণ্ডই সাহী ও মার্কণ্ড সাহী। এই সাত সাহীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহী অনেক আছে। সমুদ্রতীর হইতে পুরীর মন্দির অর্দ্ধ মাইল অন্তর। জগন্নাথমন্দির হইতে যে অতি প্রশস্ত রাস্তা গুণ্ডিচাবাড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছে, যাহার উপর দিয়া রথ টানা হয়, তাহাকে বড় ডাণ্ড কহে। রাস্তাকে এখানে ডাণ্ড বলে। বড় ডাণ্ডর উপর মন্দিরের নিকটে পুরীর রাজার প্রাসাদ। পুরীর রাজা ঠাকুর-রাজা বলিয়া খ্যাত। ঠাকুর বাড়ির রাজা বলিয়া ইঁহাকে ঠাকুর রাজা বলে। এখানে চৌদ্দশত ঘরের উপর পাণ্ডা বাস করেন;

অধিকাংশ পাণ্ডা অর্থশালী। বাঙ্গলা দেশ অপেক্ষা এ স্থান গরম; কিন্তু সমুদ্র-বাতাস নিরন্তর প্রবাহিত হওয়াতে প্রায়ই গ্রীষ্মাধিক্য অনুভূত হয় না। এখানকার জলবায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর। এখানে একাদশী-প্রথা বা একান্ন-ভোজন-প্রথা নাই। হিন্দুবিধবাগণ এখানে আসিয়া একাদশী দিনে কিংবা অন্যান্য দিনেও যতবার ইচ্ছা আহার করিতে পারেন। এখানে অবরোধ প্রথা নাই। চির-গৃহকারাবদ্ধ হিন্দু-ললনাগণ এখানে আসিয়া চরণের সার্থকতা সম্পাদন করেন ও মুক্ত হাওয়ায় হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচেন। এখানে নিরামিষ আহারের প্রচলন দৃষ্ট হয়, তবে মৎস্যাদি যে আদৌ পাওয়া যায় না তাহাও নহে। মাদক দ্রব্য সেবনে এমন কি স্পর্শেও জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়, উৎকলবাসীদিগের এই নিয়ম সত্ত্বেও বিশিষ্টস্থলে ইহার ব্যতিক্রমে বিশেষ বিপন্ন ঘটিতেও শুনা যায়। পূর্ত্তবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিস্বত্বেও সকল স্থানের কার্য্য সমানরূপে হইয়া উঠে না। সঙ্কীর্ণগলির ভিতর সময়ে সময়ে ন্যাক্কারজনক পূতিগন্ধ বাহির হয়। এখানে শত সহস্র যাত্রী-বাস থাকিতেও সময়ে সময়ে স্থানাভাববশতঃ ক্লেশ পাইতে হয়। রেলওয়ে ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও কলের জল পাওয়া যায় না। এখানকার রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত ভাল নাই;—পুরীর প্রশস্ত রাস্তায় চপলাকে চিনিতে না পারা যাওয়ায় রেলওয়ে ষ্টেশন সন্নিকটবর্ত্তী রাস্তার রাখা হইয়াছে,—যেন সৌদামিনী সপত্নী তনয়ের সঙ্গে কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার জন্য ষ্টেশন পর্য্যন্ত আসিয়াও গাড়িতে উঠিতে পারিতেছেন না—ভয়, সেখানে গেলেই পাছে তাহাকে পাখা বা ট্রাম টানিতে হয়—অথবা বাবুজীগিরি করিতে হয়! এখানকার

প্রত্যেক সরোবরেই কুম্ভীর আছে। এক একটী সরোবরে ৭০।৮০টী অতি প্রকাণ্ড কুম্ভীর ভাসিয়া থাকিতে দৃষ্ট হয়। যাত্রীদিগের সাবধানে সরোবরে নামা উচিত। এখানে সকল প্রকার দ্রব্যই পাওয়া যায়। দর কলিকাতা অপেক্ষা সস্তা। এখানে পাকী সেরের চলন। এখানে হাঁসপাতাল, কলেজ, আদালত অতিথিশালা প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। এখানে বহুসংখ্যক সাধু-সন্ন্যাসী আছেন।

মন্দির প্রবেশের প্রধান দ্বার সিংহ দ্বার নামে উক্ত। কোন প্রকার চর্ম্মদ্রব্য সঙ্গে লইয়া মন্দিরে প্রবেশ নিষেধ। মন্দিরের ভিতর একদা জনৈক যাত্রীর নিকট একটী মনিব্যাগ দৃষ্ট হওয়ায়ে বহু অর্থব্যয়ে মন্দির সংশোধন করিতে হইয়াছিল।

যাঁহাদের দেশের তত্ত্ব লেখা হইতেছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে ২।১টী কথা না বলা অনুচিত। উড়িয়াগণ সাধারণতঃ পুরী-রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির দিন হইতে বৎসর গণনা করিয়া থাকেন। এখানে রাজগণ ও অন্য লোক পত্রাদিতে নিজের নাম সহি না করিয়া নিজ নিজ কৌলিক-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দেন। চিহ্ন—যেমন ময়ূরভঞ্জ মহারাজার ময়ূর, করণ জাতির লেখনী, ব্রাহ্মণের কুশ ইত্যাদি। এখানে সচরাচর স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীলোকদিগের যৌবনবিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত। ইঁহারা অলঙ্কার বড় ভাল বাসেন। এক একজন স্ত্রীলোকের অলঙ্কারে একটী সুবৃহৎ সংসারের তৈজসপাত্র তৈয়ারী হইতে পারে। এখানে স্ত্রীলোকেরা কাচা দিয়া কাপড় পরেন। হরিদ্রার সঙ্গে ইঁহাদের বড় মাখামাখি। এখানে বিবাহান্তে তৎসহ যিনি যত অধিকসংখ্যক দাসী পাঠাইতে পারেন, সমাজমধ্যে তাঁহার তত

সুখ্যাতি। এই সকল দাসীগণ বয়সে, রূপে, গুণে কন্যার সাদৃশ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তথায় তাহাদের স্থিতি ও কার্য্য কন্যার দাসীর ন্যায় হইলেও কতকাংশ কন্যার অনুরূপ। ফলে, তাহাদের দ্বারা কন্যার স্বামীর যে সকল পুত্র কন্যা হয় তাহারা স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিগণিত। ইহাদিগকে দাসী-পুত্র ও সাগরপেশা কহে। করণ জাতির কন্যারা বিবাহান্তে প্রথম বার যে স্বামিগৃহে যান আর পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিতে পান না এবং স্বামিগণও শ্বশুরালয়ে গমন করেন না। নিমন্ত্রিত উড়িয়াগণের আহার-প্রণালী দর্শন করিলে প্রাণে নয়টী রসেরই যুগপৎ ঘাত-প্রতিঘাত হইতে থাকে। আহার—আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকারেই প্রয়োগ করিতে হয়! উত্তম কাঠিণ্য-গুণে গঠিত বেত্রগুলি দুই চারিবার চর্ম্ম-কাঠিণ্য পরীক্ষা করিয়াই হজম হইয়া আছে, কিন্তু ইহাতেও ইহাদের চূড়া-চর্ব্বন-জনিত তৃপ্তি ও তন্ময়ত্বর তঞ্চক হয় না। এখানে অর্থনিরপেক্ষ হইয়াও জমিদার হওয়া চলে। যিনি ভূমির খাজনা উপরিতন কোন মালিককে না দিয়া বরাবর গভর্ণমেণ্টকে দিবার অধিকারী, তিনিই জমিদার; এই মর্ম্মে এক বিঘা জমি থাকিলেও জমিদার, আর এক সহস্র বিঘা জমি থাকিলেও জমিদার। এখানে পুস্তকগত ও ব্যক্তিগত চলিত ভাষাতে পার্থক্য নাই। এজন্য সামান্য দোকানদারদিগকেও পুস্তকপাঠ ও প্রণয়ন করিতে দেখা যায়। এ বিষয়ে ভারতবর্ষ মধ্যে উড়িয়াগণই সুসভ্য জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদিগকে ধর ধর হইয়াছে!—উপেন্দ্রের প্রিয়তমা লাবণ্যবতীকে পদমর্য্যাদা খোয়াইয়া কখন বা প্রান্তর-মধ্যস্থ নির্জ্জন বৃক্ষতলে মুনিগণ হলচালনকারীর সহিত

১৯৩

কখন বা গৃহাভ্যন্তরালে স্বেদ-সিক্ত শিবিকাস্বামীর সঙ্গে প্রেমালাপে করিতে দৃষ্ট হয়। তবে সময়ে সময়ে নির্ব্বোধ কঠিনহৃদয় লোকদিগের হাতে পড়িয়া যে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও বিড়ম্বিত হইতে হয় না এমনও নহে।

কোনার্ক—পদ্মক্ষেত্র।

চন্দ্রভাগানদীকূলে সূর্য্যদেবের যে মন্দির আছে তাহাকে কোনার্ক বা কোনারক কহে। জগন্নাথদেবের মন্দির ব্যতীত কোনারকে সূর্য্যদেবের কৃষ্ণ মন্দিরের সমকক্ষ মন্দির ভারতে দ্বিতীয় নাই। ইহার নিম্নদিকে ৪৫ ফুট উচ্চ ৭০ ফুট বিস্তৃত স্তূপাকার ভগ্নাবশেষ পতিত আছে। মন্দিরের নির্ম্মাণ কৌশল বড়ই বিস্ময়জনক। ৩০ ফুট মেজের চতুর্দ্দিকে দেওয়াল ৪০ ফুট ঊর্দ্ধে উঠিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতে আরম্ভ হইয়া ২০ ফুটে পরিণত হইয়াছে। এই ২০ ফুটের উপর পাথরের চাক লৌহ খাম দ্বারা রক্ষিত। ইহা পুরী হইতে নয় ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। মাঘ মাসের শুক্ল সপ্তমীতে প্রত্যূষে চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করণান্তর সমুদ্রগর্ভ হইতে সূর্য্যদেবের উদয় দর্শন করিলে মহাপুণ্য লাভ হয়।

ভুবনেশ্বর।

ভুবনেশ্বরের মন্দির।

ইহা দীর্ঘে ৫২০ ফুট, প্রস্থে ৪৬৫ ফুট। মূল মন্দিরের চূড়া ১৬০ ফুট। ইহার উত্তর পশ্চিম কোণে ভগবতীর মন্দির।

ভুবনেশ্বরদেবের নিত্য-পূজা পদ্ধতি।

১। প্রাতে দুন্দভিধ্বনি ও আরতি। ২। দন্তধাবন।

৩। স্নান। ৪। বস্ত্রপরিধান। ৫। ৯টার সময় নবনীত ও মিষ্টান্ন দ্বারা বালভোগ। ৬। ১১টার সময় পকান্ন ভোগ। ৭। ১২টার সময় অন্ন-ব্যঞ্জন-মালপোয়া-পায়স প্রভৃতি দ্বারা মধ্যাহ্ন ভোগ। পরে ৪ ঘণ্টা দরজা বন্ধ থাকে। ৮। ৪ ঘটিকার সময় দুন্দুভিধ্বনি ও আরতি। ৯। ৪টার পর জিলাপি ভোগ। সন্ধ্যাকালীন শৃঙ্গার বেশ, ইহাতে জলাভিষেক পুষ্প চন্দন মালা দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর বড়-শৃঙ্গার বেশ। তখন সন্ধ্যা-ভোগে খাজা, গজা, মতিচুর, নারিকেল, অম্বল তাম্বুল প্রভৃতি প্রদত্ত হয়। তার পর আরতি। পরে বড়-শৃঙ্গার বেশে পীতবর্ণের বস্ত্র নানাবিধ সৌগন্ধ দেওয়া হয়, পরে মোহনভোগ পিষ্টক প্রভৃতি হইয়া এক ঘণ্টা পরে গোপাল-ভোগ। পরে রাত্রের জন্য দুধ, কলা, মিষ্টান্ন, পুষ্প, জল, পান বেদির উপর রাখা হয়। পরে আরতির পর খাটে সুন্দর বিছানা করিয়া দেবতাকে বলা হয় "দেবী শয়নার্থ আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন" পরে দরজা বন্ধ করা হয়।

অষ্ট-সরোবর-মাহাত্ম্য।

১। বিন্দু-সাগর। ২। পাপনাশিনী। ৩। গঙ্গা যমুনা। ৪। কোটী-তীর্থ। ৫। ব্রহ্মকুণ্ড। ৬। মেঘকুণ্ড। ৭। রাম-কুণ্ড। ৮। সিদ্ধ-কুণ্ড। বিন্দুসরোবরে স্নান করিলে জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ইহার সম্মুখের ঘাটকে মণি-কর্ণিকা ঘাট বলে। সিদ্ধ-কুণ্ডের জল পান করিলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয় ও মৃতবৎসা দোষ দূর হয়। ইহার জল বাজারে বিক্রীত হয়।

বিরাজ-মণ্ডল—মহানদীর দক্ষিণ তীরে ইহা অবস্থিত। মহাদেব ভগবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলে সুদর্শন চক্র দ্বারা মহাদেবের পাশুপত অস্ত্র ভস্মীভূত হইয়া যায়, ইহাতে শিব ভীত হইয়া শ্রীবিষ্ণুকে বহু বন্দনা স্তব করিয়া প্রীত করিয়া আশ্রয়হেতু এইখানে অবস্থান করিতেছেন। এখানে আসিলে তম ও রজগুণ নাশ হয় এবং নির্ম্মল সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়।

বহুকাল হইতে মহাদেব কাশী তপোবিঘ্নকর বলিয়া কাশী পরিত্যাগ করিয়া ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিতেছেন। মহাদেব এই স্থানে থাকিবার জন্য অনেক স্তবস্তুতি করেন; তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া বাসুদেব বলেন "তুমি সত্য কর যে কখনও কাশী যাইব না ভুবনেশ্বরেই সর্ব্বদা থাকিব" ইহাতে মহাদেব সেই সত্য করিলেন এবং তদবধি মহাদেব ভুবনেশ্বরে আছেন। পরে দেবীও কয়েক দিন পরে এখানে আসিয়া রহিয়াছেন।

অপরাপর মন্দির।

অনন্তবাসুদেব, কোটীতীর্থেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, মুণ্ডেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, অলাবুরেশ্বর, নাকেশ্বর, বৈতাল, রাজারাণী দেউল, সোমেশ্বর, কপিলেশ্বর, যমেশ্বর, একাম্রেশ্বর, গোপালিনী।

কপিলেশ্বর মন্দির—এখানে লোকে হত্যে দিয়া থাকে।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

ভুবনেশ্বর হইতে ২ ক্রোশ পশ্চিমে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি অবস্থিত। এখানে গন্ধবতী নদী একটী তীর্থ।

খণ্ডগিরির উচ্চতা ১২৪ ফিট। ইহাতে পরেশনাথের মন্দির আছে। অনন্তগুহা প্রভৃতি কয়েকটি গুহা ও আকাশ-কুণ্ড,

রাধা-কুণ্ড, শ্যাম-কুণ্ড আছে। ইহাদের জল অতি উপকারী! এখানে প্রত্যেক যাত্রীকে সরকারী খাতাতে দৃষ্ট বস্তুর বিবরণ লিখিতে হয়। ইহা রাজা ললাটেন্দু কেশরীর সময় নির্ম্মিত হয়।

উদয়গিরি অপেক্ষাকৃত বড়; ইহার উপর হইতে সূর্য্যোদয় অগ্রে দেখা যায় বলিয়া ইহার নাম উদয়গিরি হইয়াছে।

বিরজাক্ষেত্র—যাজপুর বা যজ্ঞপুরকে বিরজাক্ষেত্র বলে। বৈতরণী নদী তীরে ইহা স্থিত। বিরজা এখানকার অধিষ্ঠাত্রী-দেবী। এখানে সতীর নাভিদেশ পড়িয়াছিল। ইনি অষ্টভুজা; ইঁহার পরিমাণ অষ্ট অঙ্গুলি মাত্র।

বৈতরণী—গঙ্গার অপেক্ষা পূজিতা; ইহাতে সকল পাপ যায়। ভক্তিভরে বৈতরণী পার হইলে ভবনদী পার হওয়া যায়। ইহার তীরে মণিকর্ণিকা ও দশাশ্বমেধ ঘাট আছে।

বরাহ-মন্দির—ইহাতে বরাহ অবস্থান করিতেছেন। ইহা বৈতরণীর তীরে অবস্থিত। ইহা একটী আধুনিক মন্দির। রাজা প্রতাপচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক ১৫২৫ খৃঃ নির্ম্মিত হয়।

অষ্ট-মাতৃকা মন্দির।

ইহা বৈতরণীর অপর তীরে অবস্থিত। ইহাতে শশ্মান-ভৈরবী, যম, যমের স্ত্রী, যমের খুড়ি, যমের জেঠাই, যমের মা, যমের মাসী, যমের পিসী আছেন।

মহা-বিনায়ক-ক্ষেত্র।

মহানদীর উত্তরে মহাবিনায়ক পর্ব্বতে গণেশদেবের মন্দির আছে। ইহা গঙ্গাবংশীয় রাজা অনঙ্গভীমদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

রেলযোগে তের নদী পার হইতে হয়ঃ—

১। দামোদর, ২। রূপনারায়ণ, ৩। কংসাবতী বা কাঁসাই, ৪। সুবর্ণরেখা, ৫। বুড়িবলং, ৬। ব্রহ্মণী, ৭। বৈতরণী, ৮। বিরূপা, ৯। কোয়াখাই, ১০। মহানদী ১১। কাট-জুড়ি, ১২। ভার্গবী, ১৩। প্রাচী।

পথে প্রধান নগর।

তমলুক—রূপনারায়ণ তীরে অবস্থিত, ইহা একটী প্রাচীন সহর। এখানকার রাজার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল।

মেদিনীপুর—কাঁসাই নদীর তীরে অবস্থিত। মহাভারতে ইহার নামোল্লেখ আছে।

দাঁতন—ইহা ভোজরাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ময়ুরভঞ্জ—উড়িষ্যার উনবিংশতি করদ রাজ্যের অন্যতম। এখানকার বর্ত্তমান মহারাজকে আদর্শ নৃপতি বলা যাইতে পারে।

বালেশ্বর—উড়িষ্যা জেলাত্রয়ের অন্যতম।

ভদ্রক—ইহা একটী প্রাচীন ধর্ম্ম স্থান।

কটক—কলিকাতা হইতে ২৫৫ মাইল দূরে মহানদীর তীরে অবস্থিত। ইহা উড়িষ্যার রাজধানী। এখানে কমিশনার অবস্থান করেন। সহরের মধ্যে প্রায় ৪৫০০০ লোকের বাস। এখানে বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালি বাস করেন। বয়সে কটককে কলিকাতার বৃদ্ধ প্রপিতামহ বলা যাইতে পারে। ইহা সর্ব্ববিষয়ে বঙ্গদেশের সহিত সংযুক্ত।

অমরাবতী—কটকের ১৬ মাইল দক্ষিণস্থ প্রাচীন তীর্থ স্থান।

চিল্কাহ্রদ—পুরির দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে স্থিত—একটী মোহানা

২১৫

দ্বারা সমুদ্রসহসংযুক্ত। দীর্ঘে ২২ ক্রোশ, প্রস্থে ২ হইতে ১০ ক্রোশ, গভিরতা ২ হইতে ৪ হস্ত। ইহার চারিদিকে শিব মন্দির।

শ্রীক্ষেত্র-মাহাত্ম্য।

শ্রীক্ষেত্র একটি প্রকাণ্ড সাধুসঙ্গ বিশেষ। ইহার বৃক্ষদিগের প্রতি তাকাও তোমার সাধুসঙ্গ হইবে। তোমার মনে হইবে, এই বৃক্ষতলে কত শত যোগী ভক্ত ভগবানের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন; যখনই এ কথা মনে পড়িবে, তখন তোমার মনেও এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইবে, তখন তোমার মনে হইবে যে ভাবে তাঁহারা মত্ত আমি কি একটুও সে ভাব পাইব না। এইরূপে তুমি যখন জলে স্নান করিবে, তখন তোমার মনে হইবে এই জলের শৈত্য-গুণে কত লোকের ভগবদ্ভক্তির আধিক্য হইয়াছে, আমার কি কিছু হবে না। এইখানকার বাতাস ভক্তদিগের শরীরের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, দেখি আমিও সেই বাতাস লইয়া তাঁহাদের অন্তরের ভাব বায়ুযোগে আমার অন্তরে প্রবেশ করে কি না। ঐ দূরস্থিত নভোমণ্ডল, ঐ সকল নক্ষত্র দেখিয়া কত শত জ্ঞানী ভক্ত সমস্ত রাত্রি একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছেন। আমিও চেয়ে থাকি নিশ্চয়ই জ্ঞানময়ের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিব।

এইরূপে যখন চারিদিকে দেখিতে থাকিবে, তখন তোমার এক অভিনয় দিব্য দৃষ্টি হইবে—তখন ঐ বৃক্ষলতা, তোমাকে কত বেদ-বেদান্ত উপদেশ দিবে!—তখন ঐ সমুদ্র, ঐ নক্ষত্ররাজি, তোমাকে কত আনন্দ মহিমা শুনাইবে!—তখন ঐ কাষ্ঠ মৃত্তিকা তোমাকে এক অচ্যুত আনন্দধামে আনয়ন করিয়া দিবে!—

তখন তুমি যে দিকে দর্শন করিবে সেই দিকে দেখিবে এক অনন্তভূমা পরমেশ্বর সর্ব্বস্থলে বিরাজ করিতেছেন।

শ্রীশ্রীবলভদ্রদেবের ধ্যান।

বলক্ষ শুভবর্ণাভং শারদেন্দু সমপ্রভং।
কৈলাস শিখরাকারং ফণা বিকটবিস্তারং॥
নীলাম্বর ধরস্তোত্রং বলং বল মদোদ্ধতং।
কুন্তলৈকধরং দিব্যং মহামুষল ধারিণং॥
মহাবলং বলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুং॥

শ্রীশ্রীসুভদ্রামাতার ধ্যান।

সুভদ্র্যাং স্বর্ণপদ্মাভ্যাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণং।
বিচিত্র বস্ত্র সংচ্ছন্নাং হরিকেয়ুর শোভিতাং॥
বিচিত্রা ভরণোপেতাং মুক্তাহার বিলম্বিতাং।
পীনোন্নত কুচাং রম্যামাদ্যাং প্রকৃতিরূপিকাং॥
ভক্তিমুক্তিপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েত্তাং অম্বিকাং পরাং॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আরাধনা।

তুমি প্রভু জগন্নাথ, জগতজনের পিতঃ, অধম সন্তান তব আমি।
তুমি দেহ প্রাণ দাতা, লালন পালন কর্ত্তা, প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী॥
ভক্তজন গণ মুখে, শুনিয়া মনের সুখে, তব প্রিয় চরিত্র কথন।
বহু আশা করে তাই, এসেছি তোমার ঠাঁই, করিবারে দর্শন স্পর্শন॥
তুমি সত্য রজ তমঃ, গুণাতীত রসময়, কভু হও তুমি গুণময়।
তুমি সুক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি সর্ব্বাধারে মূল, নির্ব্বিকার নিত্য লীলাময়॥
তুমি পুরুষ প্রকৃতি, পাপী তাপী গতি মুক্তি, তুমি বিশ্বময় বিশ্বেশ্বর।
তুমি জাগ যজ্ঞ তপ, ধ্যান ব্রত মন্ত্র জপ, সর্ব্বময় সর্ব্বমূলাধার॥

তুমি আছ সর্ব্বভূতে, নিত্য ভূত ভবিষ্যতে, হয়ে সর্ব্বব্যাপী নিরাকার।
তুমি মম প্রাণ মন, বিদ্যা বুদ্ধি মহাধন, সারাৎসার পরাৎপর॥
তুমি মৎসরূপ ধরি, বেদেরে উদ্ধার করি, শঙ্খাসুরে করিলে নিধন।
তুমি কূর্ম্মরূপ ধরি, পৃষ্ঠেতে করিয়া গিরি, সমুদ্রেরে করিলে মন্থন॥
তুমি বরাহ রূপেতে, পৃথিবী ধরি দন্তেতে, ভাসাইলে জলের উপর।
তুমি নরসিংহ হরি, হিরণ্যকশিপু মারি, প্রহ্লাদের বিপদ্ উদ্ধার॥
তুমি বামন রূপেতে, গিয়া বলির পাশেতে, দেবেন্দ্রেরে নিজ রাজ্য দিলে।
তুমি রামরূপ ধরি, ক্ষত্রিয় বিনাশ করি, জননীর মস্তক হানিলে॥
তুমি পুনঃ রাম রূপে, নাশি দশাননমৃপে, করিলে মঙ্গল সবাকার।
তুমি হয়ে বলরাম, প্রবেশি মথুরাধাম, চানুকমুষ্টি ক'লে সংহার॥
তুমি বুদ্ধরূপ ধরি, প্রভু জগন্নাথ হরি, মম আশা করহে পূরণ।
তুমি কল্কিরূপে শেষ, বিনাশি তাবৎ দেশ, পুনঃ সৃষ্টি করিবে সৃজন॥
তোমারে স্বরূপে স্মরি, শোক তাপ পরিহরি, জগন্নাথ বল বলি ভাই।
"শ্রীজগন্নাথ-মাহাত্ম্য", পড়িয়া দিবস রাত্র, আনন্দেতে মত্ত হয়ে যাই।

———০———

সম্পূর্ণ।

রসিক ল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ ১৬৪-২ বৈটকখানা রোড
শ্রীমহেন্দ্র লাল পাত্র দ্বারা মুদ্রিত।

৺তারকেশ্বর।

তারকেশ্বরের পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ
যাত্রীগণের কর্ত্তব্যাদি যাবতীয় বিষয় সম্বলিত

শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত প্রণীত।

হুগলি-কালিকাপুর।
শ্রীললিত মোহন পাল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
১৯নং ঈশ্বরমিলের লেন, গোয়াবাগান।
"বিষ্ণু প্রেস" হইতে
শ্রীবিষ্ণু পদ দাস অধিকারী দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৵০ দুই আনা।

বিজ্ঞাপন।

আট দশ বৎসর পূর্ব্বে "তারকেশ্বর তীর্থ" নামে আমার একটী প্রবন্ধ অনুসন্ধান-পত্রে প্রকাশিত হয়। আমার এরূপ প্রবন্ধ অনেক কাগজেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। সে গুলির পুস্তকাকারে প্রকাশ আমার দ্বারা ঘটিয়া উঠে না। যৎকালে আমি ভান্দা-মোড়া গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত ইংরাজী স্কুলে এবং খুসীগঞ্জ স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করি তখন যে সকল বালক আমার নিকট শিক্ষালাভ করিত তাহাদের মধ্যে কয়েক জন বিশেষ সাহিত্যানুরাগী। শ্রীমান্ ললিত মোহন পাল তাহাদের মধ্যে একজন। ললিত আমার লিখিত প্রবন্ধ ও পুস্তক গুলির উদ্ধারসাধনার্থ যত্নবান হইয়া সর্ব্বাগ্রে তারকেশ্বর সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল বলিয়া তাই তদ্দারা ইহা প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রবন্ধের নানা স্থান এরূপ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল যে ইহা এক নূতন জিনিস হইয়া দাঁড়াইল। এক্ষণে ইহা সাধারণে সাদরে গ্রহণ করিলে আমাদের উভয়েরই চেষ্টা ও যত্ন সার্থক হয়।

কলিকাতা,
১৪।২ নং বিডন ষ্ট্রীট,
৫ই চৈত্র ১৩১৬ সাল। } শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।

200

৺তারকেশ্বর।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনাদিলিঙ্গ আবিষ্কার।

তারকেশ্বর স্বনামখ্যাত অনাদিলিঙ্গ স্বয়ম্ভু শিব। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সেওড়াফুলী জংশন হইতে তারকেশ্বর রেলওয়ে ষ্টেশন ২২ মাইল দূরবর্ত্তী। ষ্টেশনের অনতিদূরেই তারকেশ্বরের মন্দির। তারকেশ্বর শিবকে কেহ কেহ "তারকনাথ" নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশের মধ্যে চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ, সাঁওতাল পরগণায় বৈদ্যনাথ এবং হুগলী জেলায় তারকেশ্বর এই তিনটী প্রধান শৈব তীর্থ। এই তীর্থ স্থানটীর প্রকৃত নাম জোত শম্ভু। তারকেশ্বরের আবির্ভাব হেতু ইহা তারকেশ্বর নামেই খ্যাত।

খৃঃ ১৮৮৫ শকাব্দার পূর্ব্বে তারকেশ্বর কেবল মাত্র তীর্থ ভূমিই ছিল। তৎকালে তারকেশ্বরের চতুঃসীমা—উত্তর পূর্ব্ব পশ্চিম তিনদিকে ধান্যক্ষেত্র এবং দক্ষিণে বেল পুকুর। বেল পুকুরের দক্ষিণে দোকানঘর ছিল না। এই চতুঃসীমার মধ্যে

তারকনাথের দক্ষিণদ্বারী মন্দির, তাহার সম্মুখে একটী পাকা নাট মন্দির, পূর্ব্বদিকে শ্রীশ্রী৺কালী ও অন্যান্য কয়েকটী দেব দেবীর মন্দির এবং পূর্ব্ববর্ত্তী মোহান্তগণের স্মরণার্থ একএকটী শিবমন্দির, দক্ষিণ দিকে একটী ক্ষুদ্র বাজার ও কতকগুলি দোকান। অধিষ্ঠাতা দেবতার মন্দির সংলগ্ন দুধপুকুর নামে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী, তাহার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে মোহান্ত মহারাজের আবাস-ভবন মাত্র ছিল। বেল-পুকুরের পূর্ব্ব দিকে পুলিশ আউট পোষ্ট বই আর কিছু ছিল না। খৃঃ ১৮৮৫ অব্দে সেওড়া ফুলী হইতে তারকেশ্বর রেলপথ বিস্তৃত হইলে এই পুণ্যভূমির দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে অনেক গুলি বড় বড় আড়ত ও বড় বড় দোকান নির্ম্মিত হওয়ায় তীর্থ ভূমির বাণিজ্যগৌরব জন্মিয়াছে। ধান চাউল তৈল ঘৃত ময়দার কারবার বসিয়াছে, পাট, আলু প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যের বহুল ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। জেলা বোর্ডের আনুকূল্যে তারকেশ্বর হইতে জানদাড়া পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত হওয়ায় সাধারণের যাতায়াত সুগম হইয়াছে। তারকেশ্বরের মধ্যে একটী নূতন ঝীল ও একটী পুষ্করিণী খাত হইয়াছে। একজন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের তত্বাবধানে একটী হাঁসপাতাল সংস্থাপিত হওয়ায় তারকেশ্বর ও তৎসন্নিহিত গ্রাম বাসীগণের যথেষ্ট উপকার দর্শিয়াছে। এখানে গৃহস্থের বাস না থাকিলেও একটী ইংরাজী স্কুলের প্রতিষ্ঠা হেতু দোকান পসারী-দের এবং গ্রামান্তরের বালকগণের সামান্যাকারে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা ঘটিয়াছে। দুইটী চতুষ্পাঠী আছে তাহাতে ব্যাকরণ ও স্মৃতি শাস্ত্রাদির অধ্যাপনা হয়। এই সকল হিতকর কার্য্যের ব্যয় মোহান্ত মহারাজই নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। প্রাচীন তীর্থ

স্থানের পুরাতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল জন্মিয়া থাকে বলিয়া যতদূর সাধ্য আমরা তারকেশ্বর তীর্থের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম।

তারকেশ্বর তীর্থের ইতিবৃত্ত এইরূপ :—

তারকেশ্বর তীর্থস্থানের কিঞ্চিদূন একক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে কাণা নদীর ধারে রামনগর গ্রাম। ঐ গ্রামে রায় ভারমল্ল নামে একজন রাজপুত রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পিতা কেশব হাজারী বারাণসীর সন্নিহিত জৌনপুর জেলার কোন স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এককন্যা—পুত্র রাজা বিষ্ণুদাস জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ রাও ভারমল্ল এবং কন্যা ভানুমতী। ভানুমতী বিলক্ষণ রূপলাবণ্যবতী ছিলেন, অযোধ্যার নবাবের দ্বারা এই কন্যার সতীধর্ম্মের উপর অত্যাচার অনিবার্য্য বুঝিতে পারিয়া কেশব হাজারী (হাজার সেনার অধ্যক্ষ) অতি বৃদ্ধাবস্থায় আপন পরিজন বর্গ ও অধীন হাজার রাজপুত সঙ্গে লইয়া জোনপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপরি উক্ত রামনগর গ্রামে উপস্থিত হয়েন। এখানকার লোক অধিকাংশই নিরীহও নিরুপদ্রব—তাহা দেখিয়া কেশবের পুত্র বিষ্ণুদাস ও ভারমল্ল উভয়ে অপর সাধারণের উপর প্রাধান্য বিস্তার আরম্ভ করিলেন, এমন কি জোর জবর দস্তিতে ভূমির রাজকর পর্য্যন্ত আদায় করিতে ছাড়িলেন না। নিকটেই বালিগড়ি ও মহেনাবাগ পরগণার পরগণাদারেরা অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা মুর্শিদাবাদের নবাব সরকারের অধীন, নিয়মিত সময়ে নবাব সরকারে রাজস্ব না পাঠাইলে তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ হইতে হইত। পরগণাদারেরা নবাবকে জানাইলেন যে, "একদল দস্যুভাবাপন্ন লোক আসিয়া বলপূর্ব্বক

প্রজাদের নিকট রাজস্ব আদায় করিয়া লইতেছে তাহারা নিষেধ নিবারণ মানিতেছে না, দলেও বেশ পরিপুষ্ট-আমরা, তাহাদিগকে উঠিতে পারিতেছি না।"

এই কথা শুনিয়া নবাব পরগণাদারদিগকে নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ভাবিয়া একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন—আর তাহাদিগকে বলিয়াদিলেন যে "দস্যুদলপতিকে যেন গ্রেপ্তার করিয়া মুর্শিদাবাদে লইয়া যাওয়া হয়।" সেনাপতি আজ্ঞা পাইয়া যথাকালে রামনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেশব হাজারী তখন বৃদ্ধ, ইষ্টচিন্তা লইয়াই থাকেন, পুত্র বিষ্ণুদাস ও ভারমল্লই যাহা কিছু করিয়া থাকেন। নবাব—সেনাপতি তাঁহাদিগকে দেখিয়াই বুঝিলেন যে তাঁহারা দস্যু নহেন, পরিচয়ে জানিলেন তাঁহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজপুত—দেশত্যাগী হইয়া বাঙ্গালা দেশে বাস করিবার জন্য আসিয়াছেন। বিষ্ণুদাস ও ভারমল্ল সেনাপতির প্রতি উদ্ধত ভাব প্রদর্শন না করিয়া বরং বিনয় ও শিষ্টাচার সহকারে জানাইলেন যে—"তাঁহারা নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অপ্রস্তুত নহেন। তাঁহারা রাজজাতীয় রাজ্যশাসন তাঁহাদিগকেই শোভা পায়, মালীর একাজ নহে।" এই সময়ে মহেনাবাগ পরগণা একজন মালাকারের হাতে ছিল। সেকালে পরগণাদারদিগের সকলেই রাজা উপাধি ভূষিত ছিলেন। বঙ্গে জমিদারের সৃষ্টি ইংরাজরাজের সঙ্গেই হইয়াছে।

কেশব হাজারী তখন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন সাংসারিক কর্ম্মকাজ সকলই তাঁহার পুত্রেরাই করিতেন অতএব বিষ্ণুদাস ও ভারমল্ল কতকগুলি অনুগত আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া নবাব

208

সাক্ষাৎকারে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। বিষ্ণুদাস পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তাঁহার বিষ্ণুশিলার পূজা না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করিতেন না। অতএব তাঁহাকে সঙ্গে লইতে হইল। যথাকালে তাঁহারা মুর্শিদাবাদ পৌছিলেন। এই বিষয় নবাবের স্বগোচর হইবামাত্র তিনি তাঁহাদিগকে হাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিলেন—পশ্চাৎ বিচার হইবে। বিষ্ণুদাস বিচারপ্রার্থী হইলেন, শীঘ্রই যাহাতে বিচার হয় তাহাই জানাইলেন, কিন্তু সেকালের নবাবী হুকুম রদ হইল না, তাঁহাদিগকে হাজতে যাইতে হইল।

বিষ্ণুদাস হাজতে প্রবিষ্ট হইয়া তথায় বিষ্ণুসেবা অসম্ভব বুঝিয়া দেবতার পূজা করিতে পারিলেন না, জলগ্রহণও হইল না। এইরূপে তিনদিন তিনরাত্রি কাটিয়া গেল, কারাধ্যক্ষ এ কথা নবাব সাহেবের স্বগোচর করিলে তিনি বিষ্ণুদাসকে দেখিতে চাহিলেন। তদনুসারে কারাধ্যক্ষ তাঁহাকে নবাবের নিকট উপস্থিত করিল। নবাব তাঁহাকে দস্যু বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি সেনাপতির নিকট রামনগরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই বলিলেন আর কোন উত্তর করিলেন না।

নবাব বলিলেন—তুমি তিন দিন আহার কর নাই কেন?

বিষ্ণু। আমার দেবতার সেবা না হইলে আমি জলগ্রহণ করিতে পারি না।

নবাব। তোমার দেবতা কোথায়?

বিষ্ণুদাস বক্ষঃস্থলের কাপড় খুলিয়া দেখাইলেন একটী থলির মধ্যে শালগ্রামশিলা রহিয়াছেন। তাহা দেখিয়া নবাব বলিলেন,—

"উহাতে কি হইতে পারে ?"

বিষ্ণু। সমস্ত আপদ বিপদে রক্ষা পা'ইতে পারি।

নবাব। তাহার কোন পরীক্ষা হইতে পারে ?

বিষ্ণু। যেরূপে ইচ্ছা সেইরূপেই করিতে পারেন।

নবাব। গরম শাবল হাতে ধরিতে পার ?

বিষ্ণু। কেন পারিব না,—

তখনি শাবল আনাইয়া তাহা পোড়াইয়া লালবর্ণ করা হইল। বিষ্ণুদাস তখন সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ কেয়ুরবান্ কনককুণ্ডলধারী মহাপুরুষকে মনে মনে ধ্যান করিয়া সেই অগ্নিমূর্ত্তি শাবল হস্তে ধারণ করিলেন,—দ্রষ্টাগণ "ধন্য ধন্য" করিতে লাগিলেন—বিষ্ণুদাসের মুখমণ্ডলের একটি পেশীও চঞ্চল হইল না। হইবে কেন, ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি, অটুট বিশ্বাস থাকিলে কি না হইতে পারে—তাঁহার পরম ভক্ত প্রহ্লাদ যে রূপে অগ্নিকুণ্ডে রক্ষা পাইয়াছিলেন সেইরূপে বিষ্ণুদাসও শাবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। আজি কালিকার লোকের সেরূপ ভক্তির অভাব প্রযুক্তই তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে হইয়া থাকে। বিষ্ণু দাসের শাবল পরীক্ষার কথা আজিও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সত্য ঘটনা না হইলে জনশ্রুতি অদ্যাপি তাঁহার শাবল পরীক্ষার কথা কেন রক্ষা করিয়া আসিবে। মনেপ্রাণে ভগবানকে ভক্তি করিতে অভ্যাস কর, জলে অনলে তিনি রক্ষা করিবেন তিনি ভক্তবৎসল, ভক্তের প্রতি তাঁহার অকৃপা নাই। এখন আমাদের এরূপ দুঃসময় যে অন্য ধর্মাবলম্বীর কথা দূরে থাকুক হিন্দুসন্তানের মধ্যে অনেকেই হয়ত একথা শুনিয়া নাসা কুঞ্চিত করিবেন।

205

বিষ্ণুদাসের পরীক্ষা হইল, নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বালি পড়ি এবং মহেনাবাগ পরগণার রাজস্ব সংগ্রহের ভারার্পণ করিলেন। ভারমল্ল "রায় র*াইয়া" ও বিষ্ণুদাস রাজা উপাধি পাইলেন। সেই অবধি বিষ্ণুদাস রাজা বিষ্ণুদাস এবং ভারমল্ল রাও ভারমল্ল নামে বিদিত হইলেন। উভয়ে রামনগরে ফিরিয়া আসিয়া পিতৃচরণ বন্দনা করিলেন। পিতা সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া পুত্র দুইটাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং দেবভক্তির পারাকাষ্ঠা প্রযুক্ত তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর রামনগরে রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন; তাহার চতুর্দ্দিকে গড় খাত করাইলেন, গজবাজী পুষিলেন, যাহা কিছু রাজৈশ্বর্য্য সমস্তই সংগ্রহ করিলেন মুর্শিদাবাদের নবাবকে নিয়মিতরূপে রাজ কর দিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। মহেনাবাগ পরগণার মালাকার রাজার উচ্ছেদসাধন হইল। মালাকার তনয়ের পূর্ব্বপুরুষ যাঁহার নামানুসারে পরগণাটীর নাম কারণ হইয়াছিল তাঁহার নাম "মদন মালাকার।" মালাকার জাতি ফুল ব্যবসায়ী-পুষ্প, দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ রক্ষ নাগ কিন্নর নর সকলেরই আদরের বস্তু। বোধ হয় মদন কোন সুযোগে নবাবকে ফুলের মালা দিয়া পরিতুষ্ট করিতে পারিয়াছিল। এদেশে যেদিন নবাব বা পাতসাহ নগরভ্রমণে হস্তীপৃষ্ঠে বাহির হইতেন সেদিন সাধারণ প্রজায় তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য যাহার যে সামগ্রী ভাল থাকিত তাহাই লইয়া তাঁহাদিগকে উপহার দিবার জন্য রাজপথে দণ্ডায়মান থাকিত। নবাব বা পাতসাহ উপহারের আধার পূর্ণ করিয়া উপহার দাতাকে অর্থ পুরস্কার দিতেন। এরূপ স্থলে মদনের ভাগ্য প্রসন্ন না হইবে কেন?

মদনের পরগনা "মহেনাবাগ" নামে পরিচিত—উহা সরকার মান্দারণের অন্তর্গত। *

প্রবাদ এইরূপ যে রাও ভারমল্লের ভক্তিক্রিয়াসক্তি দেখিয়া পুণ্যপ্রাণ রাজা বিষ্ণুদাস রামনগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহেনাবাগ পরগণার রাজধানী জাঙ্গিপাড়া কৃষ্ণনগরে উঠিয়া যান এবং সেখানে মালাকার রাজার মদনবাগ নামে যে গড় বেষ্টিত বাসবাটী ছিল তাহার বাহিরে আর একটী গড় খাত করাইয়া তাহাতেই বসবাস করিতে থাকেন, তদবধি উহা "বাহির গড়া" নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। এই বাহিরগড়ায় রাজা বিষ্ণুদাসের বংশধরগণ বাস করেন। ভারমল্লের পুত্রাদি ছিল না। বলা বাহুল্য যে কেশব হাজারী ইতেপূর্ব্বেই স্বর্গবাস করিয়াছিলেন। রাজা বিষ্ণুদাসের সঙ্গে যে হাজার ঘর রাজপুত এদেশে আসিয়াছিলেন তাঁহারাই অধুনা বালিগড়ি পরগণার ছত্রী বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ দেশে এখন দুই সম্প্রদায়ের ছত্রী দেখিতে পাওয়া যায়। "বালিগড়ি" এবং "বরদায়ী"। শোভাসিংহ নামে বঙ্গের ইতিহাসে যে প্রথিতনামা রাজপুত পুরুষের পরিচয় পাওয়া যায় তিনিও কতকগুলি রাজপুত সেনার নায়ক হইয়া উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন এবং "চেতুয়া" পরগণার রাজধানী মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার নিকটবর্ত্তী বরদায় অবস্থিতি করিতেন। তিনি তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ

* Vide page 473 Gladwins Translation of Ayeen akbari edited by qagdis mukhohhayaya B. A.

208

ছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্টিত ৺বিশালাক্ষী দেবী অদ্যাপি বরদা গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়।

রাও ভারমল্ল যৎকালে রামনগরের গড়ে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেন, তৎকালে রামনগরের অদূরবর্ত্তী "ওড়ে ভাটা" গ্রামের মুকুন্দ রাম ঘোষ তাঁহার গোরক্ষক ছিল। রাজার প্রভূত গোবৎসাদি ছিল, মুকুন্দ তাহারই রক্ষণাবেক্ষণ ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিত। তখনকার রাজারা এখনকার মত ছিলেন না, তাঁহারা রাজকার্য্য করিতেন এবং রাজসংসারের কাজ কর্ম্মও দেখিতেন। "সুঃখান্তে দুঃখিতা গাভী"—যে গৃহস্থের গাভীর দুঃখ আরম্ভ হয় তাহার সুখের অবসান সূচিত হইয়া থাকে, এজন্য সেকালের গৃহী মাত্রেই গোবৎসাদি পালনে সদা সাবধান থাকিতেন, আপনারা গোশালার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করিতেন, স্বহস্তে তাহাদিগকে খাওয়াইতেন; পীড়া হইলে চিকিৎসা করাইতেন। রায় ভারমল্লও এই কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাঁহার দুইটি আদরের পয়স্বিনী গাভী ছিল, তাহারা প্রভূত দুগ্ধ দান করিত; একদা ভারমল্ল দেখিলেন গাভী দুইটি পূর্ব্ববৎ দুগ্ধ দিতেছে না, এজন্য মুকুন্দকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন কিন্তু মুকুন্দ নির্দ্দোষ—তাহার কোন অপরাধ ছিল না—প্রভু ভৎর্সনা করিলে মুকুন্দ সতর্কতা অবলম্বন করিল; গোপনে গাভীদোহন করিয়া কেহ দুগ্ধ লয় কি না তাহা দেখিবার জন্য সর্ব্বদা সাবধান থাকে। এখন যেখানে তারকনাথের মন্দির সেই স্থানটি তখন অরণ্যময় দ্বীপ ছিল তাহার চতুর্দ্দিকেই জল। গ্রাম্য রাখালেরা সেই বনে গোরু চরাইত। এখনও অতি বৃষ্টি হইলে তারকেশ্বরের চতুর্দ্দিক জলস্রোতে পরিপূর্ণ হয়,

অতি কষ্টে একগলা একবুক জল পার হইয়া তারকেশ্বরে যাতায়াত করিতে হয়।

তিরস্কৃত হইয়া অবধি মুকুন্দ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছিল—গোশালা বিলক্ষণ সুরক্ষিত প্রাচীরবেষ্টিত গোশালার দ্বারে পাহারা বসাইল। প্রাতঃকালে রাখালেরা গোরু চরাইতে লইয়া যায়। এক দিন প্রাতঃকালে সেই দুইটি গাভীকে দেখিতে পাওয়া গেল না। মুকুন্দ বড়ই শঙ্কিত হইল। তখনকার কালে রাজাদের কথায় কথায় লোকের মাথা যাইত। মুকুন্দ প্রমাদ গণিল—আজি রাজা মাথা লইবেন ইহাই স্থির করিয়া বড়ই দুর্ভাবনায় রহিল। সন্ধ্যা কালে গাভী দুইটি গোরুর পালের সহিত ফিরিয়া আসিল দেখিয়া মুকুন্দর মৃতদেহে যেন প্রাণ আসিল। মুকুন্দ সেদিন রাত্রিতে ঘুমাইল না, গোশালায় গাভী দুইটিকে বন্ধ করিয়া আপনি গোশালার দ্বারে জাগিয়া বসিয়া রহিল। পরদিন প্রভাত কালে রাখালেরা গোশালা হইতে গোরুর পাল বাহির করিল। কিন্তু সেই দুইটী গাভীকে দেখিতে পাওয়া গেল না। দিনের পর দিন যাইতেছে, রাজা মুকুন্দকে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। মুকুন্দ ভাবনা চিন্তায় কেবলই শীর্ণ হইতেছে, কোন উপায় চিন্তা করিতে পারিতেছে না। তৎপর দিন রাত্রিকালে মুকুন্দ গাভী দুইটীর নিকট শয়ন করিয়া রহিল, সমস্ত রাত্রি—ঘুম হইল না—কেবলই দেবাদিদেব মহাদেবকে স্মরণ করিতে লাগিল। মুকুন্দ শৈব ছিল—সমস্ত রাত্রি জাগরণে কাটাইলে শেষ রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে আপনা হইতেই চক্ষু মুদিয়া আসে নিদ্রাকর্ষণ হয়। ভোরের পূর্ব্বে মুকুন্দ ঘুমাইয়া

পড়িল, জাগিয়া গোরু দুইটাকে দেখিতে পাইল না। সেইদিন মুকুন্দর প্রাণদণ্ডাজ্ঞার দিন। রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা মুকুন্দকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মুকুন্দ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। পূর্ব্ব রাত্রির সমস্ত কথাই রাজার স্থগোচর করিল। ভারমল্ল বুঝিলেন মুকুন্দ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারিতেছে না—আবার একদিন সময় দিলেন। মুকুন্দ নায়না খায়না কেবলই গোশালার মধ্যে পড়িয়া ইষ্ট-দেবতাকে ডাকে আর কাঁদে

সে দিন রাত্রিকালেও সে ঘুমাইল না—গাভীর একটা পায়ে দড়ি বাঁধিয়া সেইখানে শুইয়া রহিল—রাত্রি শেষে গাভীটি যেমন দড়ি ছিঁড়িল অমনি মুকুন্দ জাগিয়া, গাভীটিকে দড়ি ছিঁড়িবার সুযোগ দিল। গাভী দড়ি ছিঁড়িল—গোশালার গুহ্যাদপি গুহ্য স্থানে দুইটী গোরুতে শৃঙ্গ দ্বারা বৃহৎ ছিদ্র করিয়াছিল, তাহারই ভিতর দিয়া দুইটা গাভী বাহির হইল। মুকুন্দও তাহাদের পশ্চাদ্গমন করিল। গাভী দুইটা সন্তরণ দ্বারা জল পার হইয়া দ্বীপে উঠিল, মুকুন্দও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; একটু প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকিয়া সে দেখিল—গাভী দুইটা একটী শিলাখণ্ডের উপর দুগ্ধ ধারা ঢালিতেছে। সে কাজ শেষ করিয়া তাঁহারা বনের ভিতর চরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বনের মধ্যে তাল তমাল বেল প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষ লতায় পাতায় কোন কোন স্থান বড়ই দুর্গম, কোথাও বা ফাঁকা জায়গায় গোরু মহিষ চরিয়া বেড়ায়। রাখালেরা পার্শ্ববর্ত্তী ধান্যক্ষেত্র হইতে ধান্য সঞ্চয় করিয়া "পাঁচন বাড়ি" দিয়া সেই শিলাখণ্ডে তণ্ডুল প্রস্তুত করিয়া খায়। তজ্জন্য শিলা খণ্ডের উপর বেশ একটা গর্ত্তও আছে।

২১৪

মুকুন্দ সমস্ত দিন বনমধ্যেই রহিল, রাজার রাখালেরা গো-পাল লইয়া যথানিয়মে সেই বনে চরাইতে আসিল, মুকুন্দ তাহাদের কাহাকেও কিছু বলিল না। দিবাবসান সময়ে তাহারা গোরুর পাল লইয়া যখন রামনগরে ফিরিল তাহাদের সঙ্গে মুকুন্দও ফিরিল। সন্ধ্যাকালে গোপনন্দন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সমস্তই তাঁহাকে বলিল, রাজা প্রথমে তাহা বিশ্বাস করিলেন না। মুকুন্দের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ করিতে প্রস্তুত হইলেন।

পরদিন প্রভাতকালে রাও ভারমল্ল মুকুন্দ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিয়া দেখিলেন বাস্তবিকই গাভী দুইটি শিলাখণ্ডের উপর দুগ্ধধারা ঢালিতেছে। ইহা দেখিয়া ভারমল্ল স্থির করিলেন এ শিলা সামান্য শিলা নহে—ইহাতে দৈবশক্তির আবির্ভাব আছে। অতএব এই শিলা রামনগরে তুলিয়া লইয়া যাইতে হইবে, তৎকালে তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া মুকুন্দ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া রামনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। মুকুন্দ প্রাণদণ্ডের দায়ে অব্যাহতি লাভ করিল।

2১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কাল নিরুপণ।

রামনগরের রাজা রাও ভারমল্ল সিংহ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া অবধি কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলেন—কিরূপে সেই দৈব শক্তি-সম্পন্ন শিলাখণ্ড রামনগরের গড়ে উঠাইয়া লইয়া যান। অনেক ভাবনাচিন্তা ও পারিষদ বর্গের সহিত পরামর্শে চতুর্দ্দিক হইতে খনককুলি (কোঁড়া) সংগ্রহ করিয়া শিলাখণ্ড ভূগর্ভ হইতে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একশত কুলি লাগিয়া বার দিন মাটি খুলিয়াও কিছু করিতে পারিল না। যেন একটি বৃহৎ সরোবরের পাষাণময় যুপকাষ্ঠ (জাট) এবং ক্রমেই মাটির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া গিয়া রাজা ভারমল্ল বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন। এদিকে মুকুন্দ ঘোষ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছে যে সেই শিলাখণ্ড যেমন তেমন শিলা নহে—তারকেশ্বর শিব। সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার পূজা করিবার আদেশ পাইয়াছে।

মাটি কাটিয়া তারকেশ্বরকে তুলিয়া লইয়া যাওয়া যেদিন রাও ভারমল্লের অসম্ভব বোধ হইল সেইদিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্ন

দেখিলেন যে একজন সন্ন্যাসীবেশধারী তাঁহাকে বলিতেছেন—"আমি তারকেশ্বর শিব, তুমি আমাকে তুলিয়া আনিবার জন্ম বৃথা চেষ্টা করিতেছ কেন—আমাকে তুলিতে পারিবে না, গয়া গঙ্গা বারাণসী পর্য্যন্ত আমার প্রসার আছে।" ইত্যাদি এ সম্বন্ধে প্রাচীন কবি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

চৌদিকে জঙ্গল জলা গহন কানন।
যেমন সিংহল দ্বীপ অতি রম্য স্থান॥
কপিলা দিতেছে দুগ্ধ একচিত্ত হৈয়া।
দেখিলা মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়া॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মৃত্তিকা খুলিয়া দেখে অপূর্ব্ব পাথর॥
হস্তে খোলে মাটী কেহ খোলে দিয়া বাড়ি।
পাষাণ দেখিয়া বলে হইল ছেয়াপাড়ি॥
কৃষকে কাটয়ে ধান্ত রাখালে কুড়ায়।
আনন্দে শম্ভুর শিরে ধান্ত ভানি খায়।
এইরূপে গেল দিন দ্বাদশ বৎসর।
বিষত প্রমাণ গর্ত্ত মস্তক উপর॥
শিরোবেদনায় শম্ভু হইলা কাতর।
কহিলা মুকুন্দ ঘোষে আমি তারকেশ্বর।
তারকেশ্বর শিব আমি কানন নিবাসী।
মোর সেবা কর বাছা হইয়া সন্ন্যাসী॥
ভক্তিভাবে মোরে দিবে এক বিল্বদল।
অন্তকালে চরণ কমলে দিব স্থল॥
এত আজ্ঞা দিলা যদি দেব ত্রিপুরারি।

২১৪

মস্তক মুড়ায়ে মুকুন্দ হইল গিরি॥
হেন মতে বিশ্বনাথ হৈলা অবতার।
রাও তারামল্ল রাজা পাইল সমাচার॥
কাননে শিবের লিঙ্গ শুনিয়া শ্রবণে।
তারমল্ল যাত্রা কৈল শম্ভু দরশনে॥
রাহুত মাহুত ঘোড়া সাজিয়া লস্কর।
তারমল্ল প্রবেশিল বনের ভিতর॥
জটাধারী ত্রিপুরারি দেখিয়া নিয়ড়ে।
রাজা বলে রাখি লৈয়া রামনগরের গড়ে॥
শত কোড়া নিয়োজিল কাটিবারে মাটী।
যত খোঁড়ে শম্ভু বাড়ে পুষ্করিণীর আঁটি॥
বারদিন খোড়ে তবু অন্ত নাহি পায়।
যত খোঁড়ে তত শম্ভু পাতাল পানে যায়॥
ভক্ত দুঃখ পায় তব জানিয়া অন্তরে।
নিশি শেষে বসিলেন রাজার শিয়রে॥
ধরিয়া সন্ন্যাসী বেশ কহেন স্বপন।
শুন রাজা তারমল্ল আমার বচন॥
তারকেশ্বর শিব আমি কাননে বসতি।
অবনী ভেদিয়া বাছা আমার উৎপত্তি॥
অকারণে দুঃখ পায়্যা মোয়ে কেন খোঁড়।
গয়া গঙ্গা বারাণসী আদি মোর জড়॥
শুনিয়া নৃপতি হৈল আনন্দে অস্থির।
জঙ্গল কাটিয়া দিল অপূর্ব্ব মন্দির।
আম জাম রোপিল গুবাক নারিকেল।

ডানিভাগে সরোবর সন্নিমাখা জল ॥
পাতকি তরাতে ভব হৈল অবতার।
নীল দিনে সরোবরে গঙ্গার জোয়ার ॥
বিচিত্র মন্দির মাঝে মহামায়া সঙ্গে।
প্রমথ বেতাল ভূত নাচে নানা রঙ্গে ॥
মাথায় জটার ভার প্রকাণ্ড শরীর।
প্রহরে প্রহরে মূর্ত্তি ধরে পঞ্চশির ॥
মনোহর স্থান যেন গুপ্ত বারাণসী।
বার মাস করে বাস জটিলা সন্ন্যাসী ॥
মধ্যখানে তারকেশ্বর চারিদিকে জলা।
ভক্তগণ পূজে দিয়া কালা ফুলের মালা ॥
বালিগড়ি বিপ্রদের বিলেতে বিশ্রাম।
পাতকী তরাতে প্রভু তারকেশ্বর নাম ॥
মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় এ৭চল্লিশ সালে।
বৃষধ্বজ বসেছিলা শ্রীফলের মূলে ॥
বাঘছাল আসন বিভূতি ভূষা গায়।
কিবা সে লাবণ্য ছটা বুঝা নাহি যায় ॥
পঞ্চম অক্ষর মন্ত্র শম্ভু দিলা কাণে।
বদনে নাচয়ে বাণী তথির কারণে ॥
গান দ্বিজ সহদেব শঙ্কর ভাবনা।
রাধানগর বাড়ী যার বালিগড়ি পরগণা।

প্রসঙ্গাধীন কবির আরও একটু পরিচয় দেওয়া অনুপযুক্ত হইবে না।

চক্রবর্ত্তী রাজারাম, অশেষ গুণের ধাম,

বিশ্বনাথ তাহার নন্দন।

মহাদেব তস্যসুত, যাহার অনুজ ভ্রাত,

সহদেব সুকবি রচন॥

* * * *

অহর্নিশ ভাবি হর গৌরীর চরণ।

গ ন দ্বিজ সহদেব বৈদিক ব্রাহ্মণ॥

* * * *

চৈত্রের চতুর্থ দিন পূর্ণিমার তিথি।

হেন দিনে যারে দয়া কৈলে যুগপতি॥

রাও ভারমল্ল স্বপ্নাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া দেবাদিদেবকে রামনগরে লইয়া যাইবার সংকল্প পরিহার করিলেন; সেই খানেই দেবতার মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। সে মন্দির এখন বর্ত্তমান মন্দিরের ভিতরে পড়িয়াছে। পাতুল সন্ধিপুর নিবাসী প্রাতঃস্মরণীয় গোবর্দ্ধন রক্ষিত মহাশয় তাহার উপর বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছেন। ভারমল্ল দেব মন্দিরের পশ্চিমে একটি পুষ্করিণী খাত করাইয়া দেন, তাহাই সিদ্ধি পুকুর নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। মোহন্ত রঘুচন্দ্র গিরি তাহার পঙ্কোদ্ধার কালে চতুর্গুণ বড় করিয়াছেন। ভারমল্ল দেবতার সেবার জন্য ১০২৩৷৷০ জমি অর্পণ করেন, তাহাই জোৎশম্ভু নামে প্রসিদ্ধ, কিন্তু কালক্রমে উহা তারকেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে। এবং জোৎশম্ভু পৃথক গ্রামে পরিণত হইয়াছে। এই গ্রাম হুগলীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই বাহাদুরের জমিদারী। তারকেশ্বরের অন্ততর বাজার ইহারই উপর সংস্থাপিত, সাধারণে

তাহাকে "জয় কৃষ্ণ বাবুর বাজার" বলিয়া জানে। গবর্ণমেণ্টের ডাক বাঙ্গালা ইহারই মধ্যে অবস্থিত।

অশেষ গুণবান রাজারাম চক্রবর্ত্তী নামে একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ বালিগড়ি পরগণার রাধানগর গ্রামে বাস করিতেন। এই গ্রাম দ্বারহাটার দক্ষিণে, নতুবা হুগলি জেলার গাড়াৎ সাহাবাজারের নিকট যে রাধানগর নামে গ্রাম আছে তাহা নহে, যেহেতু উহা হাবেলি পরগণার অন্তর্গত। বিশ্বনাথ রাজারামের পুত্র। বিশ্বনাথের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ মহাদেব ও কনিষ্ঠ সহদেব। সহদেব এক চল্লিশ সালের ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমা তিথিতে ধর্ম্মের অনুগ্রহে কবিত্ব লাভ করিয়া ধর্ম্ম মঙ্গল রচনা করেন।

এখন দেখা যাউক ৪১ সাল কোন শতাব্দীর ৪১ সাল। ১২৪১ সাল নহে, কারণ সেতো সেদিনকার কথা বলিলেই হয়। উপরি উক্ত কবি সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রণীত ধর্ম্ম মঙ্গল পুঁথি খানি আমার সগ্রামবাসী ডোম পণ্ডিতদিগের বাড়ীতে আমি পাই—তাহার লিপিকর আনন্দ রাম পণ্ডিত। লিপি শেষের তারিখ ১৮ মাঘ ১১৯৩ সাল। আনন্দী রামের পিতামহ—বৃন্দাবন পণ্ডিত সহদেব চক্রবর্ত্তীর সমসাময়িক যথা,—

বন্দিব বাকুঁড়া রায় ভাঙ্গামোড়া স্থিতি।
অনুপম গুণধাম অনন্ত মূরতি॥
সদ্বংশে উৎপত্তি পণ্ডিত বৃন্দাবন।
যাহার সেবায় বশ দেব নিরঞ্জন॥ *

১১৪১ সাল বর্ত্তমান বর্ষের ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে—অর্থাৎ ইংরাজী

---

* বিশেষ বিবরণ "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার"-৪র্থ খণ্ডে মৎপ্রণীত সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গল" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২২৮

১৭৩৫ খৃষ্টাব্দে। তখন সুজা উদ্দীন খাঁ বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার মসনদে সুবাদার বা শাসনকর্ত্তা। ঠিক এই বৎসর বাঙ্গালার একটী সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিয়াছিল—নবাব সায়েস্তা খাঁর আমলে টাকায় ৮মণ চাউল বিকাইত। তিনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া দিল্লী যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ঢাকা নগরীর পশ্চিমদিকে একটী তোরণ (ফটক) নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে এই অনুজ্ঞা লিখিত করাইয়া যান যে,—যে শাসনকর্ত্তা এক দামড়ি অর্থাৎ সিকি পয়সায় এক সের চাউল বিক্রয় করাইতে পারিবেন তিনি ভিন্ন কেহ এই ফটক খুলিবেন না। সা-সুজার আমলে দেওয়ান যশোবন্ত রায় এই কাজ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া নবাব সরকারে তাঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি জন্মিয়াছিল। সুবুদ্ধি দেওয়ান ঢাকা জেলার প্রত্যেক ভূখণ্ড সুন্দররূপে আবাদ করাইয়া শস্যের দর কমাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঢাকার পশ্চিম দ্বার এতদিন বদ্ধ ছিল, খোলা হইল। তাই বলি হায়রে দেওয়ান যশোবন্ত—হায়রে কৃষিজীবনের উন্নতিকর্ত্তা! আজিতো সমগ্র বাঙ্গালাদেশের পড়া পতিত গোচর সবই আবাদ হইতেছে, এক ছটাক জমি পতিত নাই, তথাপি কেন চাউলের মণ ৫।০ টাকা? সে রাম নাই—সে অযোধ্যাও নাই।

খৃঃ ১৭৩৫ অব্দে সহদেব ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিবার উপলক্ষে শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর দেবতার বন্দনা করেন। তখন তারকেশ্বরের মাহাত্ম্য চারিদিকে সকলেরই বিদিত হইয়াছে। কবিকে তিনি কৃপা করিয়াছেন। ইহাতে অনেক সময় লাগিয়াছে।

† ইনিই মেদিনীপুরের জমিদার—কবি রামেশ্বর চক্রবর্ত্তীর উপজীব্য ছিলেন। তাঁহার যত্নেই শিবায়ণ প্রণীত হয়।

২৩৫

দেখা যাউক সম্ভবতঃ তাঁহার আবির্ভাব কাল কখন। রাও ভারমল্লের সময় তাঁহার প্রকটকাল তাহা সর্ব্ববাদী—সে পক্ষে কাহার কোন কথা নাই। রাও ভারমল্ল নিরপত্য তাঁহার পুত্রকন্যা ছিল না। রাজা বিষ্ণুদাস তাঁহার অগ্রজ ছিলেন, তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি বাহিরগড়ায় বসবাস করিতেছেন; বালিগড়ি পরগণার ছত্রীদিগের মধ্যে আজিও তাঁহাদের প্রভূত সম্মান। পবিত্রাত্ম রাজা বিষ্ণুদাস স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুণ্যবান পুরুষ ছিলেন,—শাবল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলিয়াই আজিও বালিগড়ি ছত্রীর ভোজে নিমন্ত্রিত হইলে তাঁহারা উচ্চাসন পীঠ (পিড়া) এবং থালা গেলাস পাইয়া থাকেন। অপর সাধারণ ছত্রী যিনি যেরূপ আসন এবং পান ও ভোজনপাত্র পাউন রাজা বিষ্ণুদাসের বংশধরের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এখন দেখা যাউক রাজা বিষ্ণুদাসের অধস্তন কত পুরুষ হইয়াছে, তাহা হইলে মোটামুটী তারকেশ্বরের প্রকটকাল পাওয়া যাইতে পারিবে।

১। কেশব সিংহ হাজারী।

২। রাজা বিষ্ণুদাস সিংহ — ভারমল্ল সিংহ (নিরপত্য)

৩। রাজা সন্তোষ নারায়ণ সিংহ।

৪। রাজা জগৎনারায়ণ সিংহ।

৫। রাজা রঘুনাথ সিংহ *।

* ইহাঁরই নাবালক অবস্থায় রাজ্যলোপ ঘটে। 'সিংহ উপাধির পর "রায়" শব্দটী এই শ্রেণীর রাজপুতেরা ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বীরসিংহ — ৬। শোভারসিংহ।

৭। গোপাল সিংহ।

৮। স্বরূপ চন্দ্র সিংহ।

৯। পীতাম্বর সিংহ।

১০। শ্রীক্ষেত্রমোহন সিংহ।

বীরসিংহ বা অন্যান্য শাখা লিখিত হইল না। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র মোহন সিংহ রায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পৌত্র জন্মিয়াছেন, তাঁহাকে ধরিয়া ১২ পুরুষ। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ২০ হইতে ৩০ বৎসর এক এক পুরুষের সময় গণনা করিয়া থাকেন, প্রায়ই দেখিতে পাই ২৫ বৎসরে এক এক পুরুষ গণনায় মিলিয়া যায়। যিনি ১২০০ সালে জন্মিয়াছেন ১৩০০ সালে তাঁহার প্রপৌত্রকে দেখিতেছি। এরূপ দৃষ্টান্ত একটী নহে, পাঠকগণ আপনাপন বা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের বংশপত্রী মিলাইলে দেখিবেন শতকরা ৮০।৯০টী বংশে ঐরূপ। তাহা হইলে কেশব হাজারী প্রায় ৩০০ শত বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। বৃদ্ধ কেশব চন্দ্র হাজারীকে ছাড়িয়া দিলেও ২৭৫ বৎসর হয়—অতএব রাজা বিষ্ণুদাস ও রাও ভারমল্ল ২৭৫ বৎসর প্রাদুর্ভূত ছিলেন। অতএব ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ তাঁহাদের আবির্ভাব বলিয়া ধরা যাইতে পারে এবং উহারই সমসময়ে ৺তারকেশ্বর আবিষ্কৃত হইয়াছিলেন বলা যাইতে পারে। উহার পোষকে ৺তারকেশ্বরের মোহান্তগণের তালিকা দেখিয়াও বুঝিতে পারি যে উপরি উক্ত সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক নহে।

শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বরের প্রত্যাদেশ মত ৺মুকুন্দ ঘোষ মোহান্ত হইয়াছিল তাহা অতি অল্প দিনের জন্য—কারণ মুকুন্দ তখন বৃদ্ধ। যাহা হউক দেবাদিদেব যখন কৃপা করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার পূজা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন তখন আমরা সামান্য মানব মুকুন্দকে মোহন্তের সম্মান না দিয়া থাকিতে পারি না। কবি সহদেব যে তাঁহাকে গিরি বলিয়াছেন ইহা ভ্রম, মাথা মুড়াইলেই গিরি হয় না।

১। মুকুন্দ ঘোষ।
২। জগন্নাথগিরি
৩। কমললোচন গিরি।
৪। শম্ভু চন্দ্র গিরি।
৫। গোপাল গিরি।
৬। রাধাকান্ত গিরি।
৭। গঙ্গাধর গিরি।
৮। প্রসাদ গিরি।
৯। পরশুরাম রাম গিরি।
১০। মোহন গিরি।*
১১। রঘুচন্দ্র গিরি।

* মোহন গিরি পরশুরাম গিরির চ্যালার চ্যালা। পরশুরাম গিরি সম্মুখেই তাঁহার চ্যালার মৃত্যু হয়। তজ্জন্য মোহনগিরি গদি প্রাপ্ত হয়েন। ১২৫০ সালে মোহন গিরির পরলোক প্রাপ্তি ঘটে।

222

১৩। মাধবচন্দ্র গিরি। (শ্যামচাঁদ গিরি)

১৪। শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র গিরি।

এখন দেখা যাইতেছে রাজা বিষ্ণুদাসের বংশধরেরা দ্বাদশ পুরুষে পৌছিয়াছেন এবং মোহন্ত মহারাজদিগের ত্রয়োদশ পুরুষ। এ রূপ সামঞ্জস্য স্বত্বে আমরা ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তারকেশ্বরের প্রকটকাল বলিয়া স্বীকার করিবার পক্ষে কোন বাধা দেখি না।

এই সময়ে আজিম খাঁ বাঙ্গালাদেশের সুবাদার। ইহার পূর্ব্ব বৎসর বাঙ্গালার ইতিহাসে আর একটী সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা—ঘটিয়াছিল। সুরাটের ইংরাজ কুঠির ডাক্তার বৌটন সম্রাট সাজাহানের কন্যাকে রোগমুক্ত করিয়া পুরস্কার স্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্য বালেশ্বরের নিকট পিপ্লি নামক স্থানে বাণিজ্য-কুঠি সংস্থাপন জন্য ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারি এক সনন্দ লাভ করেন। ইহাই ইংরাজদিগের এদেশে প্রথম বাণিজ্য স্থান। আমরা হিন্দু-দেবদেবীর সমাদর বড় বেশী বেশীই করিয়া থাকি—কলিতে তারকেশ্বরের ন্যায় সজাগ দেবতা আর কোথাও আছেন কিনা জানিনা, ইংরাজের বলবিক্রম ও ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মনে হয়—ইহাতে দেবানুগ্রহ থাকা বিচিত্র নহে। তারকেশ্বরের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের অভ্যুদয়—এরূপ ঘটনা সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না। অতএব আমরা বলিতে পারি বঙ্গে যতদিন ইংরাজ ততদিনের তারকেশ্বর। তারকেশ্বর প্রকটকাল যে ঠিক ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে কেমন করিয়া একথা বলা যাইতে পারে—১৬৩৪ খৃষ্টাব্দেও হওয়া অসম্ভব নহে।

এইবার আমাদের শাস্ত্র একবার দেখা যাউক, তাহাতে তারকেশ্বর সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় কি না। মহা লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে শৈবতীর্থ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কবিতাগুলি দেখিতে পাই,—

ঝাড় খণ্ডে বৈদ্যনাথো বক্রেশ্বরস্তথৈবচ।
বীরভূমৌ সিদ্ধিনাথো রাঢ়ে চ তারকেশ্বরঃ॥
ঘণ্টেশ্বরশ্চ দেবেশি রত্নাকর নদীতটে।
ভাগীরথী নদীতীরে কপালেশ্বর ঈরিত॥
ভদ্রেশ্বরশ্চ দেবেশি কল্যাণেশ্বর এবহি।
নকুলেশ্বর কালীঘাটে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।

ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথ এবং বক্রেশ্বর; বীরভূমে সিদ্ধিনাথ, রাঢ়দেশে তারকেশ্বর, রত্নাকর নদীতটে ঘণ্টেশ্বর (খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত) ভাগীরথীতীরে কপালেশ্বর, ভদ্রেশ্বর (স্বনাম খ্যাত পল্লী) কল্যাণেশ্বর (হাওড়া জেলার বালীতে) কালীঘাটে নকুলেশ্বর এবং শ্রীহট্টে হাটকেশ্বর।

ইহাতে কি বুঝিব মহালিঙ্গেশ্বর তন্ত্র ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দের পরে রচিত অথবা তারকেশ্বরের সূচক শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত—তাহা না হইলে আর কি হইতে পারে। এইতো সেদিন চুঁচুড়া বার্ত্তাবহের একজন পত্র প্রেরক লিখিয়াছেন,—"কোন স্মরণাতীত কাল হইতে ইহাঁর মহিমা প্রকটিত হইয়া আসিতেছে তাহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না। প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই ঘণ্টেশ্বর দেবের সেবাইত ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশে মাঘমাসের অকাল বন্যায় ভাসমান বেউড়বাঁশের ঝাড়সংলগ্ন কাল ভৈরব মূর্ত্তি ঘণ্টেশ্বর দেবের পার্শ্বে স্থাপিত করিতে প্রত্যাদিষ্ট হয়েন। স্বামীঅজস্র

নারায়ণ শ্রীমৎ ঈশান চন্দ্র দেব, সুদাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষগণ এই স্থানে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন।" ইত্যাদি মহালিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রটা কি কেবলই প্রক্ষিপ্তময়? তাহা নহে—এপর্য্যন্ত যাবতীয় তীর্থস্থানের সংখ্যা হইয়া উঠে নাই, আজি পর্য্যন্ত কতকগুলি তীর্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বই যে আর তীর্থ নাই, একথা কে বলিতে পারে। এমন অনেক তীর্থ আছে যাহা এ পর্য্যন্ত সাধারণে জানে না, শুনে না। পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রে যে সকল তীর্থস্থানের উল্লেখ আছে তাহাদের সকল গুলিরই কি স্থাননির্দ্দেশ করিতে পারা যায়? প্রাকৃতিক বিপ্লবে হয়ত কত প্রাচীন তীর্থ বারিধিগর্ভগত বা অরণ্যে পরিণত হইয়াছে। সেই রূপ এই তারকেশ্বরতীর্থও পূর্ব্বে কাহার পরিজ্ঞাত ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুকুন্দ ঘোষকে দিয়া তাহা প্রকাশিত হইল।

আরও একটী বড় প্রয়োজনীয় কথা আছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ৺মুকুন্দ রাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডী প্রণীত হয়, যাহা এদেশে কবিকঙ্কণ চণ্ডী বলিয়া পরিচিত। তাহাতে "সর্ব্বদেবদেবী" বা "দীর্ঘ বন্দনা" নামে একটী প্রবন্ধ আছে। তাহা এযাবৎ চণ্ডীর কোন সংস্করণেই মুদ্রিত দেখা যায় না, কেবল সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গবাসী পত্রের স্বত্বাধিকারী স্বর্গীয় ৺যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু মহাশয় চণ্ডী কাব্যের যে সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে সেই প্রবন্ধটী স্থান পাইয়াছে, আমি তাহা প্রকাশের বড়ই পক্ষপাতী ছিলাম। সেই প্রবন্ধে কবির বাসভূমি দামুন্যার ৭।৮।১০ ক্রোশ ও তদপেক্ষা দূরবর্ত্তী দেবদেবীরও উল্লেখ আছে—নাই কেবল বহুদূরবিশ্রুত তারকেশ্বরের! অথচ তারকেশ্বর দামুন্যা হইতে

তিন ক্রোশ মাত্র। ইহাতেও বুঝা যাইতেছে যে তারকেশ্বরের প্রকটকাল কবিকঙ্কণের পরে। তাহা না হইলে কবি নিশ্চিতই তারকেশ্বরকে বন্দনা করিতে ছাড়িতেন না। পাঠক-গণের কৌতূহল নিবৃত্তি জন্য আমি কবিকঙ্কণের—সেই "দীর্ঘ বন্দনা" নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ;—

প্রথমে বন্দিব প্রভু দেব নিরাকার।
একই মণ্ডপে বন্দো এ চারি দুয়ার॥
বৃষভবাহনে বন্দো দেব পঞ্চানন।
দেবগণ সহিত বন্দো মরালবাহন॥
অষ্টলোকপাল আমি করিনু বন্দন।
ইন্দ্রচন্দ্র পবন বরুণ হুতাশন॥
উড়িষ্যায় বন্দিনু ঠাকুর জগন্নাথ।
বলরাম সুভদ্রা বন্দি, করি জোড় হাত॥
নবদ্বীপে বন্দো গৌর শচীরকুমার।
হরিনাম দিয়া কৈল জীবের উদ্ধার॥
অবনী লোটায়ে বন্দো শচী ঠাকুরাণী।
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিলা আপনি॥
কীর্ত্তন সৃজন কৈলা খোল করতাল।
মুনীর মজায় মন অতীব রসাল॥
মধুর কৃষ্ণের কথা পুরাণের সার।
প্রকাশিলা জীবের লাগি প্রেমের পসার॥
যেই জন নাম গায় যে জন বিতরে।
প্রভুনামে বান্ধে ভেলা সিন্ধু তরিবারে॥

দশ অবতার বন্দি হয়ে একমন।
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন॥
নীল অবতার বন্দো নাম হলধর।
কল্কী দেব বন্দি দুই জোড় করি কর॥
হংসবাহনে ব্রহ্মা, গরুড়ে গোবিন্দ।
বৃষভে মহেশ বন্দো ঐরাবতে ইন্দ্র।
মূষিকে গণেশ বন্দি, শিখীতে কুমার।
বন্দিলাম যমরাজে ভকতি অপার॥
গয়াতে গদাধর বন্দো, প্রয়াগে মাধব।
বৃন্দাবনচন্দ্র বন্দো ঠাকুর কেশব।
বৈদ্যনাথ ঠাকুর বন্দিলাম জোড় হাত।
প্রণতি করিয়া বন্দিনু বিশ্বনাথ॥
বন্দিলাম জয়াবতী করিয়া ভকতি।
কৈলাস ত্যজিয়া কাশীতে কৈলা স্থিতি॥
শনি মঙ্গলবারে দেবীর পূজার প্রচার।
ধূপ ধুনায় অন্ধকার জয় জয়কার॥
অষ্টাদশ লোক পূজে করিয়া ভকতি।
না জানি ব্রাহ্মণে কত পড়ে স্তবস্তুতি॥
উচ্চগলা ধরিয়া ছাগে দেয় পুষ্পপাণি।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে মুড়ি লয়ে টানাটানি॥
সম্মুখেতে জগমোহন রামেশ্বর বর।
বালীডাঙ্গা কৈলা স্থান কৈলাস শিখর॥
হীরগ্রামের বেঁটু বন্দো মৌলায় রঙ্কিনী।
পাণ্ডুয়ায় বন্দিলাম বিশাললোচনী॥

229

কামরূপে কামখ্যা বন্দো আমতায় মেলাই।
ব্যাণ্ডারার কালী বন্দো ক্ষেপুতে ক্ষেপাই॥
সেনেটের রঙ্কিনী বন্দো করিয়া ভকতি।
মুণ্ডমালা গলে দোলে ভীষণ মুরতি॥
নাড়িচা নগরে বন্দো সর্ব্বমঙ্গলা।
অসুর বধিয়া মায়ের গলে মুণ্ডমালা॥
মণ্ডগোপ পাঠনে বন্দিনু মুণ্ডেশ্বরী।
জয়চণ্ডী বন্দিলাম চেতুয়া নগরী॥
রাজবলহাটে বন্দি রাজবল্লভী চরণ।
ইলিপুরে রঙ্কিনী বন্দো হয়্যা একমন॥
দশঘরায় * বন্দি বিশালক্ষীর চরণ।
আলায় কামারবুড়ী বন্দি হয়্যা একমন॥
বেলার বান্দনী দেবী কেশরী বাহিনী।
ডাঙ্গামোড়ায় † বন্দো বিশালাক্ষী ঠাকুরাণী॥
বর্দ্ধমান বন্দি গাবো সর্ব্বমঙ্গলা।
উত্তরবাহিনী বন্দো গ্রাম শেহাখালা॥
ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা বন্দো রাইপুরে দেহারা।
বেজোয় বন্দিয়া গাবো মনসার বারা॥
বন্দিলাম সেখপুরে †† করিয়া ভকতি।

---

*। তখন দশঘরার পঞ্চানন্দের আবির্ভাব বা প্রাদুর্ভাব থাকিলে কবির বন্দনায় বাদ পড়িতেন না।

†। ডাঙ্গামোড়ার শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী অতি প্রাচীন কালে প্রতিষ্ঠিত।

††। শ্রীশ্রী৺জগতী দেবী মনসা অতি জাগ্রত দেবী, প্রবাদ

ছলাল মনসা বন্দো ধুলিয়ায় স্থিতি।
উনকোটী নাগ যার থাকয়ে সংহতি॥
মণ্ডলঘাটে বন্দিনু মাতা মনসারে।
স্মরণ করিতে মাগো তারিবে আমারে॥
জাজপুরে আদ্য হর প্রণতি করি শিরে।
হনুমানে বন্দিব গরুড় মহাবীরে॥
টাটেশ্বর মর্ত্তেশ্বর বন্দিনু গোস্তানে।
অগ্নিমুখা হর বন্দো বাস পলাশনে॥
দামুন্যায় * বন্দিনু ঠাকুর চক্রাদিত্য।
যার পদযুগ সেবি কবির কবিত্ব॥
কামেশ্বর শিব বন্দি কুমার নগরে।
চন্দ্রকোনার গড়্‌পতি বন্দো মাগুখরে।
বসন্ত পুরে বন্দি গাবো বাঁকুড়া চরণ।
ধবল ঘোড়ায় বন্দি দেব নিরঞ্জন॥
দিবানিশি যেখানে জাগ্রত মা জগতী।
বন্দিলাম নারিকেলডাঙ্গায় সংহতি তক্ষক।
আদ্যস্থান বন্দো যাহে করিল গোরক্ষ॥
বিষটিকন্নিতে বন্দো জয় বিষহরি।
বিষ বেটে দিল যখনা তোলা মাগ করি॥

এইরূপ যে সেখপুরে কখন কেহ সর্পাঘাতে মরে নাই। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস ইঁহার চাঁদমালা ঘরে থাকিলে সর্প ভয় দূর হয়।

*। শ্রীশ্রী৺ চক্রাদিত্য শিব এখনও কবিকঙ্কণের বাস ভূমি আছেন। তাহার পুজার্চ্চনা দ্বারা কবির কবিত্ব লাভ ঘটে।

বোড়োয় * বন্দিয়া গাব দেব বলরাম।
গোকুল ছাড়িয়া যথা করিলা বিশ্রাম॥
কাটোয়ায় বন্দিলাম চৈতন্য নিতাই।
জীবের নিস্তার হেতু এলা দুই ভাই॥
দোলয়ায় বন্দি গাবো সর্ব্বমঙ্গলা।
অধিষ্ঠান কৈলা মাতা খাজুরের তলা॥
দশরথসুত বন্দো শ্রীরাম লক্ষণ।
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দো সীতার চরণ॥
কালীপুরে বিশালাক্ষী নীলপুরে লীলা।
মণ্ডেশ্বরী বন্দো যার পুরী ঘাটশিলা॥
চম্পাই নগরে বন্দো চাম্পার চরণ।
প্রণতি করিয়া রবো হয়্যা একমন॥
বেতোড়ে বন্দিনু জয় বিষহরি।
অষ্টনাগ বন্দো যার সিজুয়া নগরী॥
বন্দিনু বারাহী চণ্ডী হয়্যা একমন।
কুলীন গ্রামেতে বন্দো শিবানীচরণ॥
বিক্রমপুরেতে † বন্দি বিশাললোচনী।

---

*। বোড়ো বর্দ্ধমান জেলার সাদিপুরের সন্নিহিত।

†। বিক্রমপুর হুগলী আরামবাগ হইতে এক মাইল। এখানকার শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী অতি প্রাচীন কালের দেবতা। প্রবাদ এইরূপ যে রাজা বিক্রমাদিত্য এই স্থানে তাল বেতাল সিদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের সমসময়ে রঞ্জিত রায় নামক ডিহিবায়ড়ার পরগণাদার ইঁহার বড়ই অনুগৃহীত ছিলেন। দেবী কন্যা রূপে তাঁহার গৃহে অবস্থিতি করিতেন। ইনি পষাণময়ী—শক্তিযন্ত্র।

বিক্রম আদিত্য ছলি পাইলা ধরণী ॥
সাজোয়ায় বন্দিলাম সুবিদ খাঁ পীরে।
দফর খাঁ গাজিরে * বন্দি ত্রিবেণীর ধারে ॥
গঙ্গা তুলসী বন্দো কলির দেবতা।
যাঁর গুণে গাই ভাই ভাগবৎ কথা ॥
আদ্য কবি বন্দি আমি বাল্মীকি মুনী ব্যাস।
জয়দেব বিদ্যাপতি কবি কালিদাস ॥
গুরুর চরণ বন্দো করিয়া প্রণতি
জনক জননী বন্দো করিয়া ভকতি ॥
মানিক দত্তেরে আমি করিনু বিনয়।
যাহা হৈতে তিন ভাই গীতে পরিচয় ॥
যতসব কবিগণ বন্দিনু চরণ।
গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ।
ডাইন যোগিনী বন্দো অধর্ম্মের পা।
বিনা অপরাধে যেই আসবে দেয় ঘা ॥

*। দফর খাঁ গাজি মুসলমান হঁনি বড়ই গঙ্গা ভক্ত ছিলেন, তাঁহার কৃত ২।৩টী গঙ্গাস্তোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিম বঙ্গের পাণ্ডুয়া নগরী ১২৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুরাজার শাসনাধীন ছিল। সাহ সাফী তাঁহাকে পরাজিত করিয়া এদেশে মুসলমানাধিকার স্থাপিত করেন। সেই যুদ্ধে দফর খাঁ নিহত হয়েন। ত্রিবেণীর দক্ষিণ ইহাঁর সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়।

সে মোর ভগিনী কিম্বা আমি তার ভাই।
মোর অঙ্গে দংশ যদি ধর্ম্মের দোহাই॥
আসিয়া যেইজন আসরে দেয় ঘা।
ইহার ভাল মন্দ জান জয়চণ্ডী মা॥
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে অভয়ার পায়।
হরি হরি বল সবে বন্দনা হৈল সায়॥

কেহ কেহ এই দীর্ঘবন্দনাটী কবিকঙ্কণের লিখিত নহে বলিয়া সন্দেহ, করেন। সন্দেহের কারণ তিনটী—প্রথমতঃ কবিত্বে সন্দেহ সেটী অযুক্তিসঙ্গত; এরূপ দেবদেবীর তালিকার আর ইহার অধিক কি রূপ কবিত্ব স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ "গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ "এ কথা কবির নিজের মুখে যেন শোভা পায় না। গুরু কবিকঙ্কণের নামটী টীকায় দেওয়া হইল।* তৃতীয়—শ্রীমন্তের দক্ষিণ পাঠন গমন কালে খুল্লনা কর্ত্তৃক এত বড় দীর্ঘ দেবদেবী বন্দনা সম্ভবে না, একথাটি মানিয়া লইলাম। প্রবন্ধের শেষাংশটি পড়িলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে কবির গীতারম্ভে স্বয়ংই তিনি এই সকল দেবদেবীর বন্দনা করিয়াছেন নতুবা খুল্লনা গীতের গুরু কবিকঙ্কণকে পুত্রের বিদেশ গমনোপলক্ষে বন্দনা করিবেন কেন; মাণিক দত্তেরই বা উল্লেখ হইবে কেন। "বিনা অপরাধে যেই আসরে দিবে ঘা" একথাই বা কেমন করিয়া খুল্লনার মুখে শোভা পায়। যদি এই প্রবন্ধ কবিকঙ্কণের না হইয়া অন্যের হইত তাহা

* এই কবিকঙ্কণের নাম বলরাম। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীযুক্ত দীনেশ চরণ সেন প্রণীত বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বিষয়ক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হইলে তারকেশ্বরের নাম ইহাতে স্থান পাইত। কবিকঙ্কণ চণ্ডী সমাপ্ত করিলে গায়কেরা চতুর্দ্দিকে তাহা গান করিয়া বেড়াইতে লাগিল, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাহারা যে যে বিষয়ের উল্লেখ থাকা আবশ্যক বলিয়া তাহাদের নিকট প্রস্তাব করিতে লাগিল, তাহারা কবিকে তাহা জানাইলে তিনি যে যে প্রস্তাব উপযুক্ত বোধ করিয়াছিলেন, সেই সেই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই বিশ্বাস হয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর মধ্যে "গ্রন্থোৎপত্তির কারণ" শীর্ষক প্রবন্ধটিও এইরূপে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া বিশ্বাস। নতুবা উহাতে বর্ণিত ঘটনা পরম্পরার সময়সামঞ্জস্যের অভাব হইত না। এত দিন পরে আমরা ৯৬১ সালের ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের লিখিত একখানি কবিকঙ্কণের চণ্ডী পুঁথি পাইয়া দেখি তাহার শেষ ভাগে এই শ্লোকটী আছে।

শাকে রসর বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥

ইহার অর্থ ১৪৬৬ শকাব্দা। ৯৫১ সাল।

যদি ৯৫১ সালে চণ্ডীকাব্য রচিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উপরি উক্ত হাতলেখা পুঁথি খানি তাহার ১৪ বৎসর পরে লিপি করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রকট কাল ১৪৫৫ শকাব্দা বা ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ বা ৯৪০ সাল তাহার ১১ বৎসর পরে চণ্ডীকাব্য রচিত হয়। মহাপ্রভুর অপ্রকট হইবার পর শ্রীশ্রী৺অভিরাম স্বামী রঘুনী পণ্ডিতকে দিয়া ভাঙ্গামোড়া গ্রামে শ্রীশ্রী৺মদন মোহন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। তাহা হইলে সম্ভবতঃ কবিকঙ্কণের চণ্ডী রচনার পূর্ব্বে উক্ত বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়া উঠে নাই। যদি তাহা না হইত

তবে দীর্ঘ বন্দনার মধ্যে ভাঙ্গামোড়ার শ্রীশ্রী৺মদনমোহন দেবতার নাম পাওয়া যাইত। যে সকল দেবতার নাম দীর্ঘবন্দনা মধ্যে পাওয়া যায় মদনমোহন তাঁহাদের অপেক্ষা কোন মতেই অপ্রসিদ্ধ নহেন।

যিনি আমাদের যুক্তি তর্ক নাও মানিবেন, উপরে যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইল তাঁহাতে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তারকেশ্বর আবিষ্কৃত হইয়াছেন।

মুকুন্দ ঘোষ ৺তারকনাথ কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া তাঁহার পূজার্চ্চনা করিতে থাকে, বোধ হয় তাহাতে একটু ত্রুটী দেখে চনায় দেবাদিদেব একজন ব্রাহ্মণ সেবাইত রাখা উপযুক্ত মনে করিলেন। তাহা না হইলে ব্রাহ্মণ সজ্জনে গোওয়ালা মুকুন্দকে পূজার দ্রব্যাদি ভক্তি সহকারে না দেওয়াই সম্ভব, তাই সিংটী শিবপুরের চতুর্ভুজ গাঙ্গুলী মহাশয় রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে একজন বলিতেছেন—'আমি' তারকেশ্বর শিব রামনগরের মাঠে আবির্ভূত হইয়াছি, তুমি রাও ভারমল্লের নিকট যাইলে আমার পৌরহিত্যে ব্রতী হইবে।" পরক্ষণেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল—দেখিলেন ভোর হইয়াছে। ভোরের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না. চতুর্ভুজ রামনগর যাত্রা করিলেন, সেখানে আসিয়া রাও ভারমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সেই রাত্রিতে রাজাও স্বপ্ন দেখিয়াছেন—চতুর্ভুজকে তারকনাথ পবিত্রাচারী জানিয়া পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছেন। ভালই হইয়াছে—স্নানকালে চতুর্ভুজ রামনগরের গড়ে উপস্থিত হইলেন, রাজা প্রতিদিন তারকনাথের পূজা করিতে যাইতেন, তাঁহাকে সঙ্গে

২৭৪

করিয়া তারকেশ্বরে লইয়া গেলেন আর মুকুন্দকে বলিয়া দিলেন "গাঙ্গুলি মহাশয় প্রতিদিন পূজা করিবেন", মুকুন্দ তাহাই মানিয়া লইল। চতুর্ভুজ গাঙ্গুলী মহাশয়কে জমি জায়গা দিয়া রাও ভারমল্ল তারকেশ্বরের উত্তর ভঞ্জপুরে স্থাপিত করিলেন। চতুর্ভুজরে বংশধরেরা এখনও সেইখানে থাকিয়া তারকেশ্বরের পৌরহিত্য করিতেছেন।

ইহার পরেই জগন্নাথ গিরির আগমন। জগন্নাথ দশনামী মোহন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে "গিরি" উপাধিধারী। দশনামীদের গিরি, পুরি, ভারতী প্রভৃতি দশটী উপাধি আছে। তারকেশ্বরের একমাইল দূরবর্ত্তী চাঁচুর ও সন্তোষপুরে পুরী ও ভারতীদের দুটী মঠ আছে। তথায় দেবী শ্রীশ্রী৺দশভুজা ও শ্রীশ্রী৺বিশালাক্ষী বিরাজিতা। কিছুদিন পূর্ব্বে ৺রাজেন্দ্র পুরী ও ৺মহেশ ভারতীকে শেষ সেই স্থানে মোহন্ত দেখিয়াছি। এখন তাঁহাদের চেলারা ঐ দুই মঠ দখল করিয়া দেবীর পূজা করিতেছেন।

জগন্নাথ গিরি চন্দ্রনাথ তীর্থে যাইতেছিলেন। পথে শুনিলেন রামনগরের মাঠে অনাদি লিঙ্গ শিবের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহার চন্দ্রনাথ যাওয়া স্থগিত হইল, তিনি তারকেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—দুই তিন দিন থাকিয়া পূজার্চ্চনা করিলেন, যেদিন তিনি এই অভিনব তীর্থ ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন পথে এক ব্রাহ্মণ বেশধারী বৃদ্ধ উপস্থিত হইয়া বলিলেন— "তোমার চন্দ্রনাথ যাইবার প্রয়োজন নাই। তারকেশ্বরে থাকিয়া পূজার্চ্চনা করিতে থাক আর আগামী বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রিতে আমার সহিত এইখানে সাক্ষাৎ করিবে। জগন্নাথ ফিরিলেন। ফিরিয়া আসিয়া রামনগরের রাজাকে বলিলেন। রাজা বুঝিলেন—

ইহা দেবতারই কাজ। তিনি জগন্নাথ গিরিকে তারকেশ্বরে রাখি-লেন। জগন্নাথও পূর্ণিমার দিন ব্রাহ্মণের সাক্ষাৎ পাইলেন কথায় বার্ত্তায় বুঝিলেন তিনি ব্রাহ্মণ বেশধারী তারকেশ্বর। তাহার অচির কাল পরেই মুকুন্দ ঘোষের দেহত্যাগ ঘটে। তাহার ভৌতিক দেহ শ্রীমন্দিরের পূর্ব্ব দিকে সমাহিত হয়, তাহার উপর একখানি কৃষ্ণপ্রস্তর স্থাপিত আছে। জগন্নাথ গিরি আসিয়া মোহন্ত দিগের পদ্ধতি ক্রমে তারকনাথের পুজার ব্যবস্থা করিলেন— আপনি ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে স্নান করিয়া কোমরে ঘুংঘুরের মালা বাঁধিয়া "শম্ভো জাগৃহি" বলিয়া তীর্থভূমি বেষ্টন করিয়া আসিতেন. তাঁহার পরেই ভোরে মঙ্গল আরতি করিতেন, বেলা এক প্রহর দশদণ্ডের সময় পঞ্চোপচারে পূজা করিতেন, বিল্বপত্র চন্দনাক্ত করিয়া অনাদিলিঙ্গের সর্ব্বাঙ্গে দিতেন। মধ্যাহ্নে পায়স ও মিষ্টান্ন দ্বারা ভোগ দিয়া গুড়গুড়িতে এবং তাল মে চার আগুণে তামাক সাজিয়া দিয়া মন্দিরের কপাট বন্ধ করিয়া দিতেন। সায়ং-কালে আরতি করিয়া শীতল দেওয়া হইত পূর্ব্ববৎ তামাক সাজিয়া দিয়া মোহন্ত কপাট বন্ধ করিয়া আসিতেন। এখনও তাহাই হইয়া থাকে। ৺মাধবচন্দ্র গিরি ভোগের প্রসাদে প্রতিদিন ৫০টী ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সর্ব্ব প্রথম গিরি মোহন্ত দ্বারা পূজিত বলিয়া এই মঠের মোহন্তেরা গিরি উপাধি পাইয়া থাকেন। মোহন্তগণের গদি পাইবার সময় দশনামী মোহন্তগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপবীত ত্যাগ করাইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন ইহাকে "চাদর উড়ান" বলে। ভাল কথায় ইহাকে দণ্ডগ্রহণ বলিয়া থাকে। মোহান্ত মহারাজেরা সন্ন্যাসী —সুতরাং তাঁহারা চিরকুমার, বিবাহ করিতে নিষিদ্ধ। এখনও

2·76

সাহাপুরে জগন্নাথ গিরির দ্বারা প্রস্তুত একটী আম্রকানন আছে তাহাকে লোকে "জগন্নাথ গিরির বাগান" বলে। তারকেশ্বরের গোয়াল বাড়ীতেও আর একটী সদাব্রত আছে। সন্ন্যাসী অতিথি অভ্যাগত পরিতোষ পূর্ব্বক খাইতে পায়, শীতকালে শীতবস্ত্র পায়। মোহন্ত মহারাজকে তাহাদের জোর জুলুম অনেক সহ্য করিতে হয়।

ভূতীয় পরিচ্ছেদ।

দেবমাহাত্ম্য ও যাত্রীর কর্ত্তব্য প্রভৃতি।

আধুনিক শিক্ষিতগণকে দেবতাই স্বীকার করান যায় না, তাহাতে আবার তাঁহার মাহাত্ম্য—দেবতার মাহাত্ম্যেই দেবতা প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন একথা সত্য। দেবতার মাহাত্ম্য মানিলেই দেবতাকে মানিতে হয়। দেবতা মানা নামানা অভ্যাসের কাজ—যিনি দেবতা মানিতে বাল্যাবধি অভ্যাস করিয়াছেন, অর্থাৎ দেবতাকে ভয়ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন তিনি বড় হইয়া দেবতা মানিয়া থাকেন, যাঁহার তাহা অভ্যাস পায় নাই, তিনি কিছুতেই তাহা মানিতে চাহেন না। হাজার প্রমাণ প্রয়োগ দাও তাহা অকাট্য হইলেও তিনি তাহা কাটিয়া ফেলেন। হিন্দুর মতে এই অভ্যাসটা পূর্ব্ব জন্ম হইতে চলিয়া আসে, কেবলমাত্র ইহ জন্মের কাজ নহে। তবে এমনও দেখা যায় যে সমস্ত জীবনটা যাহার দেবতা না মানিয়া কাটিয়া গিয়াছে—অন্তিমের অনতি-কাল পূর্ব্বে তাঁহার চট্‌কা ভাঙ্গিয়াছে—তিনি দেবদেবী মানিয়া মরিতে পাইয়াছেন, ইহারও সহিত পূর্ব্বজন্মের সম্বন্ধ

---

* অভিরাম লীলামৃত দ্রষ্টব্য।

সংশ্রব আছে। ভক্তিতেই মুক্তি ইহা অনেকেই অবগত আছেন, প্রাণপণে দেবতাকে ভক্তি করিলে তিনি কৃপা করেন। তোমার আমার মনে ভক্তি নাই; সুতরাং দেবতার নিকট কাঁদিলেও তাঁহার কৃপা হয় না। তারকেশ্বরে হত্যা বা ধরা দিবার ইতিহাস জানিতে পারিলে অনেকে তাহা কতকটা বুঝিতে পারিবেন। তারকেশ্বরে "হত্যা" দেওয়ার প্রথা কিছু বেশী এক শতাব্দী হইতে।

১২০৬ সালে একব্যক্তি অম্লশূল রোগে অতি কষ্ট পাইয়া তারকেশ্বরে আসিয়া দেবাদিদেবের মন্দিরের বাহিরে অনশনে মরিবার সঙ্কল্প করিয়া পড়িয়া থাকে, দেবতাকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে মনে প্রাণে এক করিয়া বলে "আমাকে বাঁচাও না হয় মারিয়া ফেল।" তিনদিন তিনরাত্রি লোকটা জল পর্য্যন্ত পান না করিয়া পড়িয়া থাকে। শেষ রাত্রিতে একজন ব্রাহ্মণ বেশধারী তাহার হাতে ঔষধ দিয়া উঠিয়া যাইতে বলেন, সেই ঔষধ সেবনে রুগ্ন ব্যক্তিআরোগ্য লাভ করে। তাহার পর যেই যে কোন রোগে অস্থির হয়, সেই তারকেশ্বরে গিয়া হত্যা দেয়। যাহার নিষ্ঠা ভক্তি থাকে তাহারই কামনাসিদ্ধি হয়। আর যাহার বিন্দুমাত্র দ্বিধা জন্মে তাহার তিন দিন কি—তিন বৎসর পড়িয়া থাকিলেও কিছু হয় না। শুধু ধন্না দেওয়া নহে, তারকেশ্বরের তাগা বাঁধা, প্রতি সোমবারে বৎসরেক কাল ভক্তিভাবে সোমবার করা, নখচুল রাখিয়াও অনেকে অনেক দুরারোগ্য রোগে মুক্তি লাভ করিয়াছে। রোগমুক্ত হইয়া লোকে দেবতার নিকট কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্ম নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করে—কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এক মাস, পনর দিন, সাতদিন, তিনদিন হবিষ্যাশী হইয়া বৈদ্যবাটীতে

২৩৯

গঙ্গাস্নান করে ও দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া, সেখান হইতে শ্রীশ্রী৺তারকেশ্বর পর্য্যন্ত আইসে, এবং সেই ভাবে শ্রীমন্দির প্রদক্ষিণ করে; এইরূপে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে হাজার হাজার লোক সন্ন্যাস করে এবং বৈদ্যবাটীর গঙ্গার ঘাটে স্নান করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দণ্ডবৎ প্রণত হইতে হইতে তারকেশ্বরে আইসে। যদি কেহ কোন প্রকারে দেবতার দ্বারা উপকৃত না হইত তাহা হইলে এরূপ কষ্ট স্বীকার করিত কেন? দেবতার কৃপা লাভ সহজে ঘটে না তাহাতে মনের নিষ্ঠা চাই, ভক্তি চাই। যাহাদের নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাহাদের সহজেই সাফল্য মিলে। যাঁহারা এই সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু তাঁহারা চৈত্র সংক্রান্তির সময় তারকেশ্বরে গিয়া সন্ন্যাসীদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সকলেই দেবমাহাত্ম্য জানাইবে। আমরা অনেকের নিকট অনেক কথা শুনিয়াছি—শুনিয়া স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়াছি—আরব্য উপন্যাসের অত্যাশ্চর্য্য গল্প অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্যজনক বলিয়া তাহা মনে করিয়াছি। যিনি যখন তারকেশ্বরে যাইবেন তখনই দেখিবেন সর্ব্বাঙ্গ কাপড়ে ঢাকিয়া শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকে ও নাট মন্দিরে কত স্ত্রীপুরুষ দেবতাকে আত্মসমর্পণ করিয়া পড়িয়া আছে—অনেকেই গয়াকাশী বৈদ্যনাথ প্রভৃতি তীর্থে গিয়াছেন কেহ কখন এরূপ দেখিয়াছেন কি? ৺তারকনাথ কলির প্রত্যক্ষ দেবতা, মনস্কামনা পুরাইতে এমন দেবতা আর নাই। তাই প্রতিদিন বাঙ্গালী মহারাষ্ট্রী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভারতের নানা দেশবাসী এই তীর্থে সমাগত হইয়া দেবাদিদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

অনেকেই এখানে আসিবার পূর্ব্বে এখানকার কর্ত্তব্য কি

জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন বলিয়া আমরা পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করিতেছি।

হাওড়া রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে তারকেশ্বর যাইবার তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া ৷৷১০ সাড়ে আট আনা। যাওয়া আসার Return টিকিট লইলে মধ্যম Intermediate শ্রেণীতে চাপিতে পারা যায় ভাড়া দিতে হয় ১৸০ আঠার আনা। তারকেশ্বরে গাড়ী পৌছিবামাত্র কত লোকে জিজ্ঞাসা করে—"বাবু বাবার ওখানে যাবেন ?" তাহাদের যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে যাইলে বাসা ও পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। তাহাদের কিছু কিছু লাভ আছে, এজন্য বেশ যত্নও করে। শ্রীমন্দিরের যত নিকটে বাসা হয় ততই ভাল। বাসা লইয়া পূজা করিবার জন্য সিদ্ধি পুকুরে বই অন্যত্র স্নানের সুবিধা নহে। স্নান করিয়া মোহন্ত মহারাজের গদিতে যাইতে হয়। কেহ কেহ স্নানের পূর্ব্বেই একাজটা সারিয়া লয়েন। যাহা মানত থাকে তাহা সেখানে জমা দিলে তাহার কিয়দংশ ফেরত পাওয়া যায়। তাহাতেই ফুল চন্দন ও পূজার জন্য চাউল কলা সিদ্ধি, চিনি, দুধ, ওলা কিনিয়া সেই যে ব্যক্তি ষ্টেশন হইতে আনে সেই সঙ্গে থাকিয়া সব করিয়া দেয়। শ্রীমন্দিরের প্রবেশ দ্বারে একটী করিয়া দুইটি পয়সা দিতে হয়। আর আপনি যদি পারেন তবে নিজেই পূজার দ্রব্যাদি লইয়া পূজা করিতে বসুন। কারণ শিবপূজায় সকলেরি অধিকার আছে।

নিত্যকর্ম্মে যেমন শিবপূজার পদ্ধতি আছে তেমনি করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য ধূপ দীপ (তারকেশ্বরের মন্দির মধ্যে থাকে) গন্ধ পুষ্প নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবেন কেবল যেখানে "নমঃ শিবায়ঃ"

আছে সেইখানে "নমঃ তারকেশ্বর শিবায়" বলিতে হইবে। তারকনাথের পূজা হইলে নাট বাঙ্গলায় যে বৃষ আছে তাহাকে একটি ফুল দিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করিবেন। কারণ সে সর্ব্বদা আশুতোষকে পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকে এজন্য সে তাঁহার বাহন। তাহার পর মুকুন্দ ঘোষের সমাধির উপর যে পাথর আছে তাহার উপর কিছু দুধ ঢালিয়া দিবেন—পরে দেবতার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিবেন। পূজার মন্ত্র যত পাঠ করুন না করুন মনের ভক্তি সহকারে "নমঃ! তারকেশ্বর শিবায় নমঃ" বলিয়া জল বিল্ব দল দিলেই আশুতোষ তুষ্ট হয়েন। তৎপরে শ্রীশ্রী৺কালী ও শ্রীশ্রী৺লক্ষী-নারায়ণ জীউ দ্রষ্টব্য।

নখ চুল দেওয়া—মোহন্ত মহারাজের গদিতে ইহার জন্য কপালে ছাপ লইতে হয়, তাহা না হইলে নাপিত ক্ষৌরকার্য্য করিবে না। ছাপ লওয়ার জন্য কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। নাপিত যাঁহাকে যেমন দেখে তাঁহার নিকট তেমনি দাবি করে। ক্ষুরানের উপর কাজ হয়, বাঁধাধরা কিছু নাই।

ধরা বা হত্যা দেওয়া—এ কাজ প্রায় স্ত্রীলোকেই বেশী করিয়া থাকেন। সংসারে নারী ভিন্ন কাহার হৃদয় এত কোমল, পতি পুত্রের জন্য কে এরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে চাহে। আর কাহারই প্রতি বা তাঁহাদের প্রাণের টান এত। পূর্ব্বদিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া পরদিন স্নানান্তে পূজা দিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ধরা দিতে হয় ও অনশনে মনে প্রাণে সেই দেবাদিদেবের মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়। আহারা দির কথায় কাজ কি, যাঁহার ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতরতা থাকিবে

তাঁহার আর ধন্না দেওয়া কেন, সুতরাং অনশনই ব্রত। এই ব্রতপালনের সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধি। কেহ কেহ অসমর্থতা প্রযুক্ত তারকনাথের স্নানজল পান করিয়া থাকে। দুধ চিনি ফল মূলও খায়। ধন্না দিতেও পদিতে কিছু কিছু দিতে হয়। আমার বোধ হয় একাজের জন্য কিছু না লওয়াই ভাল, কেন না প্রাণের দায়ে লোকে একাজ করে। মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে দেবতার পূজাতো সর্ব্বাগ্রে দিতেই হয়। কে না দিয়া থাকিতে পারে, মোহন্ত মহারাজতো "বাবার কুবের ভাণ্ডারী" তাঁহার কিসের অভাব। ইহাতে বৎসরে কতই বা আয় হয়। যাহারা ধন্না দিতে আসে তাহারা বিপন্ন—বিপন্নের প্রতি যদি মোহন্ত মহারাজের দয়া না হইবে তবে বাবার দয়া কিরূপে আশা করা যায়।

তারকেশ্বর হইতে বাঙ্গালীর অর্থে এবং বাঙ্গালীর দ্বারা পরিচালিত একটী রেলপথ ত্রিবেণী পর্য্যন্ত গিয়াছে। তারকেশ্বরের যাত্রী ব্যতীত আরামবাগ মহকুমার ও বর্দ্ধমান জেলার রায়না থানারি অধিকাংশ লোকই তারকেশ্বর রেলে কলিকাতা, হুগলী ও বর্দ্ধমান যাতায়াত করয়।

তারকেশ্বরে চারিটী বাজার—একটিতে মাছ তরকারী বিক্রীত হয়, জয়কৃষ্ণ বাবুর বাজার, চেলো পটি ও ষ্টেশনের বাজার। শেষোক্ত তিনটি বাজারে চাউল ডাউল তৈল লবণাদি বহু পরিমাণে বিক্রীত হইয়া থাকে। এখানে ব্রেহেম কোম্পানীর কেরোসিনের এজেন্সী আছে। আজি কালি তারকেশ্বর একটি বিখ্যাত গঞ্জ ও বাণিজ্যের স্থান, মনোহারী দোকান অনেক আছে। ষ্ট্যাম্পা ভেণ্ডার আছে। কিছুরই অভাব নাই। এখানকার মহাজনেরা ৫।৭ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থান হইতে আমদানি

ভাল চাউল, পাট, আলু প্রভৃতি দ্রব্য কিনিয়া কলিকাতায় ও সেওড়াফুলীতে চালান দিয়া থাকেন। এখানে পুলিশ থানা ও একটি সব পোষ্ট আপিশ আছে কুমকুমি পুষ্করিণীর তীরে নাগা সন্ন্যাসী গণের জন্য একটি অতিথিশালা আছে। তথায় তাহারা চাউল ডাউল তরকারি ও পয়সা পায়।

মেলা—তারকেশ্বরে বৎসরের মধ্যে দুইটী মেলা হয়। একটী শিবরাত্রি উপলক্ষে এবং অপরটী চৈত্র সংক্রান্তিতে। শিবরাত্রির দিন কলিকাতা হুগলী বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান হইতে বহু সংখ্যক লোক তারকেশ্বরে উপস্থিত হয় এবং উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে চারি প্রহরে চারিবার পূজা ও মহিম্ন স্তোত্র পাঠ করেন। এই চতুর্দ্দশী নিশা ব্যতীত অন্য রাত্রিতে মহিম্ন স্তোত্র পাঠ নিষিদ্ধ। শিবরাত্রির ব্রত করিবার জন্য যাঁহারা শিবরাত্রিতে তারকেশ্বর যান তাঁহাদের পক্ষে এই ব্যবস্থা, তদ্ভিন্ন অনেকেই তামাসা দেখিবার জন্য গিয়া থাকেন তাঁহাদের ব্যবস্থা পৃথক। তাঁহারা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া তাসপাশা খেলেন, গান বাজনা করেন, রাত্রি প্রভাত হইলেই চলিয়া যান। আর যাঁহারা সাত্ত্বিকভাবে পূজা করিতে আসেন তাঁহারা রাত্রি প্রভাত হইলে স্নান করেন পূজা দেন এবং পারণা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করেন। শান্তি রক্ষার জন্য পুলিশের ব্যবস্থা আছে, স্বয়ং পুলিশ সাহেব ও শ্রীরামপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত থাকেন। ১৩১৪ সাল হইতে স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায় উপস্থিত থাকিয়া শান্তিরক্ষার সাহায্য করেন এবং কাহার কোন দুঃখকষ্ট হইলে প্রাণপণে তাহার প্রতিকারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। গাজন—চৈত্রমাস আরম্ভ হইলেই যাত্রীরা সন্ন্যাস করিবার জন্য উত্তরীয় লইতে তারকেশ্বর যায়, উত্তরীয় গ্রহণে

288

শিবিগোত্রে প্রবিষ্ট হয়, এবং চৈত্র সংক্রান্তিকে ৪দিন থাকিতে হবিষ্যান্ন গ্রহণ শেষ করে, তাহার পর একদিন ফলমূল ভক্ষণ এবং সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন নিরম্বু উপবাস থাকে, সংক্রান্তির দিনে পূজা ধ্যান করিয়া জল খাইতে হয় এবং ১লা বৈশাখ উত্তরীয় ত্যাগ করিয়া স্বীয় গোত্রে প্রবিষ্ট হইতে হয়। এই কয়দিন প্রাণ ভরিয়া মুহুর্মুহু তারকনাথকে ডাকিতে এবং যারপর নাই সংযত ভাবে কাটাইতে হয়। শিবরাত্রি ও চৈত্র সংক্রান্তির মেলা উপলক্ষে রেলওয়ে কোম্পানী অতিরিক্ত গাড়ি দিয়া থাকেন।

আমাদের শাস্ত্রে বলে বাণরাজা বড়ই শিবভক্ত ছিলেন তিনি এই সন্ন্যাসব্রতের সৃষ্টি করেন, নতুবা ইহা কোন শাস্ত্রে নাই। বোধ হয় স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সময় গাজন ছিল না, থাকিলে তিনি ইহার উপর কলম ভাঙ্গিতে ছাড়িতেন না।

তারকেশ্বর মঠের অধীনে নিম্নলিখিত মঠগুলি নিম্নোক্ত স্থানে আছে।

১। হুগলী জেলার গুপ্তি পাড়া—এখানে বিগ্রহ বৃন্দাবন চন্দ্র।

২। সন্তোষপুর—এখানে দেবী বিশালাক্ষী।

৩। চাঁদুর—দেবী দশভুজা।

৪। বৈদ্যবাটী—দেবী দক্ষিণাকালী।

৫। জেলা হাওড়া গড়ভবানীপুর, শিবমণিনাথ।

৬। তোটবাগান—দেবতা মহাকালী ও মহাকাল।

৭। চাঁইপাট—দেবী দশভুজা।

৮। নদিয়া আমডাঙ্গা—দেবী করুণাময়ী কালী।

৯। বড়াশী ২৪ পরগণা—দেবতা শিব।

১০। মেদিনীপুর গুমগড়—দেবতা শিবশম্ভু।

সম্পূর্ণ।

অশুদ্ধি সংশোধন।

বাঙ্গালা পুস্তকের প্রথম মুদ্রণকালে নির্ভুল ছাপা প্রায় হয় না, তজ্জন্য ইহাতেও কতকগুলি ছাপার ভুল আছে। তন্মধ্যে কতকগুলির সংশোধন করা গেল।

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি।
৯	৯	গাভী	গাবী।
১১	৯	সেময়	সময়।
২৪	১০	নকুলেশ্বর	নকুলেশ্বরঃ।